বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে প্রকাশিত এবং গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রতি নিবেদিত

বিদ্যাকল্পদ্রুম

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা।

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা সংগৃহীত।

তৃতীয় কাণ্ড

বিবিধবিষয়ক প্রকরণ
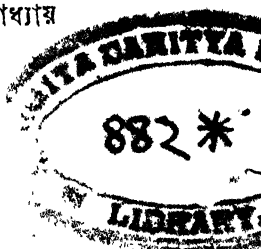
কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৮

বিবিধবিষয়ক পাঠ

---

১ খণ্ড

এতদ্দেশীয় লোকের অধ্যয়নার্থে

ভূগোল পুরাবৃত্তাদি নানা গ্রন্থ

হইতে উদ্ধৃত।

কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের

যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৮

সূচী পত্র।

১ অধ্যায়—পৃথিবীর বিষয়।

২ অধ্যায়—পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের কথা।

সূচী পত্র।

'৩ অধ্যায়—বিচিত্র বচন, বক্তৃতা, ইত্যাদি।

বিবিধবিষয়ক পাঠ।

১ অধ্যায়—পৃথিবীর বিষয়।

১ পরিচ্ছেদ—পৃথিবীর গোলাকৃতি।

সূর্য্য সিদ্ধান্তে* লিখিত আছে যে ময়াসুর নামে এক জন জ্যোতিঃশাস্ত্র জিজ্ঞাসু সূর্য্যাংশপুরুষ নামে কল্পিত শিক্ষকের নিকট এই২ প্রশ্ন করেন, যথা "হে ভগবন্ পৃথিবীর পরিমাণ কত? আকার কেমন? কিসের উপর আশ্রিত? বিভাগ কি২"? পৃথিবীবাসি সমস্ত লোকের পক্ষে এই২ জিজ্ঞাসা সমুচিত বটে কেননা ধরাতলে বাস করত ধরামণ্ডলের আকৃতি পরিমাণাদি জ্ঞানে মানব মাত্রের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইতে পারে, বালকদেরও মনে এই২ বিষয় জানিতে অভিলাষ জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অতএব ঐ ময়াসুরের প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি পৃথিবীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, পৃথিবী "কিমাকারা" এই প্রশ্নের নির্ণয় হইতেছে; পৌরাণিকেরা কহেন যে পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমভূমি। যাঁহারা এ মত প্রচার করিয়াছেন বোধ হয় তাঁহারা দেশদেশান্তর ভ্রমণ করেন নাই, আপনাদের গ্রামের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই সমস্ত পৃথিবীতে আরোপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর তাঁহাদের এ মত যুক্তিসিদ্ধ করা দুষ্কর, সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং এ মতের যে ব্যভিচার দর্শাইয়াছেন তাহার খণ্ডন করা যায় না, যথা "পৃথিবী যদি দর্পণের

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায়। "ভগবন্ কিম্প্রমাণা ভূঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়া। কিম্বিভাগা" ইত্যাদি।

ন্যায় সরলভূমি হয় তবে সূর্য্য দূরস্থ হইলেও রাত্রিতে কেন দৃষ্টি গোচর না হন?"* সরল ভূমির উপর যে২ বস্তু পরিভ্রমণ করে তাহা ভূমির সর্ব্বাংশে অবশ্য সর্ব্বদা দৃশ্য হয় কেননা ব্যবধান না থাকিলে দৃষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মে না, কিন্তু রাত্রি কালে সূর্য্য কদাপি দৃষ্ট হয়েন না সুতরাং ভূমি কদাচ সরলক্ষেত্র নহে, তাহা হইলে আমরা অহোরাত্র দিবাকরকে দেখিতে পাইতাম এবং রজনী দ্বারা কালভেদ অসম্ভব হইত ও মনুষ্যদের সম্বন্ধে অন্ধকার গগণ পুষ্পের ন্যায় অলীক পদার্থ হইত।

আর সূর্য্য রাত্রিতে অতি দূরস্থ হন সুতরাং উচ্চনীচ ব্যবধান না থাকিলেও কেবল অতি দূরতা প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না এ কথা কহিলেও পৌরাণিকদের মত রক্ষা পায় না কেননা ক্রমেং ক্ষুদ্রতর হইয়া অবশেষে নক্ষত্রবৎ বিন্দু মাত্রের ন্যায় প্রতীত না হইলে কেবল দূরতা হেতুক প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ডতর সূর্য্য একেবারে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইতে পারেন না। অতএব পৃথিবীর গঠন অন্য প্রকার এবং তৎপ্রযুক্ত চক্ষুর সন্নিকর্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মিয়া সূর্য্যকে প্রচ্ছন্নপ্রায় করে।

অপর সকল দেশে এক সময়ে রাত্রি হয় না এবং উদয় ও অস্তের কালও সর্ব্বত্র এক নহে, তাহার সাক্ষি দেখ যে কালে কলিকাতাতে দুই প্রহরবেলা তখন লণ্ডন নগরে কখনং সূর্য্যোদয় হয় না এবং লণ্ডন নগরে যখন অপরাহ্ন তখন আমাদের এই মহানগরীতে রাত্রি, কখনবা আমাদের দেশে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সূর্য্যগ্রহণ হইলে লণ্ডন নগরে প্রভাত না হওয়াতে সে গ্রহণ দৃশ্য হয় না। পৃথিবী সমভূমি হইলে কি এ প্রকার হইতে পারিত? সমভূমির উপর উচ্চ বস্তু এক কালে সর্ব্বত্র দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া থাকে, একাংশে দৃশ্য ও অন্যাংশে অদৃশ্য কখনও এককালীন হয় না।

---

* গোলাধ্যায় ১৩ পৃষ্ঠ, এ স্থলে যাঁহাদের মত খণ্ডন হইতেছে তাঁহারা কহেন যে সূর্য্য ধরাতলের নীচে কখন গমন করেন না সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তর্কে কোন দোষ আসিতে পারে না।

অপিচ, পৃথিবী সমভূমি হইলে উদয়ের পর যাম্যোত্তর রেখায় অর্থাৎ মস্তকোপরি সূর্য্যের আগমন পর্য্যন্ত যে কাল তাহার সহিত যাম্যোত্তর রেখা ত্যাগানন্তর অস্ত পর্য্যন্ত কালের সর্ব্বত্র সমানতা হইত না, অর্থাৎ সূর্য্য মস্তকোপরিস্থ হইবার পূর্ব্বাপর কাল সর্ব্বত্র তুল্য হইত না, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের যাম্যোত্তররেখায় সূর্য্য আসিলে বাস্তবিক যেমন মধ্যাহ্ন কাল হইয়া থাকে তদ্রূপ না হইয়া বরং পৃথিবীর মধ্যস্থলের উপরি ভাগে দিবাকর উপনীত হইলে এক কালে সর্ব্বত্র মধ্যাহ্ন হইত। যথা পৃথিবীকে যদি কছজখ ক্ষেত্রের ন্যায় সরলভূমি কল্পনা করা যায়, এবং সেই ক্ষেত্রে কখ এক রেখা টানিলে ক যদি পূর্ব্বসীমা ও খ পশ্চিমসীমা এবং গ মধ্যস্থল হয়,
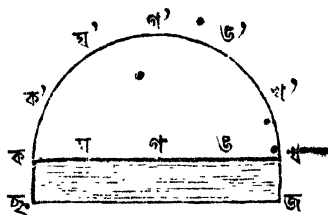
তবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আকাশের ক' উদয়চিহ্নে যখন সূর্য্য উত্থান করিবেন তখন সমস্ত কখ রেখা ব্যাপিয়া একেবারে প্রাতঃকাল হইবে, এবং ঐ রেখার মধ্যে গ চিহ্নের উপরিস্থ গ' বিন্দুস্থলে সূর্য্য উপনীত হইলে এক কালে সর্ব্বত্র মধ্যাহ্ন হইবে, অপর ক চিহ্নে দিবাকর একেবারে মস্তকোপরি উদিত হইয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ঘ চিহ্নস্থ লোকের মস্তকোপরি যাইবেন, আর মধ্যাহ্নের পর কিয়ৎকাল বিলম্ব না হইলে ঙ চিহ্নস্থ লোকের মস্তকোপরি গমন করিবেন না, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে খ চিহ্নের উপরিস্থ হইবেন না কেননা আকাশের মধ্যে খ' অস্ত হইবার স্থল, সুতরাং কেবল গ চিহ্নেতে সূর্য্য মস্তকোপরিস্থ হওন কালেই মধ্যাহ্ন হইবে।

আর সূর্য্য মস্তকোপরিস্থ হইবার পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্বর্ত্তি কালও সর্ব্বত্র সমান হইবে না কেননা ক চিহ্নের সম্বন্ধে সূর্য্য সমস্ত দিনই পশ্চিম ভাগে থাকিবেন, অর্থাৎ দিবাকর সমস্ত দিনে ক' হইতে খ' পর্য্যন্ত গমনশীল হইবেন* এবং ঘ চিহ্নের পক্ষে পূর্ব্ব ভাগে সূর্য্যের স্থিতি পশ্চিম ভাগাপেক্ষা অল্প হইবে কেননা ক' হইতে ঘ' পর্য্যন্ত আসিবার কালাপেক্ষা ঘ' হইতে খ' পর্য্যন্ত যাইবার কাল অধিক হইবে। তদ্রূপ পশ্চিমসীমা খ চিহ্নের সম্বন্ধে সূর্য্য কখনই পশ্চিমভাগস্থ হইবেন না কেননা তাহার উপরিস্থ খ' চিহ্নে উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই সূর্য্য অন্তর্হিত হইবেন, এবং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঙ চিহ্নের পক্ষে পশ্চিম ভাগের স্থিতি অপেক্ষা পূর্ব্বভাগের স্থিতি অধিক ক্ষণ হইবে, কেবল গ চিহ্নের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে সূর্য্যের স্থিতিকাল সমান হইবে।

পৃথিবী সরলভূমি হইলে এই প্রকার অবশ্য ঘটিত কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না কেননা উদয়ের পর যাম্যোত্তর রেখায় অর্থাৎ মস্তকের উপর সূর্য্যের আগমন পর্য্যন্ত যে কাল তাহা যাম্যোত্তর রেখা ত্যাগানন্তর অস্ত পর্য্যন্ত কালের সহিত সর্ব্বত্র প্রায় সমান। উদাহরণ। যখন প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকার সময় কোন স্থানে সূর্য্যোদয় হয় তখন অপরাহ্নে প্রায় ৫ ঘটিকার সময় সেস্থানে অবশ্য অস্ত হইবে অর্থাৎ দুই প্রহরের ৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে উদয় হইলে দুই প্রহরের প্রায় ৫ ঘণ্টা পরেই অবশ্য অস্ত হইবে, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পৃথিবী সমভূমি নহে। ভাস্করাচার্য্য ভূমণ্ডলকে যে কদম্ব কুসুমের† ন্যায়

---

* সূর্য্য বাস্তবিক আকাশের মধ্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমন করেন না কিন্তু পৃথিবী আপন ব্যাসের উপর প্রত্যহ ঘূর্ণায়মান হন একারণ সূর্য্য গমনশীল রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

† গোলাধ্যায় ১০ পৃষ্ঠ।

বর্ত্তুলাকার কহিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। সরলভূমির কল্পনা এই রূপে খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকারত্বের প্রমাণ অন্বয় মুখে দর্শিত হইতেছে।

---

২ পরিচ্ছেদ—পৃথিবীর আকার।

ভূতল নভস্তল উভয়ের মধ্যস্থ অনেকানেক প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিয়া আমাদের নিশ্চয় অনুমান হয় যে পৃথিবী গোলাকার। ১. কেহ যদি নির্ব্বাত সময়ে সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করে তবে জলের উপরিভাগ সম্পূর্ণ সমান বোধ হইবে না বরঞ্চ গোলাকৃতি প্রকাশ পাইবে। এবং উপসাগরের এক পার্শ্বে থাকিয়া জলের নিকট চক্ষু স্থির করিয়া অপর তীর নিরীক্ষণ করিলে জলই উচ্চভাবে দৃষ্টির ব্যবধান হওয়াতে পর পারের নিম্ন ভূম্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। ২. ধরাতলে অধিক দূর হইতে কোন বস্তু দর্শন করিতে গেলে আদৌ সেই দ্রব্যের তলস্থ কিয়দংশ প্রচ্ছন্নপ্রায় থাকে, পরে গমন দ্বারা নিকটতর হইলে অদৃশ্যাংশে ক্রমেং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, অবশেষে অতি নিকটস্থ হইলে সর্ব্বাবয়ব নয়ন গোচর হয়, এই রূপে সমীপস্থ প্রকাণ্ড দ্রব্যও গমনাদি দ্বারা দূরস্থ হইলে দৃষ্ট অংশও ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া থাকে, পরে অতি দূরস্থ হইলে একেবারে অন্তর্হিত হয়। দূরস্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে পর্ব্বত স্তম্ভ ও জাহাজ প্রভৃতি যেরূপে প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয় তদ্বিষয়ে যাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এইং কথা অবশ্য অতি সহজ হইবে। ৩. মেগেলন ড্রেক এবং এনসন প্রভৃতি নাবিকেরা পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমাস্য হইয়া ভ্রমণ করত যেখান হইতে প্রথমতঃ যাত্রা করিয়াছিলেন সেখানেই পুনশ্চ উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা যে রেখাক্রমে জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করেন জাহাজের মুখ না ফিরাইয়া একবার ভ্রমণেই সেই রেখায় পুনশ্চ আইসেন, ইহাতেও স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হয় যে পৃথিবী সম্পূর্ণ কিম্বা প্রায় গোলা-

কার। কাপ্তেন কুক সাহেব পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর দিকে জাহাজ লইয়া ভ্রমণ করিতেং দেখিয়াছিলেন যে ভূগোলের মধ্য অর্থাৎ বিষুব রেখা হইতে ক্রমশঃ মেরুর যত নিকটস্থ হওয়া যায় পৃথিবীর পরিধি ততই অল্প হয়, ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ দৃঢ়তর হইতেছে। ৪. উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণে কিম্বা অবাচী দিশা ত্যাগ করিয়া উত্তরাঞ্চলে অধিক দূর ভ্রমণ করিলে যেং স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় তথাকার নভোভাগে ক্রমে নূতনং নক্ষত্র প্রকাশমান হয় এবং যেথান হইতে প্রস্থান করাগিয়াছে তথাকার তারা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সম ধরাতল হইলে এবম্প্রকার ঘটনা উপপন্ন হয় না। ৫. চন্দ্রগ্রহণের বিষয় বিবেচনা করিলে পৃথিবীর গোলত্ব আরো নিশ্চয় হইতে পারে, যৎকালে পৃথিবী দিবাকর নিশাকরের মধ্যস্থলে আসিয়া সমসূত্রভাবে থাকেন তখন ভূমণ্ডলের ছায়া চন্দ্রমণ্ডলের উপর পতিত হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ জন্মে, সে ছায়া সর্ব্বদাই গোলাকার প্রতীত হয়, অতএব জল স্থলাত্মক এই ভূমণ্ডল যে গোলাকার এই সকল প্রমাণে তাহার দৃঢ়তা হইতেছে।

পৃথিবীর উপরে অসংখ্য শাখিশৈলাদি সমুচ্ছ্রিত ও নদী নদাদি নিম্ন স্থান দেখিয়া কেহং ভূমির গোলত্বের প্রতি আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিলে সে আপত্তি অলীক বোধ হইবে, যেহেতু গ্লোব অর্থাৎ কল্পিত ভূগোলের পক্ষে বালুকা কণা যাদৃশ ক্ষুদ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে গিরি পর্ব্বতাদিও তদ্রূপ জানিবা, ভূমিমণ্ডলের মধ্যে যাবদীয় পর্ব্বত আছে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম শিখরির উন্নতি পৃথিবীব্যাসের দ্বিসহস্র ভাগের কেবল একাংশের তুল্যপ্রায়, চন্দ্র মণ্ডলের উপরিস্থ কতিপয় শৈল পৃথিবীস্থ অপেক্ষা অত্যন্ত উন্নত তথাচ শশাঙ্ক মণ্ডলের অবয়ব সকলের নয়নে ও দূর দর্শন যন্ত্রে গোল দৃষ্ট হয়।

পৃথিবী গোলাকার এই জ্ঞান প্রযুক্ত নাবিকাদি বিদ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইদানীন্তন অনেক লোক নূতন দেশ

প্রকাশ করণার্থ জলপথে যাত্রা করিয়াছেন। পৃথিবীর গোলত্বে যদি কেহ বিশ্বাস না করিত তবে ভূমণ্ডল বেষ্টন করিবার চেষ্টা কখন হইত না, সুতরাং ধরামণ্ডলের অনেকানেক দেশ অপ্রকাশ থাকিত এবং মনুষ্য জাতীয় বিবিধ বর্ণের মধ্যে পরস্পর কোন আলাপ পরিচয় হইতে পারিত না আর ভিন্ন২ জাতীয় লোকের নিকট ঈশ্বরের উপদিষ্ট পরামার্থ তত্ত্বও প্রচারিত হইতে পারিত না।

ইতি ফিপ্‌থ বুক অব লেশন্‌স নামক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

---

৩ পরিচ্ছেদ। পৃথিবীর পরিমাণ।

এক্ষণে জ্যোতিঃ শাস্ত্র জিজ্ঞাসু ময়াসুরের অন্য প্রশ্নের বিচার করা যাইবে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিমাণ কত? এ প্রশ্নও সামান্য নহে বরং পূর্ব্ববৎ গুরুতর। সমস্ত সভ্য জাতীয় জ্যোতির্জ্ঞেরা এই প্রশ্নের মীমাংসা নিমিত্ত বহু কালাবধি বিবিধ যত্ন করিয়াছেন, পৃথিবীর পরিধি কিয়ৎপরিমাণ তাহার নির্ণয়ার্থে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্জ্ঞ ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার গণনা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নহে বটে কেননা তিনি ইদানীন্তন বিদ্যাবিষয়ক সংশোধিত ধারা জানিতেন না, তথাপি ঐ বিষয়ে যে২ সূক্ষ্ম কথার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় বিদ্যার্থিরা অবশ্য আমোদ করিতেপারেন। নাবিক ও অন্যান্য ভ্রমণকারি লোক প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও শুনিয়া যাহা২ প্রকাশ করিয়াছে তাহা উক্ত আচার্য্যের জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং ভূমি পরিমাপক বিদ্বান্‌ জনেরা ভূতলের উপর বৃহৎ বৃত্ত চাপের পরিমাণ লইয়া যে২ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাও তৎকালীন অপ্রকাশ ছিল সুতরাং তাঁহার নিরূপণে সম্পূর্ণ সূক্ষ্মতার অভাব চমৎকারের বিষয় নহে, তথাপি তিনি

পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এবং ব্যাস ১৫৮১ $\frac{১}{২৪}$ যোজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও এ গণনা (এক যোজন*, ৯ মাইল হওয়াতে) শুদ্ধপরিমাণ হইতে বিলক্ষণ অতিরিক্ত বটে তথাচ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যথার্থ নির্ণয়ে তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন ফলতঃ মিথ্যা ধর্ম্মের প্রাবল্য প্রযুক্ত পৃথিবীর পরিমাণ বিষয়ে পূর্ব্বতন লোকের অসঙ্গত কল্পনা স্মরণ করিলে আচার্য্য অবশ্য প্রচুর প্রতিষ্ঠা পাত্র হইবেন।

পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করণার্থে ভাস্করাচার্য্য যে২ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা-দের ব্যবহার বিরুদ্ধ নহে। তাঁহার মতে শুদ্ধ অনুপাত যুক্তি দ্বারা পৃথিবীর পরিধি নিরূপণ হইতে পারে কেননা ঠিক উত্তর দক্ষিণ এমত দুই দেশের মধ্যে অক্ষাংশের ভেদ জানিয়া পর-স্পরের দূরতা পরিমাণ করিলে সহজে সমুদয় পরিধির অর্থাৎ ৩৬০ অংশের দীর্ঘতা গণনা করা যায়। আচার্য্য পুনশ্চ কহেন "যে পৃথিবীর পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি, গ্রহাদির যোগ, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, এবং উদয়াস্ত কাল নিরূপণ, ও শঙ্কু চ্ছায়া নির্ণয়, এ সমস্ত বর্ণনা যুক্তিসিদ্ধ হয় কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার পরিমাণের কল্পনা করিলে বিরোধ ও ব্যভিচার জন্মে,

---

* ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের যে পরিমাণ করি-য়াছেন তদ্বিষয়ে যথার্থবাদী হইয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে "কোন২ গণনাতে এক যোজন ৫ মাইল অথবা ৪$\frac{১}{২}$ মাইলও হয়" তবে ভাস্করাচার্য্যের মত ইউরোপীয় জ্যোতির্জ্ঞ-দের মতের সহিত প্রায় সমান হইতে পারে, কেননা আচা-র্য্যের মতে পরিধির দীর্ঘতা ৪৯৬৭ যোজন, ইহা প্রত্যেক যোজন ৫ মাইল করিয়া ধরিলে ২৪৮৩৫ মাইল হইবে, সুতরাং ইউরোপীয় গণনার সহিত এ গণনার তুলনা করিলে ৭০ মাইল পরিমাণেও ন্যূনাধিক্য হয় না।

সুতরাং অন্বয় ব্যতিরেক নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় দ্বারা ঐ পরিমাণ সপ্রমাণ হইতেছে।" ইরাতস্থিনিস পসিদোনিয়স প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বেত্তারাও এই২ ধারা অবলম্বন করিয়া ভূমণ্ডলের পরিধি গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ ধারার সূত্র এই যে পরিধিকে সকলে ৩৬০ অংশে বিভাগ করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে এক অংশের দীর্ঘতা জানিলে সমুদয়ের দীর্ঘতা সহজে জানা যায়। পরন্তু প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তারা পৃথিবীর উপর জলপথে বা স্থলপথে অধিক ভ্রমণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের গণনাতে ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়াতে এক্ষণে সে সকল ভ্রান্তি সংশোধন হইয়াছে, এবং তাহাতে নিরক্ষদেশের পরিধি সম্প্রতি ২৪৮৯৯ মাইল অথবা স্থূল নিরূপণে ২৫০০০ মাইল* নির্ণীত হইয়াছে।

পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ জানিতে পারিলেও প্রকারান্তরে পরিধি নির্ণয় হইতে পারে কেননা বর্ত্তুলাকার দ্রব্য মাত্রেরই পরিধি ব্যাসের ত্রিগুণ হইতে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত, সুতরাং পৃথিবীর ব্যাসের দীর্ঘতা জানিলে পরিধিরও পরিমাণ শীঘ্র জানা যাইবে। পৃথিবী শুদ্ধ বর্ত্তুলাকার নহে এজন্য গণনাতে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ হইতে পারে তথাপি অত্যল্প বৃত্তাভাসত্ব হওয়াতে অধিক ভ্রান্তি হইবে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ কএক সহজ কথাতে গণিতশাস্ত্র অবলম্বন করিলে পৃথিবীর ব্যাস শীঘ্র সপ্রমাণ হইবে। উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দর্শনে জানা গিয়াছে যে সমুদ্রের অথবা সরল ভূমির দশ ফুট উপরে চক্ষু রাখিলে† গৃহ বৃক্ষাদির ব্যবধান না থাকিলে চারি মাইল পর্য্যন্ত ধরাতল দৃষ্টিগোচর হয়, এই সহজ কথা হইতে পৃথিবীর ব্যাসের দীর্ঘতা নির্ণয় হইতে পারে। কেননা পৃথিবীকে যদি কখগ বলিয়া কল্পনা করা যায় ও যেখানে দর্শকের চক্ষু থাকে সেই উচ্চস্থানকে যদি ঘ নাম

---

* মাইলের পরিমাণ ১৭৬০ গজ।

† হরশেলের খগোল বিদ্যা ২১ পৃষ্ঠ।
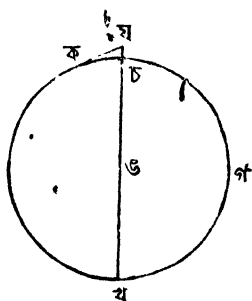
দেওয়া যায় এবং ক চিহ্ন যদি দর্শকের দৃষ্টির সীমা হয় তবে কচ চারি মাইল দীর্ঘ চাপ হইবে, আর সমস্ত পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে এই চাপ এমত ক্ষুদ্র যে তাহার স্পর্শক কঘ রেখাকেও ৪ মাইল কহা যাইতে পারে। অপর ঙ কেন্দ্র দিয়া সম্মুখস্থ পরিধি পর্য্যন্ত ঘখ রেখা টানিলে চখ পৃথিবীর ব্যাস হইবে, এবং ঘখ ব্যাস হইতে দশ ফুট দীর্ঘতর হইবে। এমত হইলে ইউক্লিড রচিত ক্ষেত্রতত্ত্বের ৩। ৩৬ প্রতিজ্ঞানুসারে খঘ.ঘচ = কঘ^{২}; সুতরাং ঘচ দশ ফুট অর্থাৎ এক মাইলের $\frac{১}{৫২৮}$ ভাগ ও কঘ ৪ মাইল হওয়াতে, (চখ + $\frac{১}{৫২৮}$) × $\frac{১}{৫২৮}$ = ১৬ এই সহজ সমীকরণ হইতে চখ অর্থাৎ ব্যাসের পরিমাণ অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে*।

---

* যথা (চখ + $\frac{১}{৫২৮}$) × $\frac{১}{৫২৮}$ = ১৬ ∴ $\frac{চখ}{৫২৮}$ = ১৬ − $\frac{১}{২৭৮৭৮৪}$ ∴ চখ = ৮৪৪৮ − $\frac{১}{৫২৮}$ অর্থাৎ স্থূল নিরূপণে ৮০০০ মাইল, ইহা নিতান্ত অলীক নহে।

৪ পরিচ্ছেদ—পৃথিবীর আশ্রয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র জিজ্ঞাসু ময়াসুরের তৃতীয় প্রশ্ন এই যে পৃথিবী "কিমাশ্রয়া"? পৌরাণিকদের মতে পৃথিবী শেষ নামক সর্পের মস্তক অবলম্বন করিয়া আছেন। ধরামণ্ডলের গোলত্ব সপ্রমাণ হওয়াতেই এমতের দোষ বিলক্ষণ স্পষ্ট হইতেছে, আর মেগেলেন, ড্রেক প্রভৃতি নাবিকেরা পৃথিবী বেষ্টন করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ মতের সদ্যই খণ্ডন হয়, অধিকন্তু ভাস্করাচার্য্য স্বয়ং বিজাতীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে বিবিধ তর্ক করত পৌরাণিকদের মতে বিস্তর অযুক্তি দর্শাইয়াছেন; তিনি বলেন "পৃথিবীর আশ্রয়ের নিমিত্ত যদি কোন মূর্ত্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তবে সেই বস্তুর অবলম্বনার্থ অন্য এক আধারেরও আবশ্যক হইবে এবং সে আধারের কারণ পুনশ্চ আর এক তৃতীয় আধারের প্রয়োজন হইবে তাহাতে অসংখ্য আধার আধেয় কল্পনা করিতে হয়, সুতরাং তর্কের শেষ হইতে পারে না, যদি বল অন্তিম আধার স্বশক্তিতে স্থির থাকে অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখেনা, তবে আদ্য বস্তু অর্থাৎ পৃথিবীতেই সেই শক্তি স্বীকার করিয়া কেন ভূমিকে নিরাশ্রয়া না কহ"?।

আচার্য্য পুনশ্চ কহেন "যেমত সূর্য্যের উত্তাপ, অগ্নির উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জলের দ্রবত্ব, প্রস্তরের কঠিনত্ব, বায়ুর চলত্ব, ভূমির অচলত্ব, এবং অন্যান্য বস্তুর অন্যান্য বিশেষ গুণ স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ এই মহীতলের আকর্ষণশক্তি এক স্বাভাবিক গুণ; এই শক্তি হেতুক গুরুতর বস্তু আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে নীচে আসিয়া পড়ে, ঐ উৎক্ষিপ্ত বস্তু স্বয়ং পতনশীল আপাতত এমত প্রতীতি হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিতেই নীচে পতিত হয়, আর চতুর্দ্দিকে আকাশ সমান আছে সুতরাং পৃথিবী নিরাধার হইলেও কেমন করিয়া কোথায় বা পড়িতে পারে, এবং নক্ষত্র চক্রের ভ্রমণ দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে পৃথিবী আধার শূন্যা হইয়া আকাশের উপর স্থির আছে"।

এস্থলে ভাস্করাচার্য্যের একটী ভ্রান্তি দেখা যাইতেছে, তিনি কহেন যে ভূমি অচলা এবং নক্ষত্রাদি খগোলস্থ বস্তু প্রত্যহ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে। তলমি নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্জ্ঞেরও ঐ রূপ ভ্রান্তি ছিল এবং পূর্ব্বে ইউরোপীয় প্রায় সকল লোকেই তলমির ঐ মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি নির্ণয় হইয়াছে যে সূর্য্য সমস্ত গ্রহাদির মধ্যস্থলে আছেন, এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ আপন২ ব্যাসের উপর ঘূর্ণায়মান হওত বৃত্তাভাস অর্থাৎ অণ্ডাকার রেখাক্রমে দিবাকরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহাদির বিষয়ে এই রূপ কল্পনা না করিলে অন্য কোন কল্পনাতে খগোলীয় প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সিদ্ধি বিদ্যার ধারানুযায়ি হয় না, সুতরাং ব্যতিরেকান্বয় নামক ন্যায়ের লক্ষণানুসারে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সূর্য্য অচল হইয়া গ্রহাদির মধ্যস্থলে আছেন।

ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর যে আকর্ষণ শক্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহাকে জ্যোতির্বিদ্যার এক মহাসঙ্কেত কহিতে হইবে কিন্তু যাবদীয় খগোলস্থ বস্তুতে এই শক্তির আরোপ না করাতে আমাদের ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে, কেননা তাহা করিলে তিনি সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের নিয়মিত গতির যুক্তি অক্লেশে দর্শাইতে পারিতেন।

পৃথিবীর আধার নাই যথার্থ বটে কিন্তু এই বলিয়া তাহাকে অচলা কহা যাইতে পারে না, কেননা যেমত প্রত্যহ ব্যাসের উপর ঘূর্ণায়মান হয়েন তদ্রূপ বৎসরে২ এক২ বার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াও আইসেন। পৃথিবী যে রেখায় ভ্রমণ করেন সেই রেখাতেই যে নিয়ম মতে থাকেন তাহার কারণ ঐ আকর্ষণ শক্তি, কিন্তু সে শক্তি কেবল পৃথিবীতে আরোপ কর্ত্তব্য নহে কেননা বস্তুমাত্রেতেই আপন২ রাশ্যনুসারে ঐ শক্তি থাকে সুতরাং সূর্য্যের প্রকাণ্ড রাশি প্রযুক্ত তাহাতেও অতি তেজস্কর ভাবে আছে।

ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে বৌদ্ধদের যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন, তাহারা কহে যে পৃথিবী আপনি নিরাশ্রয়া হইয়া

নিজাশ্রিত সমস্ত বস্তুর সহিত অসীম আকাশ মধ্যে নিত্য পতিত হইতেছে। আচার্য্য উত্তম কৌশলে এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি কহেন "হে বৌদ্ধ! গুরু বস্তু আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে পুনশ্চ ধরাতলে অবক্ষিপ্ত হয় ইহা দেখিয়া কিপ্রকারে কহিতে পার যে পৃথিবী আকাশে নিত্য পতনশীল? পৃথিবী যদি সত্য এই রূপ পতনশীল হইত তবে গুরুতর বস্তু হইয়া লঘুতর উৎক্ষিপ্ত দ্রব্যাপেক্ষা অত্যন্ত বেগে নীচগামিনী হইত তাহাতে উৎক্ষিপ্ত দ্রব্য অবক্ষিপ্ত হইয়া কখন ধরাতল প্রাপ্ত হইতে পারিত না"।

পৃথিবী যে আকাশে নিত্য পতনশীল নহে তাহা খগোলস্থ বস্তুর বহুকালাবধি একরূপ প্রতীতি হওয়াতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পৃথিবীস্থ লোক যদি, পৃথিবীর সহিত নিত্য পতনশীল হইয়া নভস্তল হইতে উত্তরোত্তর দূরতর হইত তবে চন্দ্রসূর্য্যের দর্শনে অবশ্য অনেক বৈলক্ষণ্য জন্মিত।

---

৫ পরিচ্ছেদ—পৃথিবীর বিভাগ।

পূর্ব্বোক্ত ময়াসুরের চতুর্থ প্রশ্ন পৃথিবী "কিম্বিভাগা", ভূগোল বৃত্তান্ত রচনা কালে এ প্রশ্নের উত্তর বাহুল্যরূপে দেওয়া যাইবে, এক্ষণে ভূমিপৃষ্ঠের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য বর্ণনা করা যাইতেছে।

এ বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় ভূগোলবেত্তারা বিশেষ শিক্ষা দেওনে অক্ষম, ভাস্করাচার্য্য আপনি অন্যান্য স্থলে সাহস পূর্ব্বক রচনা করিলেও এ স্থলে অস্পষ্ট বক্তার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণোক্ত সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপের উৎকট বর্ণনাতে বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না বরঞ্চ তাহাতে যেন পরিহাস করিয়াছেন, তথাপি তাহার দোষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, এবং যাবদীয় সমুদ্রকে জলাশয় না কহিয়া পুরাণেতে যে ইক্ষু দুগ্ধ সুরাদি সমুদ্রের কল্পনা করিয়াছে তাহারও অলীকতা খণ্ডন

করিতে চেষ্টা করেন নাই। আর যেং স্থলে অস্মদ্দেশীয় ভূগোলবেত্তারা উৎকট বর্ণনা পরিহার করিয়া প্রাজ্ঞতার নিয়মানুযায়ি উক্তি করেন সে স্থলেও পৃথিবীর বিভাগ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহারা কহেন যে লঙ্কা ও রোমকপত্তন অর্থাৎ রোম এই উভয় নগর বিষুব রেখার উপরিস্থ হইয়া পরস্পর ৯০ অংশ দূরে স্থাপিত আছে, ইহাতে কেমন ভ্রান্তি তাহা এক খানা সামান্য মেপ অর্থাৎ পৃথিবীর নক্সা নিরীক্ষণ করিলেই পাঠকের বোধগম্য হইবে সুতরাং ধরাতলের বিভাগ বিষয়ক শিক্ষার নিমিত্তে আমাদিগকে শুদ্ধ ইউরোপীয় গ্রন্থে দৃষ্টি করিতে হইবে।

ভূমিপৃষ্ঠের বিবরণ।

পৃথিবীর নক্সার উপর দৃষ্টিপাত করিলে একেবারেই প্রকাশ পায় যে এই ভূপৃষ্ঠ প্রশস্ত জলাশয় সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত নানা প্রকার ভূমিখণ্ড ধারণ করিতেছে, সেই সমস্ত ভূভাগের মধ্যে দুইটী অতিশয় বৃহৎ ও বিস্তৃত, এই হেতু তাহারা মহাদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহাতে ইউরোপ এস্যা আফ্রিকা এই তিন মহাখণ্ড আছে তাহাকে বৃহত্তর মহাদ্বীপ কহে, এবং খ্রীষ্টীয় ১৪৯২ শালে কলম্বস নামা একজন নাবিককর্ত্তৃক যদবধি আমেরিকা প্রকাশিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় লোকেরা পৃথিবীর কেবল ঐ বৃহত্তর অংশ বিদিত থাকাতে উক্ত মহাদ্বীপ পুরাতন ভূমি নামে বিখ্যাত হয়। দ্বিতীয় মহাদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আধার হইয়া নব ভূমি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই দুই মহাদ্বীপের মধ্যে ভূমির সামান্য বিস্তারে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, আমেরিকাতে এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে ভূমির বিস্তার, কিন্তু পুরাতন পৃথিবীখণ্ডে নৈঋত কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাবধি ঈশান কোণ অর্থাৎ উত্তর পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত; যদি আফ্রিকা খণ্ড ত্যাগ করা যায় তবে স্পষ্ট বোধ হইবেক যে বিষুব রেখার সহিত

সমানান্তরাল ভাবে এই অংশে ভূমি বিস্তৃত হইয়াছে। পুরাতন মহাদ্বীপে দীর্ঘতম সরলরেখা কল্পনা করিতে হইলে আফ্রিকার পশ্চিম তীরস্থ কেপবর্ড অবধি এস্যার উত্তর পূর্ব্বে বেহারিং নামক মোহানা পর্য্যন্ত ১১০০০ মাইল দীর্ঘ হয়, এবং নূতন মহাদ্বীপে ঐ রূপ রেখা করিলে টেরাডেল ফিউগো মোহানা অবধি উত্তর আমেরিকার উদীচীন তীর পর্য্যন্ত লম্বে ৯০০০ মাইল হয়।

উভয় মহাদ্বীপেতেই বৃহৎ২ প্রায়দ্বীপের বিস্তার একি প্রকার; কারণ প্রায় সকলেই দক্ষিণাভিমুখ হইয়া গিয়াছে। নূতন ভূমিভাগে দক্ষিণ আমেরিকা, কালিফরনিয়া, ফ্লোরিডা, এলেস্কা এবং গ্রিনল্যাণ্ড,—পুরাতন ভূমি ভাগে স্কেণ্ডিনেবিয়া, স্পেন, ইতালী, গ্রীশ, আফ্রিকা, আরেবিয়া, হিন্দুস্থান, মলয়, কেম্বোডিয়া, কোরিয়া, এবং কেমেসকেটকা এই সকল প্রায়দ্বীপ দক্ষিণাভিমুখ, কেবল মেক্সিকোর অন্তর্গত ইউকেটন এবং ইউরোপের উত্তর পশ্চিমস্থ জটল্যাণ্ড এই দুই প্রায়দ্বীপ উত্তরমুখে গিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য প্রায়দ্বীপ যদ্রূপ পর্ব্বতাকারে কিঞ্চিৎ২ উচ্চ, এই দুই প্রায়দ্বীপ তদ্রূপ নহে, এখানকার প্রায় সকল ভূমি নিম্ন ও আর্দ্র। উক্ত মহাদ্বীপদ্বয় প্রত্যেকে এক২ ইস্থমস্ অর্থাৎ অপ্রশস্ত স্থল দ্বারা বিভক্ত হওয়াতেও পরস্পর এক রূপ ধারণ করে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য নাই যেহেতু আফ্রিকা ব্যতীত পুরাতন ভূমির তীর তাবৎপার্শ্বে উপসাগরাদিতে ভগ্ন হইয়াছে, নূতন মহাদ্বীপে কেবল পূর্ব্বতীরে কতিপয় মোহানা আছে পশ্চিম পার্শ্বে কেলিফরনিয়া নামক উপসাগর মাত্র দেখা যায়।

উক্ত মহাদ্বীপদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য প্রশস্ত ভূমি মহাসাগরের উপর স্থানে২ বিস্তৃত আছে, তাহার মধ্যে নিউ হলাণ্ড প্রায় ইউরোপের ন্যায় বৃহৎ, এতদ্ভিন্ন নিউগিনি, বর্ণিও, মাদাগাস্কর, সুমাত্রা, জাপান, মহাব্রিটেন, নিউ জিলেণ্ড, সিংহল অর্থাৎ লঙ্কা, আইসলেণ্ড, কুবা, জাবা ইত্যাদি আরো সহস্র২ দ্বীপ পাসিফিক ইণ্ডিয়ান ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে ভিন্ন২

পরিমাণে বিস্তৃত আছে, এবং সেখানে অনেক জাতীয় লোকে বসতি করিয়া থাকে।

মহাসাগর চতুর্দ্দিকে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দ্বার দিয়া অনেকানেক দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আর এই জলরাশি যদিও ভিন্ন২ দিকে বিস্তৃত হইয়া এক প্রকাণ্ড সাগর স্বরূপ বটে তথাপি বিবিধ অংশে বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জলরাশির যে অংশ বিষুবরেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত তাহা পেসিফিক মহাসাগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব সীমা আমেরিকা, পশ্চিমে নিউ হলাণ্ড, জাবা, সুমাত্রা এবং এস্যা মহাদ্বীপ, উত্তর দিকে বেহারিংস মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, এবং চীন জাপান অখটস্ক ইত্যাদি সমুদ্র ইহার অন্তর্গত। জলরাশির আর এক অংশের নাম ইণ্ডিয়ান মহাসাগর, ইহার পশ্চিম দিকে আফ্রিকা, পূর্ব্বে মলয় প্রায়দ্বীপ অবধি সুমাত্রা জাবা প্রভৃতি নিউ হলাণ্ড পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ, উত্তরে পারস রাজ্য ও হিন্দুস্থান, লাল সমুদ্র অর্থাৎ আরবি উপসাগর এবং পারস উপসাগর ও গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ বঙ্গীয় অখাত ইহার অংশ। তৃতীয় অংশের নাম দক্ষিণ মহাসাগর, ইহা উত্তর দিকে কেপহরণ অবধি কেপ অব গুড হোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পরে বাণ্ডিমান্স লেণ্ড ও নিউ জিলণ্ড দিয়া পুনশ্চ কেপহরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। উক্ত তিন সাগরকে দক্ষিণ মহাজলাশয় কহা যায়, তদ্দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ ভূগোল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপর এট্‌লাণ্টিক নামক আর এক মহাসাগর আছে, তাহার দক্ষিণ সীমা কেপহরণ অবধি কেপ অব গুড হোপ পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে আর্কটিক নামক চক্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, এসাগরও বিষুবরেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং মেদিতরেনিন, বালটিক ও উত্তর অর্থাৎ জর্মাণ সমুদ্র এবং বেফিন হড্‌সন মেক্সিকো প্রভৃতি উপসাগর ও কারিবিয়ান সমুদ্র এ সমস্ত তাহার শাখা। আর্কটিক অর্থাৎ উত্তর সাগর উত্তরমেরুকে বেষ্টন করে এবং দক্ষিণে আর্কটিক চক্র পর্য্যন্ত দুই মহাদ্বীপের কূল ব্যাপিয়াছে। এট্‌লাণ্টিক ও

উত্তর মহাসাগরকে পশ্চিম জলাশয় কহা যায়, তাহা পুরাতন ও নব ভূমির মধ্যস্থলে খালের ন্যায় আছে।

মহাসাগর এই রূপে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর দশাংশের সপ্তাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, আর জল ও স্থল যে রূপে বিস্তীর্ণ তাহার মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে, পৃথিবী বিষুবরেখা দ্বারা বিভক্ত হওয়াতে উত্তর এবং দক্ষিণ অর্দ্ধগোল নামে যে দুই সমান খণ্ড হইয়াছে তাহাদের পরস্পর তুলনা করিলে বোধহয় যে উত্তর অর্দ্ধগোলের স্থল যদি ১৬ সংখ্যক হয় তম্মে দক্ষিণের ৫ সংখ্যক হইবে, একারণ বফোঁ নামক পণ্ডিত প্রভৃতি অনুমান করিয়াছেন যে দক্ষিণ মেরুর নিকট উত্তর অর্দ্ধগোলের ভূমিরাশির সমান পরিমাণে কোন মহাদ্বীপ থাকিবে, কিন্তু দক্ষিণে অতি দূরস্থ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত অদ্যাবধি কেবল কতিপয় সামান্য দ্বীপ ব্যতিরিক্ত আর কিছু প্রকাশ পায় নাই, তথাপি উত্তর ভূমিরাশি দক্ষিণ হইতে যে গুরুতর ইহা নিশ্চয় সপ্রমাণ হয় না কেননা দক্ষিণ দিকের স্থল সকল মগ্ন হইয়া সাগরে পূর্ণ থাকিতেও পারে। ইতি ফিণ্ড বুক অব লেশেন্স হইতে উদ্ধৃত।

২ অধ্যায়।

পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের কথা।

---

১ পরিচ্ছেদ—পঞ্চ কুমার হত্যা।

কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে যে ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল লোকের শ্রুতিগোচর আছে। সে বিবাদে উভয় দলস্থ লোক দ্বেষ ও হিংসাতে এমত মত্ত হয় যে তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সম্পর্কের গণনা প্রায় রহিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক থাকিলেও উভয়ে মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্পরের হিংসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যলোভ ও ধনগৌরবের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ইহাতে সকল দেশীয় লোকই অন্ধপ্রায় হয়, এদেশে যেমন কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল ইংলণ্ডেও ইয়র্ক এবং লেঙ্কেষ্টর নামক দুই বংশীয় লোকেরা তদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ সত্ত্বেও পরস্পর অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, সেখানে যদবধি সপ্তম হেনরি রাজা আপন পত্নীর সহিত উভয়পক্ষের বিষয়াধিকারী না হন তদবধি রাজ্য মধ্যে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই।

কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধও ঐরূপ হইয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পায়, সেই সংগ্রামের সম্পূর্ণ অবসান হইবার পূর্ব্বে এক চমৎকার ঘটনা হয়, তাহা যদিও সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে না পারি তথাপি শ্রীভাগবতের বচনানুসারে এস্থলে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

দুর্য্যাধনের দলস্থ একজন বীরের নাম অশ্বত্থামা, ইনি পাণ্ডবদের গুরুপুত্র, দুর্য্যোধন যুদ্ধে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলে ও তাহার দল পরাস্ত প্রায় হইলে তাহার সন্তোষের নিমিত্তে অশ্বত্থামা গোপনে পাণ্ডবদের শিবিরে রাত্রিযোগে গমন করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু পুত্রকে নিদ্রাবস্থাতে দেখিয়া

তাহাদের শিরশ্ছেদন করেন, তাহাতে দ্রৌপদী নিজ পুত্রের বিনাশ দেখিয়া ঘোরতর শোকে ব্যাকুল হওত অশ্রু পূর্ণনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, সেই ক্রন্দনের শব্দে অর্জুন শিশুহত্যার সংবাদ পাইয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করত তাহার সান্ত্বনার্থে জ্বলন্ত ক্রোধে কহিলেন "হে প্রিয়ে আমি অদ্যই ঐ নরাধম শিশুহন্তার মস্তক ছেদ করিয়া তোমার পদতলস্থ করিব," এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, অশ্বত্থামা তাহাকে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বেগে আসিতে দেখিয়া রথারূঢ় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, অবশেষে আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া অর্জুনের সংহারার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, তিনি ঐ সংহারক অস্ত্র প্রকৃত রূপে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করণে নিপুণ ছিলেন না, তথাপি প্রাণভয়ে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সে বজ্রস্বরূপ অস্ত্রে অর্জুনের কোন হানি না হওয়াতে অশ্বত্থামা শীঘ্র শত্রুহস্তে পড়িলেন।

এস্থলে ব্রহ্মাস্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ব্রহ্মাস্ত্র যে কি পদার্থ তাহার সূক্ষ্ম নিরূপণ সহজ নহে, কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থে আগ্নেয় অস্ত্রের যে২ বর্ণনা আছে তাহাতে বোধ হয় বারুদ ঘটিত গোলা গুলির ব্যবহার পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিলনা অতএব ব্রহ্মাস্ত্র পশ্চিম দেশীয় বন্দুকের ন্যায় কোন অস্ত্র বিশেষ হইবে।

অর্জুন অশ্বত্থামাকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন, তাঁহার সারথি অবিলম্বে অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন করিতে পরামর্শ দিয়া কহিলেন "হে অর্জুন এ নরাধম ব্রহ্মবন্ধু নিরপরাধি ও নিদ্রিত বালকের হত্যা করিয়াছে, এইক্ষণে ইহার প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য। মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, জড়, কিম্বা শরণাগত, অথবা বিরথ এমত শত্রুর হত্যা যোদ্ধার ধর্ম্ম নহে, এ ব্যক্তি নিদ্রিত শিশুদিগকে নষ্ট করিয়া এ ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিয়াছে, অতএব ইহাকে বধ করিলে ইহারি উপর করুণা প্রকাশ হইবে কেননা তাহাতে ইহার মহাপাপের খণ্ডন

হইতে পারে, আর তুমিও ইহার শিরশ্ছেদন করিতে দ্রৌপদীর নিকট আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ”। কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়া অর্জুন অশ্বত্থামাকে তখন নষ্ট না করিয়া শিবিরে আনিলেন।

দ্রৌপদী গুরু পুত্রকে পশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা বদ্ধ ও লজ্জা-প্রযুক্ত অধোবদন দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন “ইনি গুরুপুত্র, ইহাঁকে শীঘ্র মুক্ত কর আর বন্ধন করিও না, হে অর্জুন যিনি তোমাকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা-দিয়া নিপুণ করিয়াছেন সেই দ্রোণাচার্য্য এই অশ্বত্থামাতে পুত্র-রূপে বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং ইহাঁকে বধ করিলে গুরুহত্যার পাতক হইবে তাহাতে তোমাদের কুলে কলঙ্ক পড়িবে, এবং ইহার মাতা গৌতমী একে স্বামিবিয়োগে শোকাকুল হইয়া-ছেন তাহাতে পুনশ্চ যেন পুত্রশোকে তাপিত না হন, পুত্র শোকের পরিতাপ আমার বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে, গুরু পত্নীকে সে পরিতাপ দিওনা, তাঁহাকেও আর আমার ন্যায় শোকার্ত্তা করিও না” দ্রৌপদীর এই সকল কারুণ্য বচন শুনিয়া অর্জুন অশ্বত্থামাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

---

২ পরিচ্ছেদ—সামিটিকস।

ইজিপ্ত দেশের লোকেরা সামিটিকস রাজা হইবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে সকল জাতি অপেক্ষা অতি প্রাচীন জ্ঞান করিত, সামিটিকস রাজ্যাধিকার পাইয়া কোন্ জাতি সর্ব্ব প্রাচীন তাহা নির্ণয় করণার্থে বহুযত্ন করেন, সেই কালাবধি ইজিপ্তীয় লোকেরা ফ্রিজিয়ানদিগকে অধিক পূর্ব্বতন বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে প্রাচীনতর জ্ঞান করণে ক্ষান্ত হইল না। উক্ত রাজা মনুষ্যের মধ্যে কে আদ্য জাতি তাহার নিরূপণার্থে কিয়ৎকাল অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সূত্র পায়েন নাই অবশেষে নিম্ন লিখিত উপায় স্থির করিলেন। দরিদ্র লোকের সদ্যোজাত দুই বালক

গ্রহণ করিয়া এক জন রাখালকে মেষ পালের মধ্যে প্রতিপালন করিতে সমর্পণ করিলেন, এবং রাখালকে বিশেষ করিয়া আজ্ঞা দিলেন যেন শিশুদের সাক্ষাৎ কোন শব্দ উচ্চারণ না করে ও তাহাদিগকে একাকী নির্জ্জন স্থানে রাখে, এবং সময়েং তাহাদের নিকট ছাগল লইয়া গিয়া তাহারা যতক্ষণ ছাগলের দুগ্ধ পান করিবে ততক্ষণ অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। এইরূপ আজ্ঞা দিবার অভিপ্রায় এই যে শিশুদের স্পষ্ট উক্তি প্রথমতঃ কোন্ ভাষায় নির্গত হয় তাহা যেন জানিতে পারেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় কালক্রমে সিদ্ধ হইল, কেননা রাখাল দুইবৎসর পর্য্যন্ত রাজার শাসনানুসারে শিশুদিগকে প্রতিপালন করিলে পর এক দিবস দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাদের কুঠরীতে প্রবেশ করণ সময়ে শিশুরা কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করত বেকস্* এই শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিলেক। রাখাল এ শব্দে প্রথমতঃ মনোযোগ করে নাই, কিন্তু তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলে বারম্বার ঐ শব্দ কর্ণগোচর হওয়াতে রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেক, রাজা ঐ শব্দোচ্চারণ স্বকর্ণে শুনিতে বাসনা করিলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে শিশুদিগকে সমীপে উপস্থিত করিল। ভূপতি সেই শব্দ বালকদের প্রমুখাৎ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেকস্ কোন জাতীয় ভাষা ও কি অর্থ? পরে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে ফ্রিজিয়ানদের ভাষায় বেকস্ শব্দে রুটি বুঝায়, অনন্তর এই সকল ঘটনার বিষয় বিবেচনা করিয়া ইজিপ্তীয় লোকেরা ফ্রিজিয়ানদিগকে প্রাচীন জাতি বলিয়া গ্রাহ্য করিল।

---

* বোধহয় উক্ত শিশুরা ছাগলের শব্দানুসারে বেক্ এইমাত্র কহিয়াছিল, কেননা অস্ গ্রীক ভাষায় ব্যাকরণের প্রত্যয় মাত্র। ইতি লার্চরের উক্তি।

৩ পরিচ্ছেদ—হিরদতস্।

প্রসিদ্ধ গ্রীক পুরাবৃত্তরচক হিরদতস্ নামা এক ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস উদ্ধৃত হইল, খ্রীষ্টের প্রায় ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে কেরিয়া দেশের অন্তর্গত হেলিকার্ণেসস্ নগরে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি পুরাবৃত্ত রচনাতে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায় স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন ঘটনার সমূহ বিষয় বহুকালপর্য্যন্ত লোকের স্মরণে থাকে এবং গ্রীক ও ম্লেচ্ছ* সকল জাতীয় মনুষ্যদের অদ্ভুত চেষ্টার সুখ্যাতি বিলুপ্ত না হয় এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থ নিবন্ধ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ নবাধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া নানা প্রকার বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মিউস নামে কল্পিত নব দেবীর উপাধি ধারণ করত প্রসিদ্ধ আছে। হিরদতস্ পূর্ব্বতন যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া পারস রাজ্যের সংস্থাপক সাইরসের জন্মাবধি বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং জরসেসের রাজত্ব পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। যদিও তিনি কেবল পারসরাজদের চরিত্র বর্ণনাতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তথাপি প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থ মধ্যে অন্যান্য অনেক জাতির ইতিহাস ও রীতি ব্যবহারাদির বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থরচনা সঙ্কল্পের পূর্ব্বে তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা২ স্বচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন ও লোক প্রমুখাৎ আত্মকর্ণে শুনিয়াছিলেন সে সমস্ত বিষয় সংকলনে মহাযত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যের প্রমুখাৎ শ্রুত বিষয়ের তথ্যাতথ্য ও সত্যাসত্য বিবেচনাতে তাদৃক আস্থা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার রচনা মহার্ঘ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক নহে, অপর যে২ উৎকট বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সহজে বিশ্বাস জন্মে না, বিশেষতঃ ইজিপ্ত দেশীয় পুরোহিতগণের কথাপ্রমাণ যে২ গল্প রচনা করিয়াছেন তাহা অনেক বিবেচনা করিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়। তিনি সহজ ও সুললিত ভাষাতে অনেক মনোহর বিষয় একত্র সংগ্রহ করি-

---

* গ্রীকেরা স্বজাতীয় ভিন্ন সকলকেই ম্লেচ্ছ কহিত।

য়াছিলেন, অতএব লোকে তাঁহাকে যথার্থ ভাবে পুরাবৃত্তের জনক নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

---

৪ পরিচ্ছেদ—সাইরস এবং আস্তিয়াজিস।

সাইরস দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মান্দেনী নাম্নী মাতার সমভিব্যাহারে মিদিয়া দেশে মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মিদিয়া দেশের রাজা আস্তিয়াজিস তাঁহার মাতামহ, তিনিও দৌহিত্রের অনেক প্রশংসা শুনিয়া একবার দেখিতে বাসনা করিয়াছিলেন। ঐ বালক মাতামহ গৃহে আসিয়া যে২ রীতি ব্যবহার দেখিলেক, তাহা স্বদেশীয় রীতির বিরুদ্ধ, কেননা সে স্থলে সকলেই ইন্দ্রিয়রস ও ধনগৌরবে মত্ত ছিল, আস্তিয়াজিস আপনি প্রবীণ হইয়াও শরীরের কান্তি প্রকাশ করণার্থে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং চক্ষুর শোভার্থে কজ্জল দিতেন, আর মুখ চিত্র করিয়া কৃত্রিম কেশবিন্যাস করিতেন। ফলতঃ যাবদীয় মিদেরদের এই রূপ রক্ত বস্ত্র পরিধান ও হার বলয়াদি ধারণ পূর্ব্বক বেশ ভূষণ করণে যথেষ্ট আমোদ ছিল, কিন্তু পারসি অর্থাৎ সাইরসের পিতৃদেশীয় লোকদের মধ্যে অন্য প্রকার রীতি ছিল, তাহারা সামান্য অন্নবস্ত্র পাইলেই সন্তুষ্ট হইত। মাতামহগৃহে এরূপ আড়ম্বর দেখিয়া সাইরসের মনে কোন বিকার জন্মিল না, তিনি ঐ সকলের দোষাদোষ বর্ণনা না করিয়া যে প্রকার আচার ব্যবহারে আপনি শৈশবাবস্থাবধি শিক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাতেই নিরন্তর অনুরক্ত থাকিলেন, এবং বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে মাতামহের মনোমোহিত করিলেন, আর তাঁহার শিষ্টতা ও সুশীলতা প্রযুক্ত সকলেরি আদর ও স্নেহের পাত্র হইলেন। পশ্চাল্লিখিত উদাহরণ পড়িলে এ বিষয় শীঘ্র বোধগম্য হইবে।

আস্তিয়াজিস আপন দৌহিত্র পুনর্ব্বার পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতে না চাহে এই মানসে মহাসমারোহ পূর্ব্বক এক ভোজ করিলেন, তাহাতে বিস্তর সামগ্রীর আয়োজন হইল, এবং

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য এমত উত্তম ও সুস্বাদু করিয়া প্রস্তুত করাইলেন যে দৃষ্টিমাত্রে আহ্লাদ জন্মে ও আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু সাইরস এই মহোৎসবের আয়োজনে নিতান্ত উপেক্ষা পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন। আস্তিয়াজিস রাজা ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইলে তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " হে মহাশয় আমাদের পারস দেশের লোকেরা এ প্রকার আড়ম্বর করিয়া আহার করেন না, তাঁহারা ক্ষুধা নিবৃত্তির আর এক সংক্ষেপ পথ জানেন, যৎকিঞ্চিৎ অন্নব্যঞ্জন হইলেই তাঁহারদের ভোজন সম্পন্ন হয়"। অনন্তর আস্তিয়াজিস দৌহিত্রকে আজ্ঞা করিলেন যে ভোক্তাদের মধ্যে তোমার বিবেচনায় যে২ উপযুক্ত পাত্র বোধ হয় তাহাদিগকে মাংস পরিবেশন করহ, সাইরস তৎক্ষণাৎ রাজার কর্ম্মকারিদিগকে বন্টন করিয়া দিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে অশ্বারোহণ শিখাইয়া, কেহবা তাঁহার মাতামহের কর্ম্মকার্য্যে তৎপর হইয়া, কেহবা তাঁহার জননীর উত্তম সেবা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিল, অতএব তাহাদের সকলকেই কিঞ্চিৎ২ পরিবেশন করিলেন, কেবল সাকাস্ নামে রাজার যে পাত্রবাহক ছিল তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র দিলেন না। ঐ ব্যক্তির পাত্র বহন ব্যতীত আরো এক কর্ম্ম ছিল, যে সকল মনুষ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করিত তাহাদিগকে নৃপতি সন্নিধানে প্রবেশ করাইবার ভার তাহার উপর ছিল। সাইরস বাল্যাবস্থার চপলতা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই মাতামহের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ কখন২ তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইত না, তাহাতে সাইরস ঐ পাত্র বাহকের দোষে সাক্ষাৎ হয় না এমত জ্ঞান করিয়া তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, অতএব এই সুযোগ পাইয়া সেই ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। সাকাস্ চমৎকার চতুরতা পূর্ব্বক রাজার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত একারণ ভূপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, অতএব তাহার প্রতি সাইরসের এ প্রকার অনাদর দেখিয়া রাজা কিঞ্চিৎ বিষণ্নতা প্রকাশ করিলে সাইরস কহিলেন " হে মহাশয় উহার

কি এই মাত্র গুণ? পাত্রবাহক হইলেই যদি আপনার তুষ্টি এবং প্রসন্নতা হয় তবে আজ্ঞা করুন আমি তাহা করি, আর দেখুন আমি কিপ্রকার নৈপুণ্যের সহিত এ কর্ম্ম উহা অপেক্ষা উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিয়া মহারাজের প্রসন্নতা ভাজন হই” এই বলিয়া পাত্রবাহকের পরিচ্ছদ গ্রহণ করত গম্ভীরাকারে মদ্য পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন, ও এক খান গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে রাখিয়া তিন অঙ্গুলিতে পাত্র ধারণ করত এমত উত্তম ও সুচারু রূপে রাজাকে মদ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তাঁহার মাতা ও মাতামহ উভয়েই হর্ষে পুলকিত হইলেন, পরিবেশন সাঙ্গ হইলে পর সাইরস মাতামহের ক্রোড়ে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চুম্বন করত মহা আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “ওরে সাকাস্ তোর কি দুরদৃষ্ট! তুঁই এখন কর্ম্মচ্যুত হইলি, আমি তোর পদ লইয়াছি” আস্তিয়াজিস অতিশয় স্নেহের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন “হে বৎস আমি তোমার কার্য্য দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলাম, কোন ব্যক্তি কখন এমত সুন্দর রূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি এ কার্য্যের একটী গুরুতর অঙ্গ বিস্মৃত হইয়াছ অর্থাৎ পরিবেশককে অগ্রে আস্বাদ বুঝিয়া পরে বণ্টন করিতে হয় তাহা তুমি কর নাই”। ফলতঃ পাত্রবাহকের এমত রীতি ছিল বটে যে রাজাকে মদ্য পরিবেশন করিবার অগ্রে বামহস্তে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া আস্বাদ লইয়া পরে রাজাকে প্রদান করে। সাইরস উত্তর করিলেন “আমি বিস্মরণ প্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম রহিত করি নাই”, রাজা বলিলেন, “তবে কেন তদ্রূপ করিলা না,” সাইরস কহিলেন “তাহার কারণ এই যে ঐ পানীয় দ্রব্যে বিষ আছে আমার এমত প্রতীতি ছিল” আস্তিয়াজিস বলিলেন “সে কি! বিষ কি? অরে বালক কিহেতুক এমন অলীক আশঙ্কা করিলা”। সাইরস কহিলেন “হাঁ মহাশয় বিষই আছে, কারণ কিয়দ্দিবস হইল আপনি রাজসভার প্রধান কুলীনদিগকে যে ভোজ দিয়াছিলেন তাহাতে আমি দেখিয়াছি এই পানীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ পান করণের পরেই তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, তাহারা রাজ

সম্মুখে গীত ও কোলাহল শব্দ এবং অনেক এমত বৃথা গল্প করিয়াছিল যাহা স্বয়ং বুঝিতে পারে নাই, আর আপনাকেও এবম্প্রকার দেখিয়াছিলাম, আপনি যে রাজা এবং তাহারা যে প্রজা ইহা যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অধিকন্তু আপনি নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও চরণ স্থির রাখিতে পারেন নাই"। আস্তিয়াজিস কহিলেন "তোমার পিতার ভবনে কি এতাদৃশ ঘটনা কখন দেখ নাই", সাইরস বলিলেন, "না, এমত ঘটনা কদাপি সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় নাই", আস্তিয়াজিস জিজ্ঞাসিলেন "তবে তিনি পেয় গ্রহণ করিলে কি প্রকার হইতেন" সাইরস উত্তর দিলেন তিনি "পানীয় জল পান করিলে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্তি পাইত, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিনাই"। ইতি রালিন্‌স্ এন্সেণ্ট হিষ্টরি হইতে অনুবাদিত।

---

৫ পরিচ্ছেদ—সক্রেতিসের জন্মাদির বিবরণ।

সপ্ত সপ্ততিতম ওলিম্পিডের চতুর্থ বৎসরে এথেন্স নগরে সক্রেতিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সোফ্রনিস্কস ভাস্করের ব্যবসায় করিতেন এবং মাতা ফানারিতি ধাত্রীবৃত্তি করণে নিযুক্তা ছিলেন। এমত ইতর বংশে ঐ মহৎ ব্যক্তির উৎপত্তি দেখিয়া আমরা অবশ্য কহিতে পারি যে নীচ কুলে জন্ম হই-লেও গুণের হানি হয় না, আর প্রকৃত গুণ দ্বারাই বাস্তবিক মহত্ত্ব ও গৌরব প্রাপ্তি হয়। সক্রেতিস বক্তৃতা করিবার সময় যে সকল রূপকালঙ্কার যুক্ত উদাহরণের স্বয়ং উদ্দেশ করিতেন তাহাতে বোধ হয় তিনি পিতামাতার জঘন্য ব্যবসায় প্রযুক্ত লজ্জিত হয়েন নাই। তিনি, কহিতেন কি চমৎকারের বিষয়! জড় পদার্থ প্রস্তরকে মনুষ্যাকৃতি করণার্থে ভাস্করেরা কত যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য আপনাদের সহিত অচেতন পাষাণের তুল্যতা হেয় করণে অত্যল্প মনোযোগী হয়। অপর তিনি আপনাকে বুদ্ধির সম্বন্ধে ধাত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন যে ধাত্রী যেমন অপত্য প্রসব করায় তিনিও তদ্রূপ

মনের চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করাইয়া থাকেন, ফলতঃ বুদ্ধির চালনার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল বটে। তিনি বাদানুবাদের সময়ে এমত শুদ্ধ স্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল ভাবে সকল প্রসঙ্গের বিস্তার করিতেন যে তাঁহার আপনার অভিপ্রেত কথা বিপক্ষের মুখ হইতেই নির্গত হইত, অর্থাৎ তাহারা সকল প্রশ্নে তাঁহারি তাৎপর্য্যানুরূপ উত্তর দিত। সক্রেতিস প্রথমতঃ পিতৃব্যবসা শিক্ষা করেন, তাহাতেও বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে পসেনিয়স নামক গ্রন্থরচকের কালে তাঁহার নির্ম্মিত মর্করি ও গ্রেস দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তি এথেন্স নগরে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ভাস্করদের গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে ছিল, অতএব সে প্রতিমূর্ত্তি উৎকৃষ্ট না হইলে প্রধান২ শিল্পকারদের গঠনের মধ্যে গণিত হইতে পারিত না।

কথিত আছে যে ক্রাইটো নামে এক ব্যক্তি সক্রেতিসের প্রখর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হইয়া এবং এমত উপযুক্ত গুণাধার ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষের পক্ষে অহর্নিশি বাটালি হস্তে করিয়া পাষাণচ্ছেদে কালযাপন করা অনুচিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে পিতার কর্ম্মশালা হইতে বাহির করেন। তাহাতে সক্রেতিস আর্কিলেয়সের সমীপে বিদ্যাধ্যয়ন করত গুরুর অতিশয় স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ঐ আর্কিলেয়স আনক্সাগোরাস নামে এক মহা দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। সে কালে দর্শনবিদ্যার মধ্যে কেবল মূর্ত্তপদার্থের আলোচনা চলিত ছিল, অতএব সক্রেতিস মূর্ত্তপদার্থ ও স্বাভাবিক দ্রব্যতত্ত্ব এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি খগোলীয় বস্তুর গতিবিধি এই২ বিষয় প্রথমতঃ আলোচনা করেন। জেনফন কহেন যে সে সকল বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য হইয়াছিল, কিন্তু এপ্রকার বিদ্যা অতিশয় কাঠিন্য ও দুরূহতা প্রযুক্ত শীঘ্র বোধগম্য হয় না, এবং সাধারণের পক্ষে অধিক উপকারিণীও নহে, ইহা মনে বুঝিয়া সক্রেতিস অন্য প্রকার আলোচনাতে অনুরক্ত হয়েন, সিসেরো কহেন সর্ব্ব প্রথমে তিনিই দর্শনশাস্ত্রকে স্বর্গহইতে আহ্বান করিয়া গ্রাম নগরাদি সামান্য গৃহ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করেন, এবং মানব

মাত্রকে তাহার অধিকারি করিয়া সকলের বিদিত ও উপকারি এবং সাধারণের বোধগম্য করেন, আর যাবদীয় মনুষ্যকে তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়কারি এবং সদ্গুণান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। সক্রেতিস কহিতেন যে সামান্য বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, কীদৃশ কার্য্য ন্যায় সত্য ও ধর্ম্মের সহিত সঙ্গত বা অসঙ্গত, কি২ চিহ্ন দ্বারা বীরত্ব ধৈর্য্য ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, রাজনীতির তাৎপর্য্য ও ধারা কি২, এবং উত্তমরূপে শাসন ও আধিপত্য করণার্থে কি২ গুণের প্রয়োজন হয়, এই সকল কথার মীমাংসাকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা কেবল বিচিত্র বিষয় আলোচনাতে সমস্ত বুদ্ধির তেজ নষ্টকরা ও ঘোরতর তিমিরাবৃত প্রস্তাব যাহাতে মানব কুলের সুখবর্দ্ধন কোন ক্রমে হইতে পারে না তদ্বিষয়ে বহু যত্নশীল হওয়া এক প্রকার হতবুদ্ধির লক্ষণ, অতএব ঐ অভিপ্রায়ে বিদ্যানুশীলন করিয়া তিনি কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিত বর্ণনাতে প্রকাশ হইবে।

সক্রেতিস এই রূপ বিদ্যার চর্চ্চাতে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিলেও তাঁহার সাংসারিক ব্যবহারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, বরং তিনি সে বিষয়েও অধিক যত্ন করিয়াছিলেন, কেননা এথেন্স নগরের অন্যান্য লোকের রীত্যনুসারে অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ভাবে বিহিত কার্য্যে রত ছিলেন, তিনি অনেকবার রণস্থলে প্রবাস করিয়াছিলেন, অনেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বত্র সাহস ও বিক্রম দেখাইয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। আর জীবনের শেষাবস্থাতেও সাধারণ বিচার সমাজের একজন অধ্যক্ষ হইয়া কোন প্রত্যক্ষ বিপত্তিতে ভয় না পাইয়া অবিরত ন্যায় ও যথার্থে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।

তিনি বাল্যাবস্থাবধি ধৈর্য্যাবলম্বন ক্লেশস্বীকার ও ইন্দ্রিয় দমনের অভ্যাস করিয়াছিলেন, ফলতঃ তাহা না করিলে কোন ব্যক্তি সাধারণের সম্বন্ধে বিহিত কার্য্য সাধন করিতে পারে না, আর কেহ কখন তাঁহার অপেক্ষা ধনের উপেক্ষা ও দারিদ্র্যের

অনুরাগ অধিক করিতে পারেনাই, তিনি কহিতেন যে কোন বস্তুর প্রয়োজন না রাখিয়া নিষ্কিঞ্চন হইলে দেবতার ন্যায় সিদ্ধ হওয়াযায়, আর যে যত অল্প বিষয়ে তৃপ্ত হয় সে তৎপরিমাণে দেবতুল্য হয়। ঐশ্বর্য্যশালি লোকদের কোন২ ক্রিয়াতে আড়ম্বর ও গৌরব এবং রাশীকৃত রজত কাঞ্চনের ব্যয় দেখিয়া তিনি একদা আপনার দারিদ্র্যের শ্লাঘা করত কহিয়াছিলেন "আহা কত২ বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই"।

তিনি অশীতি মাইনি মুদ্রা অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র টাকা পৈতৃকধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে এক জন বন্ধুকে দায়গ্রস্ত দেখিয়া ঐ সমস্ত টাকা ঋণ স্বরূপে প্রদান করেন, অনন্তর সেই বন্ধুর বিষয় নষ্ট হওয়াতে তিনি ঐ সমস্ত ধনে বঞ্চিত হইলেন, তথাচ এ দুর্ঘটনা এমত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য একবারও কাহার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। জেনফনের কথাপ্রমাণ তাঁহার নিজ বিষয় পঞ্চ মাইনি অর্থাৎ সার্দ্ধ শত মুদ্রাও ছিল না, এথেন্স নগরের অনেক ধনাঢ্য লোকেরা তাঁহার বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা নিজ সম্পত্তির অংশ দান করিতে উদ্যত হইলেও তিনি কোন ক্রমে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই, তথাচ আত্মপ্রয়োজনীয় কোন বস্তুর অপ্রতুল হইলে অভাব প্রকাশ করিতে লজ্জা পাইতেন না, এক বার বন্ধু সমাজে কহিয়াছিলেন "সঙ্গতি থাকিলে আমি একখানি উত্তরীয় ক্রয় করিতাম", একথা কাহাকেও বিশেষ সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন নাই, কেবল সামান্যতঃ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা ঐ অভাব বিমোচন অতি শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া সকলেই দিতে সত্বর হইয়াছিল। সেনেকা কহেন শিষ্যেরা এবিষয়ে উপযুক্ত ত্বরা করে নাই, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উত্তরীয় দানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অপ্রতুল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐরূপ উক্তি না করিতে দিলেই উত্তম হইত।

মাসিদনের রাজা আর্কিলেয়স সক্রেতিসকে আপন সন্নিধানে আনিতে অভিলাষ করিয়া অনেক প্রকার ধন সম্পত্তি দিতে

উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া কহিলেন "যে ব্যক্তি এমত অধিক দান করিতে সমর্থ যে তাহার পরিশোধ আমার ক্ষমতায় কখন হইবেক না তাহার নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য নহে," কিন্তু একজন মহাপণ্ডিত সক্রেতিসের এ কথাতে দোষারোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেনেকা কহেন "কি! এক জন রাজাকে বৃথা আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ক ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করা, এবং ধনের অনাদর করিতে প্রবোধ দিয়া অর্থব্যয়ের প্রকৃত ধারা শিক্ষা দেওয়া, আর রাজনীতি বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে কালযাপন ও দেহ পরিত্যাগের নিয়ম জ্ঞাপন করা কি মহৎ বিনিময় নহে?" ঐ সেনেকা পুনশ্চ কহিয়াছেন "সক্রেতিস উক্ত রাজসভাতে গমন করেন নাই, তাহার যথার্থ কারণ এই যে যিনি স্বাধীন নগরেও আপন ইচ্ছানুযায়ি স্বতন্ত্রতা ভোগ করিতে পায়েন নাই তাঁহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হয় না"।

তিনি সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লেশ ও কষ্ট ভোগ করিলেও তৎকালের অন্যান্য পণ্ডিতগণের ন্যায় বিষণ্ন বা বিমর্ষ হইতেন না, লোক সমাজে সর্ব্বদাই আনন্দিত ও আমোদিত হইয়া বাক্যালাপ করিতেন, এবং তাঁহার হর্ষ দেখিয়া সকলের হর্ষ ও আহ্লাদ জন্মিত। তিনি অতি নির্ধন ছিলেন বটে, তথাপি আপনার শরীর ও গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে ক্রুটি করিতেন না, আণ্টিস্থিনিস নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বদা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া ঔদাস্যের অভিমান করিত, তিনি তাঁহার সে মিথ্যা অভিমান সহিতে পারিতেন না, একবার তাহাকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার বৃথা অহঙ্কার বস্ত্রের ছিদ্র দিয়াই প্রকাশ হইতেছে"।

সক্রেতিসের এই এক বিশেষ গুণ ছিল যে কোন দুর্ঘটনা বা ক্ষতি বা অন্যায় উপদ্রব অথবা কুব্যবহার প্রাপ্ত হইলেও কোন মতে তাঁহার মনের শমতা শিথিল হইত না, কেহ২ কহে তিনি স্বভাবতঃ অবিবেচক ও ক্রোধী ছিলেন, পরে বহু বিবেচনা পূর্ব্বক আত্মশাসন ও ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন করিয়া অবশেষে

শান্তচিত্ত হয়েন, একথা যদিও সত্য হয় তথাপি ইহাতে তাঁহার নিন্দা নাই, বরং গুণই প্রকাশ পায়। সেনেকা কহেন যে তিনি আপনার বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাহারা তাঁহাকে ক্রোধে পতিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিলেই সচেতন করে, তিনি আপনার বিষয়ে যেমত অন্যকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষেও আপনি তদ্রূপ করিতেন। ফলতঃ ক্রোধ ও রাগ হইতে সাবধান থাকিবার উত্তম উপায় এই যে অন্তঃকরণ স্থির থাকিতে২ রক্তের উষ্ণতা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার বিধান, কেননা ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে হঠাৎ চিত্ত চঞ্চল করে। সক্রেতিস ক্রোধের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ চেতনা পাইলেই মৃদুভাষা কহিতেন, অথবা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, তিনি কোন সময় এক জন দাসের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিয়াছিলেন "আমার ক্রোধ না হইলে তোমাকে প্রহার করিতাম," আর একবার কোন ব্যক্তি তাঁহার কর্ণের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "শিরোভূষণ কখন্ পরিধান করিতে হয় তাহাতে অনভিজ্ঞ থাকা বড় খেদের বিষয়"।

সক্রেতিসকে আপনার গৃহের মধ্যেই বিলক্ষণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল, কেননা তাঁহার গৃহিণী জান্টিপী অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিণী ছিল, ও উগ্র স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে বিরক্ত করিত, বোধ হয় তিনি ইহার প্রকৃতি জানিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, যেহেতুক জেনফন লেখেন যে তিনি স্বয়ং কহিয়াছিলেন যে "আমি জানিয়া শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছি কেননা যদি এমত পত্নীর দৌরাত্ম্য আত্মধীরতায় সহ্য করিতে পারি তবে অতি দুর্বৃত্ত লোকেরও সহিত সহজে বাস করিতে পারিব"। জান্টিপীর ন্যায় দুরন্ত অবাধ্য ও দুর্দান্ত নারী কেহ কখন দেখে নাই, সে সক্রেতিসের উপর সর্ব্বপ্রকারে অপমান ও লাঞ্ছনা পূর্ব্বক যথেষ্ট অত্যাচার করিত, কখন২ এমত বিজাতীয় রাগান্ধ হইত যে নির্লজ্জ হইয়া রাজমার্গ মধ্যেই তাঁহার উত্তরীয় ছিন্ন

করিত, এক দিন ক্রোধ বশতঃ উন্মত্তপ্রায় হইয়া নানাবিধ তিরস্কার করণানন্তর এক পাত্র জল্ল স্বামির মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সক্রেতিস কেবল হাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন "এমত গর্জ্জনের পর বারি বর্ষণ অসম্ভব নহে"

কোন২ পূর্ব্বতন ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে সক্রেতিস যথার্থ উপাধিধারি আরিষ্টিডিসের পৌত্রী মার্তো নাম্নী আর এক স্ত্রীকে পরিণয় করিয়াছিলেন, কথিত আছে যে দুই ভার্য্যাতে সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিত, তাহাদের পরস্পর কখনই ঐক্য ছিল না, কেবল লাঞ্ছনা ও অত্যাচার করিবার সময় তাহারা একত্র মিলিত, ঐ গ্রন্থরচকেরা লেখেন যে পিলপনিসিয়ান নামক যুদ্ধের কালে এথেন্স নগরীতে মরক উপস্থিত হইয়া লোক নষ্ট করাতে প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্তে নগর বাসিরা প্রত্যেকে দুই২ দার পরিগ্রহ করিতে অনুমতি পাইয়াছিল, সক্রেতিসও এই নূতন ব্যবস্থার সুযোগে পুনশ্চ বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থকারকেরা কেবল অরিস্তিতলের নামে প্রকাশিত কুলীনদের বিবরণ সম্বন্ধীয় পুস্তকের এক বচন দেখিয়া উক্ত বিষয় অনুমান করেন। কিন্তু প্লুটার্ক কহেন যে পেনিসিয়স নামে এক অতি বিচক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা সে কথার সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন, আর প্লেতো ও জেনফন আপনাদের গুরু সক্রেতিসের সকল বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা এই দ্বিতীয় বিবাহের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই, এবং থুসিদিদস জেনফন ও দাইওদোরস সিকুলস যাঁহারা পিলপনিসিয়ান যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন তাঁহারাও আপন২ গ্রন্থে এথেন্স নগরে দুই বিবাহের অনুমতি বিষয়ক ব্যবস্থার উল্লেখ করেন নাই। মন্সিওর হার্ডিওন্ এতৎপ্রসঙ্গে, যাহা কহিয়াছেন একাডেমি অব বেল্ লেটরের বিবরণের প্রথম কাণ্ডে তাহা লিখিত আছে, তৎপাঠে নিশ্চয় বোধ হয় যে সক্রেতিসের এই দ্বিতীয় বিবাহ এবং এথেন্স নগরে দুই বিবাহ বিষয়ের ব্যবস্থা কেবল কাল্পনিক গল্প মাত্র। ইতি রালিন্স এন্সেন্ট হিষ্টরি হইতে অনুবাদিত।

৬ পরিচ্ছেদ—সক্রেতিসের উপদেশ দিবার বৃত্তান্ত।

সক্রেতিসের চরিত্র যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষতঃ স্বদেশীয় যুবাদের উপদেশার্থে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এক্ষণে লেখা যাইতেছে, কেননা তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়াতেই তাঁহার নাম প্রকৃতরূপে উজ্জ্বল হয়।

লিবেনিয়স কহিয়াছেন যে তিনি স্বদেশীয় লোকের সুখ ও মঙ্গল বৃদ্ধির নিমিত্ত এমত উদ্যোগী ছিলেন যে সাধারণে তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। কিন্তু বৃদ্ধলোকদের চিত্তশোধন দুষ্কর, কেননা যাহারা আজন্মকাল মিথ্যা জ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রবীণ হয়, তাহারা সে জ্ঞানের আদর সহজে ত্যাগ করিয়া নূতন মত গ্রহণ করিতে পারে না, একারণ তিনি বালকদের শিক্ষাতেই বিশেষ যত্নবান্ হয়েন, ফলতঃ উর্ব্বরা ভূমিতেই ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা পরামর্শ সিদ্ধ।

অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতদের ন্যায় সক্রেতিসের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ্য পাঠশালা ছিল না, এবং শিক্ষা দিবারও নিয়মিত কাল ছিল না, তিনি ছাত্রবর্গের জন্যে বিশেষ উপবেশন প্রস্তুত করেন নাই, এবং আপনিও অধ্যাপনার কোন প্রশস্ত আসন গ্রহণ করিতেন না, উপদেশের দেশ কাল তাঁহার পক্ষে সাধারণ ছিল, তিনি সকল স্থানে সকল কালে শিক্ষা দিতেন, গমন ভোজন কথোপকথনাদি সকল কালেই এবং রণস্থল শিবির রাজকীয় সমাজ কারাগারাদি সকল স্থানেই বিদ্যা বিতরণের যত্ন প্রকাশ করিতেন, প্লুটার্ক কহেন যে অবশেষে বিষপান কালীনও তিনি জ্ঞানের কথা বিস্তার করণে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই ব্যবহারের প্রসঙ্গে ঐ বিচক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা রাজনীতিবিষয়ক এক উত্তম নিয়মের বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সৈনেকাও পূর্ব্বে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলেন, যথা, "সাধারণের উপকার করণার্থে রাজকর্ম্মে বাস্তবিক নিযুক্ত হওয়া, অথবা বিচারকের পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার নিষ্পত্তির নিমিত্ত উচ্চতম বিচারাসনে উপবিষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক নহে, অনেকে এপ্রকার পদ প্রাপ্ত হয়

বটে, কিন্তু তাহারা প্রিটর সেনেটর বক্তা ইত্যাদি সুচারু নামে বিখ্যাত হইলেও যদি সে সকল কর্ম্মকারিদের গুণে বর্জ্জিত হয় তবে তাহাদিগকে সামান্য লোক মাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, এবং কখনং তাহাদিগকে ইতর লোকের মধ্যেও গণ্য করাতে হানি নাই। যে ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, এবং নগরবাসিদিগকে ধর্ম্মানুযায়ি ও দয়া সত্য ন্যায়ানুরাগি এবং স্বদেশীয় হিতার্থে যত্নশালি করিতে যাহার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তি যেমত পদ কিম্বা অবস্থাতে থাকুক তাহাকেই সত্য বিচারক ও সত্য শাসক কহিতে হয়"।

সক্রেতিসও এই প্রকার লোক ছিলেন, তিনি নব্য পুরুষদিগকে হিতোপদেশ দ্বারা স্বশিষ্য করিয়া রাজ্যের কিপর্য্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনাতে লেখনী সমর্থা নহে, কোন উপদেশক তাঁহা অপেক্ষা অধিক শিষ্যকে একত্র করিতে কখন পারে নাই, আর তাঁহার ন্যায় অন্য কাহারও শিষ্য মহোদয় ছিল না, প্লেটো একাকীই অনেক লোক সংহতির তুল্য ছিলেন, তিনি মরণকালে এই বলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেন যে তিনি বিবেক শক্তি বিশিষ্ট জীব হইয়া ম্লেচ্ছ ভূমিতে না জন্মিয়া গ্রীকদেশে জন্মিয়াছেন, এবং অন্য কালেও না জন্মিয়া সক্রেতিসের জীবন কালে জন্মিয়াছেন। জেনফনও তাঁহার উপদেশে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কথিত আছে যে সক্রেতিস তাঁহাকে এক দিন রাজমার্গে দেখিয়া যষ্টি নোদন দ্বারা স্থগিত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "খাদ্যদ্রব্য কোথায় বিক্রয় হয় তাহা জান?" জেনফন এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিয়াছিলেন, পরে সক্রেতিস পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন "সুনীতির শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়," এ কথায় জেনফন কিয়ৎকাল নিরুত্তর হইলে ঐ পণ্ডিত কহিলেন "সুনীতি শিক্ষার স্থল যদি জানিতে চাহ তবে আমার সহিত আইস, আমি দেখাইব,"। জেনফন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত গমন করিলেন, এবং পরে সর্ব্ব প্রথমে গুরুর উপদেশ একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনিই প্রকাশ করেন।

আরিষ্টিপ্পস একবার ইস্কমেকসের সহিত কথোপকথন করত

সক্রেতিসের বার্ত্তা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারে এমত ব্যগ্র হইলেন যে যদবধি ঐ জ্ঞানসিন্ধুর নিকট গিয়া সদসৎ বিবেচনার সূত্র এবং অশুভ নিবারণের মহৌষধি সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত না হয়েন তদবধি দুর্ভাবনা প্রযুক্ত শরীরেও অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন।

মেগারা দেশীয় ইউক্লিডের বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহাতে আরো স্পষ্ট বোধ হয় যে সক্রেতিসের শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থে বিজাতীয় ব্যগ্র ছিল। এথেন্স এবং মেগারা দেশীয় লোকদের মধ্যে সে কালে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উভয় দলস্থ সৈন্যের পরস্পর এপ্রকার দ্বেষ ও হিংসা জন্মিয়াছিল যে এথেন্স নগরের লোকেরা নিজ সেনাপতিগণকে বৎসরে দুই বার মেগারা রাজ্যে উপদ্রব করিতে শপথ করাইয়াছিল, এবং নিয়ম করিয়াছিল যে শত্রুপক্ষের কেহ আটিকাদেশে পদার্পণ করিলেই মৃত্যুদণ্ড পাইবে, কিন্তু ইহাতেও সক্রেতিসের উপদেশ গ্রহণার্থে ইউক্লিডের মনোবাসনা শিথিল হয় নাই, তিনি সায়ংকালে মুখে অবগুণ্ঠন দিয়া নারীর বেশে বহির্গত হইয়া সক্রেতিসের বাটীতে আসিতেন, পরে রাত্রি প্রবাস করিয়া প্রত্যূষে ঐ রূপে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতেন।

এথেন্স নগরীয় নব্য লোকেরা সক্রেতিসের শিষ্য হওনার্থে কি পর্য্যন্ত সচেষ্টিত ছিল তাহা অবিকল বর্ণনা করিলে উৎকট বোধ হইবে, তাহারা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উপদেশ শ্রবণার্থে পিতামাতা ও কৌতুক ক্রীড়াদি সমস্ত ত্যাগ করিত। ইহার এক দৃষ্টান্ত আল্সিবায়াডিসের চরিত্রেতে ব্যক্ত আছে, আল্সিবায়াডিস স্বজাতীয় লোকের মধ্যে এক জন অতি প্রচণ্ডস্বভাব হইয়া অহঙ্কারাস্পদ হইয়াছিল, তথাপি সক্রেতিস কখন তাহার অনুরোধ করিয়া তাহার উগ্রচিত্তের বিক্রম দমন করণে সঙ্কুচিত হয়েন নাই, তাহার উগ্রতার উদাহরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উদারবংশীয় যুবকেরা ধন গৌরবে যেপ্রকার স্ফীত হইয়া থাকে আল্সিবায়াডিস এক দিবস

সেইরূপে আপন ধন সম্পত্তির দর্প করিতেছিল, সক্রেতিস তাহা দেখিয়া এক ভূগোলীয় মেপ অর্থাৎ নক্সাতে আটিকা দেশ চিহ্নিত করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতা হেতুক ঐদেশ প্রথমতঃ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরে বহু ক্লেশে দেখিতে পাইয়া কহিলেক "এদেশ অতিক্ষুদ্র, নক্সাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না", সক্রেতিস উত্তর করিলেন "তবে দেখ তুমি কেমন ক্ষুদ্র স্থানের জন্যে অভিমান করিতেছ,"। একথা আরো বাহুল্যরূপে বিস্তার করিলেও হানি হইত না, কেননা এথেন্স যেমত সমস্ত গ্রীকদেশের সহিত তুলনাতে বিন্দু মাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ গ্রীশদেশকে ইউরোপের পক্ষে, ও ইউ-রোপকে পৃথিবীর পক্ষে, এবং পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য খগোলের পক্ষেও জানিবা, তবে অতি পরাক্রান্ত রাজাও এই অপার ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত আকাশের মধ্যে কেমন ক্ষুদ্র কীট ও নগণ্য মধ্যে গণিত হইয়া কত অল্পাংশ আপনি ভোগ করে!।

অপর এথেন্স নগরীয় যুবকেরা থেমিস্টক্লিস সাইমন এবং পেরিক্লিসের গৌরব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং আপনা-রাও যশঃস্পৃহাতে মুগ্ধ হইয়া ভাক্ত তার্কিকদের উপদেশ গ্রহণানন্তর আপনাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে সক্ষম জ্ঞান করিয়া উচ্চ২ পদের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল, কেননা ঐ তার্কিকেরা তাহাদিগকে উত্তম রাজনীতিজ্ঞ করিবেন এমন প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ যুবকদের মধ্যে গ্লকো নামে এক জন বিংশতি-বৎসর বয়ঃক্রমেতেই রাজকীয় কর্ম্মের ভার প্রাপণে এমত দৃঢ়তর আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল যে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে কেহই ঐ দুরাগ্রহ ও অসঙ্গত বাঞ্ছা হইতে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই, কেবল সক্রেতিস্ ঐ বালকের ভ্রাতা প্লেটোর অনু-রোধে তাহার প্রতি স্নেহ করিয়া নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে উক্ত অভিলাষ হইতে ক্ষান্ত করান্।

সক্রেতিস এক দিবস তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া এমত সারল্যের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে সে ব্যক্তি অতি আস্থা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। সক্রেতিস কহিলেন "তুমি কি

রাজ্য শাসনের ভার লইতে অভিলাষ করিতেছ ?" গ্লকো উত্তর করিল "হাঁ বটে," সক্রেতিস পুনশ্চ কহিলেন "এ রূপ অভিলাষ মহোদয়ের পক্ষে উচিত বটে, কেননা, এমত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে বন্ধুবর্গের মহোপকার করিতে পারিবা এবং পরিজনের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি সাধনেও সক্ষম হইবা. তাহাতে তোমার সুখ্যাতি এথেন্স নগরে ও সমস্ত গ্রীক দেশে ব্যাপিবার সম্ভাবনা, এবং থেমিষ্টক্লিসের ন্যায় ম্লেচ্ছ জাতিদের মধ্যেও তোমার নাম প্রসিদ্ধ হইবে, আর তুমি যেখানে থাক পৃথিবীস্থ সকল লোকেরই প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার ভাজন হইবা"

সক্রেতিসের এমত মধুর ও মনোরম্য উক্তিতে ঐ গর্ব্বিত যুবক অত্যন্ত আমোদিত ও মোহিত হইয়া আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল, কথা শ্রবণের জন্য তাহাকে আর অধিক অনুরোধ করিতে হইল না, পরে এই রূপে কথোপকথন হইতে লাগিল। সক্রেতিস বলিলেন "তুমি যশ ও সুখ্যাতির স্পৃহা করিতেছ, অতএব সাধারণের উপকার করিতেও অবশ্য বাসনা কর"। গ্লকো "হাঁ অবশ্য"। সক্রেতিস "ভাল, তবে প্রথমতঃ দেশের কি উপকার করিতে বাসনা কর ইহা কহিলে পরমাপ্যায়িত হইব"। গ্লকো এ কথার উত্তর শীঘ্র প্রদানে অক্ষম হইয়া এ বিষয়ে বক্তব্য কি তাহা ভাবিতে লাগিল, পরে সক্রেতিস কহিলেন "বোধ করি তুমি দেশকে ধনাঢ্য করিতে অর্থাৎ রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে মানস করিতেছ"। গ্লকো—"যথার্থ অনুমান করিয়াছ"। সক্রেতিস—"তবে বোধ করি রাজস্ব বিষয়ে অবশ্য বিশেষ অবগত হইয়া তাহার যথার্থ গণনা করিয়া থাকিবা, এবং ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার কণ্ঠাগ্রে আছে, আর দৈবাৎ কোন বিষয়ে উৎপত্তির ব্যাঘাত হইলে প্রকারান্তরে অপ্রতুল নিবারণের ক্ষমতাও থাকিবে"। গ্লকো—"না—এ বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই"। সক্রেতিস—"তথাপি রাজ্যের ব্যয় কত তাহাও নিতান্ত পক্ষে জান, কেননা যে২ বিষয়ে অপব্যয় হইয়া থাকে তাহা স্থগিত করা আবশ্যক"। গ্লকো—"ইহাও আমি জানি না"। সক্রেতিস—

"তবে দেশকে ধনাঢ্য করণের প্রতিজ্ঞায় এক্ষণে বিলম্ব করিতে হইবে কেননা রাজ্যের আয়ব্যয় কত তাহাতে অবগত না হইয়া ইহা করিতে পারিবা না"।

গ্লকো পুনশ্চ কহিতেছে—"দেশের উপকার করিবার অন্য এক ধারা আছে, তুমি তাহার উল্লেখ কর নাই,—শত্রুকুল ধ্বংস করিয়াও রাজ্যের উপকার করা যায়"। সক্রেতিস—"যথার্থ বটে—কিন্তু রাজ্য বলবত্তর না হইলে শত্রুধ্বংস হইতে পারে না, কেননা বল অল্পতর হইলে যাহা আছে তাহাও নষ্ট হইতে পারে, এ কারণ যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলে উভয় পক্ষের সৈন্য গণনা করিতে হয়, রাজ্যের বল অধিক দেখিলেই যুদ্ধ বিস্তারের পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে, আর রাজ্যের বল অল্প হইলে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকিবার মন্ত্রণা দেওয়া কর্ত্তব্য, তুমি কি আমাদের রাজ্যের বল গণনা করিয়াছ, এবং জল পথে বা স্থল পথে বিপক্ষ সৈন্যের সংখ্যাও কি অবগত আছ? এ বিষয়ের কোন লিখন কি তোমার নিকটে আছে? যদি থাকে তবে আমাকে একবার দেখাইলে বাধিত হইব"। গ্লকো—"এক্ষণে আমার নিকট সে গণনা নাই"। সক্রেতিস—"তবে দেখিতেছি তুমি রাজ্যভার লইলে দেশে সম্প্রতি যুদ্ধ হইবে না, কেননা এখনও তোমাকে অনেক পরিশ্রম পূর্ব্বক এ বিষয়ের তথ্যাতথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা না করিয়া তুমি কখনও যুদ্ধ করিবা না"

সক্রেতিস এই প্রকারে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে তাহাতেও গ্লকোর অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইল, অবশেষে সে আপনি স্বীকার করিল যে কোন বিষয়ের তথ্যাতথ্য না জানিয়া কেবল আত্মশ্লাঘা এবং উচ্চপদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত রাজশাসনের ভার লইতে ব্যগ্র হওয়া অত্যন্ত উপহাসের কথা, পরে সক্রেতিস কহিলেন "হে সৌম্য! সাবধান হইও, যশের অত্যন্ত তৃষ্ণাতে এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না যাহাতে তোমার অসামর্থ্য ও সামান্য ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পাইয়া তোমাকে অপ্রতিভ ও লজ্জান্বিত করিবে"।

গ্রকো সক্রেতিসের সৎপরামর্শে চেতনা পাইয়া সাধারণ সমাজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গোপন ভাবে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। উক্ত বৃত্তান্ত সকল কালের লোককে উপদেশ দিয়া সকল পদ ও অবস্থার মনুষ্যের হিতকারি হইতে পারে। ইতি রালিন্‌স্ এন্‌সেণ্ট হিষ্টরি হইতে অনুবাদিত।

---

৭ পরিচ্ছেদ—আর্কিমিদিসের কবর স্থান।

আর্কিমিদিস মরণের পূর্ব্বে উইলপত্রে স্বীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার মরণানন্তর কবরের উপর অন্য কোন লিপি না লিখিয়া কেবল গোলের মধ্যবর্ত্তি এক সিলিণ্ডর অর্থাৎ স্তম্ভাকার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলে ঐ দুই আধার আধেয় ভাবাপন্ন ঘনবস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণনা করে। তিনি কবরের স্তম্ভতল বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর সিরাকুস আক্রমণের সমস্ত বৃত্তান্ত খোদাইয়া তন্মধ্যে দ্বিতীয় জুপিতর দেবের ন্যায় রোমানদের বিপক্ষে বজ্ররূপ অস্ত্রত্যাগী ভাবে আপনার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের যে নূতন প্রতিজ্ঞা উপপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত অস্ত্র নির্ম্মাণ হইতে অসংখ্য পরিমাণে মহত্তর বোধে বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে ঐ উপপত্তির প্রকাশ বিহিত জ্ঞান করিলেন।

অতএব এক ভূমির উপর সমান উন্নত গোল ও সিলিণ্ডর অর্থাৎ স্তম্ভাকার বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তিনি উপপন্ন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই উত্তরকালীন লোকসমাজে আপনার নাম প্রতিষ্ঠিত করণ তাঁহার অভিমত হইল। গোল ও স্তম্ভাকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা দুই ও তিনের অনুপাত তুল্য।

সিরাকুসের লোকেরা পূর্ব্বকালে পদার্থবিদ্যার যথেষ্ট অনুরাগ করিত, কিন্তু ঐ মহৎ ব্যক্তি বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা

তাহাদের দেশীয় যশোবিস্তার করিলেও তাহারা শীঘ্র তাঁহার গুণ ও উপকার বিস্মৃত হইল, আর্কিমিদিস তাহাদের মহোপকার করেন, তথাপি সিসেরোর কথা প্রমাণ এক শত চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বিষয় এমত বিস্মৃত হইয়াছিল যে সিরাকুসে তাঁহার কবর হয় তাহাও সকলে জানিত না।

সিসেরো সিসিলিতে কুইষ্টর পদে নিযুক্ত হইয়া আর্কিমিদিসের কবর স্থান অনুসন্ধান করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, ঐ বিচক্ষণ ব্যক্তির এমত অনুসন্ধান করা উপযুক্ত ছিল বটে, আর ভ্রমণকারি মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে মহৎ লোকের বিষয়ে তথ্যাতথ্য অবগত হইতে যত্ন করে। সিসেরো উক্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে সিরাকুসের লোকেরা তাঁহাকে কহিল যে আর্কিমিদিসের কোন স্মরণার্থ স্তম্ভ সে দেশে নাই, সুতরাং তাহার চেষ্টা অবশ্য বিফল হইবে, কিন্তু সিসেরো তাহাদের কথায় ঘোরতর ভ্রান্তি জ্ঞান করিয়া বরং অধিক যত্ন পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎ কাল উদ্দেশ না পাইলেও পরে নগরের বহির্দ্দেশে আগ্রিগেণ্টমের সম্মুখে অন্যান্য অনেক কবরের মধ্যে কণ্টক জঙ্গলে প্রায় সমুদয় আবৃত এক স্তম্ভ তাঁহার নয়নগোচর হইল, আর তাহার অন্তরে এক গোল ও সিলিণ্ডর দেখিতে পাইলেন। ঐ অন্বেষ্য বিষয় প্রাপ্তিতে সিসেরোর কি পর্য্যন্ত হর্ষ হয় তাহা প্রাচীনতর দ্রব্যের অনুরাগি জনেরা শীঘ্র বুঝিতে পারিবেন। উক্ত কবর দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "আমি যাহার তত্ত্ব করিতেছিলাম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি"। অপর কবরের স্থান তাঁহার আজ্ঞাতে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রবর্ণনার অক্ষর কিয়দংশ কালক্রমে লুপ্ত হইলেও সকলে পাঠ করিতে পারিলেক। অতএব সিসেরো এই ব্যাপারের বৃত্তান্ত লিখিয়া সমাপন কালে কহেন যে পূর্ব্বকালীন অতিপ্রধান ও বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত মহা বিখ্যাত গ্রীক নগরীয় লোকেরা আপনাদের দেশস্থ এমত রত্নে অবিদিত ছিল, যদবধি তাহাদের মতে ম্লেচ্ছপ্রায় এক জনের চেষ্টাতে ঐ বিষয়ের উদ্দেশ না পায় তদবধি ঐ

স্বদেশীয় প্রখরবুদ্ধি মহাযশস্বি পণ্ডিতের কবর তাহাদের সম্বন্ধে অপ্রকাশ থাকে। ইতি রালিন্‌স এন্‌সেন্ট হিষ্টরি হইতে অনুবাদিত।

---

৮ পরিচ্ছেদ।

☞ অষ্টমাদি কএক পরিচ্ছেদে যে২ বৃত্তান্ত আছে তাহা ডাক্তর আর্ণল্‌ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত। হানিবলের বিবরণ সেস্থলে এমত উত্তমরূপে বর্ণিত আছে যে কিয়দংশ মাত্র অনুবাদ করিয়া তৃপ্তি হইল না, একারণ উক্ত গ্রন্থের ৪৩ অধ্যায় এবং ৪৪ অধ্যায়ের প্রথম দুই পৃষ্ঠ ক্ষুদ্র২ পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া ও গ্রন্থের শেষাংশ হইতে হানিবলের চরিত্র অগ্রে উদ্ধৃত করিয়া অবিকল অনুবাদ করা গেল, কেবল সেস্থলে যে২ টীকা আছে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল না।

হানিবলের চরিত্র।

যে ব্যক্তি যৎপরিমাণে সৎকর্ম্মের যথার্থ ধারানুযায়ী, তৎপরিমাণেই যদি তাহার সদসৎ আচরণের মীমাংসা করিতে হয় তবে হানিবলের চরিত্রে মহত্ত্বের কল্পনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু স্বদেশ বাৎসল্যকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ কহিয়া স্বজাতির উপকারে দৃঢ়তর যত্নকেই ধর্ম্মের সার রূপে স্বীকার করিলে, হানিবল অতিশয় প্রশংসার ভাজন হইবেন। যুবিনাল নামক কবি তাঁহাকে অলীক যশঃস্পৃহাতে মত্ত জ্ঞান করিয়া যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। হানিবলের ক্রিয়াতে অলীক যশঃস্পৃহা প্রকাশ হয় না, বরং সমস্ত কার্য্যে প্রখর বুদ্ধি ও দুঃসাধ্য সাধনের উৎসাহ এবং স্বদেশের মঙ্গল ও সম্ভ্রম বর্দ্ধনার্থ স্থিরবিবেচনা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অপর রোমানদের অনেক প্রধান লোকেরা দুঃসময়ে যদ্রূপ নিরাশ ও ত্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার দ্বারা নিজকৃত উপকারে স্বদেশকে বঞ্চিত করে, তিনি তদ্রূপ না করিয়া বরং তদ্বিপরীতে জামা ক্ষেত্রের যুদ্ধানন্তর আত্ম অভিমান ও ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক

শত্রুর আদিষ্ট পণেই সন্ধি স্বীকার করিতে পরামর্শ দেন, এবং যদি কখন সৌভাগ্য ক্রমে কার্থেজ নাম উজ্জ্বল করিতে পারেন এই আশায় দেশীয় লজ্জা সহ্য করিয়াও জীবন ধারণ করেন। তিনি কি পর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন তাহা তাঁহার চরিত্রেতেই যথেষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে, তাঁহার সেনাধক্ষ্যতায় কেহ কখন কোন দোষারোপ করিতে পারে নাই। তিনি কানিক্ষেত্রের যুদ্ধানন্তর একেবারে রোম নগর আক্রমণার্থে যাত্রা করেন নাই এই বলিয়া লিবি যে তাঁহার অলীক নিন্দা করেন তাহাতে ঐ গ্রন্থকারকের কেবল ব্যলীকতা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং এস্থলে তদুল্লেখ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সৈন্যের মধ্যে বিজাতীয় ও নানা মতাবলম্বি লোক ছিল, তাহারা কেবল অধ্যক্ষ্যের অনুরোধে পরস্পর ঐক্য ভাবে থাকিত, তথাপি কি সৌভাগ্যে কি অসৌভাগ্যে সর্ব্বকালেই হানিবল তাহাদিগকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি কি পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্বভাব বুঝিয়া সকলের মনকে শাসনে রাখিতে পারিতেন তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে। রাজনীতির বিষয়ে তাঁহার পৌরুষ নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতা সম্পূর্ণ ছিল, স্বদেশীয় দোষ শোধনের উত্তম কৌশল জানিতেন এবং বিদেশীয় শত্রুর সম্বন্ধে তিনি যেং প্রস্তাব করিতেন, তাহাতে দুর্ব্বলতা অথবা মাৎসর্য্য উভয় দোষের অভাব ছিল। তথাপি কার্থেজিনেরা তাঁহাকে ধনলুব্ধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে, ও রোমানেরা নির্দ্দয় বলিয়া কুৎসা করিয়াছে। পরন্তু আমরা তাঁহার ধনলোভের কোন প্রমাণ পাই নাই, কি আশ্চর্য্য ডিউক অব মারল্‌বরো নামক ইংলণ্ডীয় মহৎ সেনাপতির বিপক্ষ লোকেরাও দলাদলির দ্বেষে তাঁহার নামে ঐ প্রকার দোষারোপ করিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার চরিত্ররচক সে অপবাদকে অমূলক নিন্দামাত্র বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। নির্দ্দয় বলিয়া হানিবালের যে অপযশ হইয়াছে তাহা এ কালের নিয়মানুসারে বিচার করিলে নিতান্ত অমূলক কহা যায় না, থ্রেসিমিনী তটস্থ যুদ্ধের পর তিনি ইত্তালিতে যাত্রা করত পথিমধ্যে রোমান লোক

দেখিলেই যে নষ্ট করিয়াছিলেন, সে প্রকার ক্রূরতা যোদ্ধার ধর্ম্ম নহে বটে, তথাপি কোন২ স্থলে শত্রু পক্ষীয় হত সেনাপতির দেহ সম্ভ্রম পূর্ব্বক সমাধি করাতে যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিপক্ষদলেরাও স্বীকার করিয়াছে, আর রোমান সেনাধ্যক্ষেরা সামান্যতঃ যে প্রকার ব্যবহার করিত তাহার সহিত তুলনা করিলে তাঁহার আচরণে বিশেষরূপ ক্রূরতার কলঙ্ক করা যায় না। কিন্তু তিনি মারসেলস অথবা সিপিও অপেক্ষা অধিক নির্দ্দয় ছিলেন না, এ কথা কহিলে তাঁহার কি যশঃ হইতে পারে? পোলিবিয়স কহেন যে তিনি অনেক স্থলে প্রয়োজন বশতঃ অথবা মিত্রবর্গের কুমন্ত্রণাতে ক্রূরতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে নিরপরাধি করা যায় না। ফলতঃ উচ্চপদস্থ মনুষ্য মাত্রেরই সাধারণ দোষ এই যে আপনাদের মহৎ অভিপ্রায় সাধনে পরের দুঃখে কাতর হয়েন না। আমাদের সদা কর্ত্তব্য যে প্রধান লোকের মহৎ গুণ ও কার্য্য সিদ্ধির শোভাতে মুগ্ধ হইয়া কাহাকে পরদুঃখে অকাতর দেখিলে তাহাকে নিরপরাধি জ্ঞান না করি। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

৯ পরিচ্ছেদ। হানিবল এবং রুন।

উত্তম২ ব্যবস্থা সম্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ এমত সাধারণ জাতির বিরুদ্ধে অতি ক্ষমতাপন্ন বিশেষ ব্যক্তির অনিষ্ট চেষ্টা দুই জনের কথাতেই বর্ণিত আছে, উভয় স্থলেই ঐ২ বিশেষ ব্যক্তির উপর বিপক্ষ জাতি প্রবল হইয়া উঠে। হানিবল সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত রোম রাজ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে খর্ব্ব করিতে যত্ন করেন, জামা ক্ষেত্রে হানিবলের চেষ্টা শেষ হয়, ওয়াটর্‌লু ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের চেষ্টা অবসান হয়।

পোলিবিয়স কহেন যে কার্থেজিনেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক হানি-

বলের সাহায্য করিয়াছিল, ইহা সত্য বটে, আর হানিবলের চেষ্টাতে যে আপত্তির বর্ণনা আছে তাহা রোমান রচকেরা বাহুল্য ভাবে লিখিয়া থাকিবে ইহাও সম্ভাব্য বটে, তথাপি পোলিবিয়স আপনি অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন যে কার্থেজিন-দের যুদ্ধোৎসুক্য হানিবলের গোষ্ঠী দ্বারাই হইয়াছিল। হামিল্-কর হাস্‌দ্রুবল ও হানিবল পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত কার্থেজিন জাতির সম্বন্ধে যাদৃশ চৈতন্যদায়ি আত্মা ও প্রাণের ন্যায় প্রকাশমান ছিলেন, তাদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তি স্বজাতির সম্বন্ধে কখন হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করিলেই হানিবল যে উৎকৃষ্ট ভাবে আমাদের জ্ঞানচক্ষুর প্রত্যক্ষ হয়েন, এ প্রতীতি কেবল অন্যান্য কার্থেজিন বীরের বিষয়ে আমাদের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই হয় তাহা নহে, তিনি সকল ব্যাপারে বাস্তবিক ঐ দেশের চলৎশক্তির ন্যায় ছিলেন, এবং সমষ্টি ভাবে যদি স্বজাতির কোন বীর্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে, সে তাঁহার বীর্য্যের প্রতিবিম্ব মাত্র, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাতেই অন্যান্য বৃত্তান্তের অবসান হয়, এবং ইতালিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় যে উৎপাত ঘটিয়াছিল তাহাতে হানিবল বিনা আর কাহাকেও দেখা যায় না।

কিন্তু যেমত হানিবলের প্রতাপ হোমেরোক্ত সেই দেবতার তুল্য যিনি ত্রোজানদের ধ্বংস করণার্থে অগাধ সমুদ্র হইতে উঠিয়া নিরুৎসাহ গ্রীকদিগকে উৎসাহ দিয়া বৈরি নাশনে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বদেশ রক্ষার্থে ঐ দৈবশক্র নিরাকরণে স্থিরচিত্ত হেক্তরের সাহসকে রোমান কুলীন বর্গের দুর্দান্ত শৌর্য্যের উপযুক্ত উপমান কহা যাইতে পারে। হানি-বলের যশে কার্থেজ নগর প্রচ্ছন্নপ্রায় হয়, কিন্তু রোমরা-জ্যের সমষ্টি শক্তি কৌশল ও বিক্রমের সম্মুখে ফেবিয়স, মার্সে-লস, ক্লদিয়স নিরো এবং সিপিও পর্য্যন্ত যাবদীয় বীর নগ-ণ্যের ন্যায়। যে সেনেটর অর্থাৎ কুলীন সমাজ স্বদেশীয় বিপক্ষদলস্থ বারো মহাবিপদে পরাজিত হইলেও "রাজ্য-রক্ষার বিষয়ে নিরাশ হয় নাই" এই বলিয়া তাহার ধন্যবাদ

করিয়াছিলেন, এবং সৈন্য সঞ্চয় কালীন দ্বাদশ অধীন জাতি নিয়মিত লোক দিতে অস্বীকার করিলেও যাঁহারা তাহাদের নিকট যাচ্ঞা কিম্বা অনুযোগাদি করা হেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহারা জামাক্ষেত্রের জয়কারি বীর অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। উক্ত বিবরণ আমাদিগের উত্তমরূপে স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, কেননা আমরা ব্যষ্টিভাবে কোন বিশেষ ব্যক্তির গুণ দেখিলে সমষ্টিভাবে জাতীয় গুণাপেক্ষা তাঁহার প্রশংসাতে শীঘ্র অনুরক্ত হইয়া থাকি, এবং কোন রোমান বীর একাকী হানিবলের সহিত তুলনা ধারণ করিতে পারে না এজন্য যুদ্ধান্তে অযোগ্য যোদ্ধার পক্ষে জয় হইল বলিয়া আমাদের মনে ক্ষোভ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু রোম ও কার্থেজের মধ্যে পরস্পর বিবাদের যে শেষ ঘটনা তাহাতে যদ্রূপ পরমেশ্বরের জগৎ-পালন কৌশল প্রকাশ হইতেছে অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ হয় নাই। মনুষ্য জাতির মঙ্গলার্থে হানিবলের পরাজয় বিধেয় হইয়াছিল, কেননা তাঁহার জয় হইলে পৃথিবীর উন্নতিতে ব্যাঘাত জন্মিত। কোন মহৎ জাতি অথবা সমাজ স্থাপন না করিলে মহৎলোকে বহু কাল ব্যাপি উপকার করণে সক্ষম হয় না, কিন্তু কেহ হানি-বলের ন্যায় মহৎ হইলেও এক পুরুষের মধ্যে একাকী এমত কার্য্য করিতে পারে না, আর কেবল এক জন লোকের প্রতাপে যদি কোন জাতি কিয়ৎকাল দেদীপ্যমান হয় তবে সেই প্রতাপা-ন্বিত ব্যক্তির বিয়োগ হইলে সে জাতির দীপ্তি লোপ পায়, কেননা ঐ প্রধান ব্যক্তির লোকান্তর হইলে সে জাতি মৃত দেহের তুল্য হইয়া পড়ে, যেমন ইন্দ্রজাল শক্তিতে মৃতদেহের মধ্যে ক্ষণিক প্রাণের সঞ্চার হইলেও, ঐ শক্তির অবসানে পুনশ্চ হিমাঙ্গ ও অবশ হয়, উক্ত জাতির বিষয়েও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব যিনি জামা ক্ষেত্রে হানিবলের পরাজয় দেখিয়া ক্ষোভ করেন, তিনি হানিবল জয়ী হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পরে, তাঁহার মরণানন্তর পৃথিবীর কি গতি হইত তাহা বিবেচনা করুন, ফিনিসিয়ান জাতির বসতিস্থান দূরস্থ কার্থেজ নগরী গ্রীক দেশীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়া কি তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিত?

উক্ত নগরী কি নিজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির কৌশলে নানা জাতীয় ম্লেচ্ছগণকে এক সংস্থাপিত সাম্রাজ্যে একত্র করিয়া পরে ঐ সাম্রাজ্য ভংশানন্তর খ্রীষ্টীয় ইউরোপ খণ্ডের নানা রাজ্যের স্বাধীন অঙ্গ হওনার্থে প্রস্তুত করিতে পারিত?। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১০ পরিচ্ছেদ—যুদ্ধের উদ্যোগ।

হাস্‌দ্রুবলের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে হানিবল যখন স্পেন দেশে কার্থেজিনদের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তিনি স্পেনদেশীয় লোকদের সহিত যুদ্ধার্থে দুই বৎসর ক্ষেপণ করেন, অনন্তর তৃতীয় বৎসরে সাগন্তম নগর আক্রমণে নিযুক্ত হয়েন। সাগন্তম আক্রমণের ছল এই যে তন্নগরবাসিরা কার্থেজিনদের মিত্র স্পেন দেশীয় এক জাতির উপর দৌরাত্ম্য করে, ফলতঃ সাগন্তিনেরা অতি সাবধান থাকিলেও যুদ্ধের নিবারণ হইত না, কেননা কার্থেজিনেরা কলহ করণে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সাগন্তম নগর বাসিরা স্পেন দেশীয় লোক নহে, তথাপি এমত সাহস পূর্ব্বক শত্রুর আক্রমণ নিরাকরণ করিতে লাগিল যে স্পেনীয়েরা প্রায় সর্ব্বকালে যাদৃশ বিক্রম অনেকবার প্রকাশ করিয়াছিল সেই বিক্রম যেন দেশের গুণে বিদেশিদেরও অন্তরে উদ্ভব হইয়াছিল। নুমান্‌সিয়া ও জেরোনার ন্যায় সাগন্তম নগর রক্ষার চেষ্টা হয়, শত্রুরা অষ্টমাস পর্য্যন্ত সে স্থান বেষ্টন করিয়া থাকে, ইহাতে নগরীস্থ কতিপয় প্রধান লোক আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া হট স্থলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করত আপনাদের ধন সম্পত্তি বহ্নিসাৎ করণ পূর্ব্বক আপনারাও তাহাতে লম্ফ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, তথাপি হানিবল সে স্থলে অনেক দ্রব্য লুঠ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন, এবং যে ধনরাশি হরণ করিলেন তাহা যুদ্ধের ব্যয়ার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন, ও বন্দিস্বরূপে ধৃত লোকদিগকে যোদ্ধাদের মধ্যে

বণ্টন করিয়া দিলেন, এবং নানা অট্টালিকাতে যেং মহার্ঘ্য শোভনীয় বস্তু ছিল তৎসমস্ত কার্থেজ পুরীর মন্দির ও প্রাসাদ ভূষিত করণার্থে স্বদেশে প্রেরণ করিলেন!

বৎসরাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইলিরিয়া হইতে কন্সলেরা প্রত্যাগমন না করিতেং রোম নগরে সাগন্তম নাশের সংবাদ পঁহুছিল, তাহাতে ফেবিয়স বুটিও, যিনি সপ্তবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কন্সল হইয়াছিলেন, এবং লিসিনিয়স বেরস ও বিবিয়স টাম্ফিলস, ইহারা সকলে কার্থেজ নগরে দূতস্বরূপ প্রেরিত হইলেন, রোমানেরা দূতগণকে এই আদেশ করেন যে কার্থেজে যাইয়া হানিবল নিয়ম পত্রের ব্যতিক্রমে রোমের বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে একারণ তাহাকে ও তাহার প্রধান সহকারি লোকদিগকে রোমানদের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রসঙ্গ কর, তাহাতে যদি তাহারা অসম্মত হয় তবে যুদ্ধ প্রচার কর। কার্থেজিনেরা সাগন্তম আক্রমণে নিয়ম পত্রের ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না এই প্রথম কথাতেই বাদানুবাদ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দূতেরা সে তর্কে কর্ণপাত করিল না, অনন্তর ফেবিয়স যেন কোন বস্তু আবরণ করণার্থ আপন তোগা একত্র জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দেখ এস্থলে সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়ই আছে—তোমরা ইহার মধ্যে কি গ্রহণ করিতে চাহ তাহা কহ," কার্থেজিনদের বিচারকর্ত্তা উত্তর করিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দেও" তাহাতে ফেবিয়স তোগা ঝাড়িয়া কহিল "তবে এই লও, যুদ্ধই দিতেছি," কার্থেজিন সভ্যদের মধ্যে কএক জন কহিল, "ভাল, আমরা মনের সহিত তাহারি অভ্যর্থনা করিতেছি"। পরে রোমান দূত কার্থেজ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রস্থান করিল।

রোমান দূতের সহিত এই বাদানুবাদের সংবাদ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই হানিবল নিজ সঙ্কল্পিত রণযাত্রার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর এমত প্রকারে আয়োজন করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে কার্থেজিনেরা তাঁহার কল্পনায় পোষকতা করিয়া স্বদেশীয় সমস্ত যুদ্ধ সম্পত্তি তাঁহার শাসনাধীন করিবে। তিনি, রণযাত্রা করিলে

স্পেনদেশ বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত কার্থেজিনেরা তাঁহার কথা প্রমাণ আফ্রিকা হইতে নূতন সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার ভ্রাতা হাসড্রুবলকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল, এবং স্পেন দেশীয় সৈন্যগণকে আফ্রিকাতে আহ্বান করিতে মানস করিল। আফ্রিকা রক্ষার্থে স্পেনীয় সৈন্য ও স্পেন রক্ষার্থ আফ্রিকান সেনা নিযুক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে বিদেশে অবস্থিত হইলে উপপ্লবের সুযোগ পাইবে না। যুদ্ধ সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার এমত রূপে হানিবলের ইচ্ছাধীন হইয়াছিল যে তাঁহার অভিমতানুসারে কার্থেজ রক্ষার্থেও নুমিদিয়া ও স্পেনীয় সৈন্য প্রেরিত হয়, বিদেশি সৈন্য দ্বারা রাজ্য রক্ষা করণ তাঁহার বিবেচনায় শ্রেয়স্কর বোধ হওয়াতে কার্থেজ রাজসভা ঐ পরামর্শই গ্রাহ্য করিল। অপর গাল দেশে এবং আল্‌পস্ পর্ব্বত পারে যে গালজাতি অল্পকাল পূর্ব্বে রোমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের দেশেও হানিবল দূত পাঠাইয়া গন্তব্য পথের সন্ধান লইতে চেষ্টা করিলেন, এবং আল্‌পস্ পর্ব্বত পার হওনে তাহাদের আনুকূল্য এবং ইতালি পহুঁছিলে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তিনি পূর্ব্ব বৎসরীয় যুদ্ধান্তে স্পেনীয় সৈন্যগণকে আপন২ লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গিয়া স্বদেশীয় লোকদের নিকট বীরত্বের বৃত্তান্ত প্রকাশ করণার্থে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনানন্তর হেমন্তকালে যাহাতে অসভ্য লোকের সন্তোষ জন্মে এমত আলস্য ভোগ করিতে বিদায় দিয়াছিলেন। অবশেষে রোমান দূতের কার্থেজ গমন ও সংগ্রামের প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, এবং সেই কালেই তাঁহার কর্ম্মচারি লোকেরা সিসাল্‌পিন গাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল যে "আল্‌পস গিরি পার হওনের পথ দুর্গম বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে, আর গালেরা অনেক হৃদ্যতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষাতে আছে"। পরে হানিবল সৈন্যগণকে একত্র সংহত করিয়া স্পষ্টই বলিলেন যে তিনি তাহাদিগকে ইতালিতে লইয়া যাইতে মানস করেন, তাঁহার উক্তি এই, "রোমানেরা চাহে যে আমি ও আমার

প্রধান২ কর্ম্মচারিগণ তাহাদের হস্তে দস্যুর ন্যায় সমর্পিত হই. হে যোদ্ধারা তোমরা কি এমত আস্পর্দ্ধা সহ্য করিবা? গালীয় লোকেরা রোমানদের হইতে বিবিধ অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়া প্রতিফল দানে সাহায্যার্থে আমাদিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে, আর যে দেশ আমরা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা এমত রাশীকৃত শস্য, দ্রাক্ষারস, তৈল গোমেষাদি এবং ধনাঢ্য নগরীতে পূর্ণ যে তোমাদের পুরস্কারার্থে দেবতারা তাদৃশ মহৎ পারিতোষিক আর কোন বস্তু দিতে পারেন না"। সৈন্যেরা এই কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার শাসনানুসারে যাত্রা করণার্থ প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাতে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত যাত্রা করণের দিন স্থির করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

হানিবল সঙ্কল্পিত ব্রত স্বরূপ এই কার্য্যের উদ্যাপনার্থে অষ্টাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সদা চঞ্চলচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার শুভারম্ভ কাল আগত হওয়াতে এক্ষণে সৈন্যের শিবির ত্যাগ করিয়া গেদিস দেশে গিয়া তায়ার ও তদীয় সমস্ত শাখা-নগরের পরমদেবতার মন্দিরে সঙ্কল্পিত যাত্রা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা ও মাননাদি করিলেন। সে স্থলে তাঁহার আত্মীয় লোক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে নাই, তাঁহার সমভিব্যাহারির মধ্যে সিলিনস নামে এক সিসিলিস্থ গ্রীক ছিল, সে ব্যক্তি পরে তাঁহার শাসনে ইতালিতে গমন করে, এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ভোজন করিত। হানিবল যজ্ঞ সমাপন হইলে সৈন্য সন্নিধানে নিউ কার্থেজে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে মে মাসের শেষাংশে গমনের কাল উপস্থিত দেখিয়া আইবেরস নদীর অঞ্চলে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় হানিবলের মন নানাপ্রকার ভাবে পূর্ণ হও-য়াতে তিনি আপনাকে শত্রুকুল ধ্বংসার্থে স্বদেশীয় দেবতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিবারাত্রি চঞ্চলচিত্ত হই-লেন। এক দিবস সিলিনসকে কহিয়াছিলেন যে নিদ্রাবস্থাতে

যেন তিনি দেখিলেন যে পিতৃকুলের আরাধ্য পরমদেবতা কার্থেজদেশীয় অন্যান্য দেবগণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে সেই অমর সমাজে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর ইতালি আক্রমণের ভারার্পণ করিলেন, এবং সুরগণের মধ্যে এক জন যেন তাঁহাকে সসৈন্যে গমন করাইতে পথ প্রদর্শকরূপে স্বয়ং সমাগত হইলেন, পরে তিনি প্রস্থান করিলে ঐ দৈব পথদর্শক কহিলেন "সাবধান, পশ্চাৎ দৃষ্টি করিও না", পরে কিয়ৎকাল বিলম্বে নিষেধ না মানিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করাতে সর্পসমূহে ভূষিত এক প্রকাণ্ড বিকট মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল, সে মূর্ত্তি যে স্থলে উপস্থিত হয় সেই স্থলেই গৃহ কানন উদ্যান সমস্ত সংহার করে, ঐ পথদর্শককে সে বিকটমূর্ত্তির বিবরণ চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন "ইহা ইতালি নাশের লক্ষণ, তুমি সরল পথাভিমুখ হইয়া চল, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিও না"। হানিবল এই রূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া এবং শারীরিক ও সাংসারিক সুখ একেবারে বিসর্জ্জন করিয়া সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে দেশীয় দেবতাদের আদিষ্ট কার্য্য সাধনে ও অনেক কালের সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপনে প্রবৃত্ত হয়েন।

ইতিমধ্যে রোম নগরে মার্চ মাসের ১৫ দিবসে কন্সলেরা নিজ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন, যত্ন করিলে তাঁহারা রোন নদী এবং পিরেনিস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সসৈন্যে আসিয়া সুযোগক্রমে হানিবলের যাত্রাতে ব্যাঘাত দিতে পারিতেন, কিন্তু হানিবলের পথে অনেক ঘোরতর বিঘ্ন জন্মিবে ও আইবেরস এবং পিরেনিসের মধ্যস্থল নিবাসি স্পেন জাতিদের এবং পিরেনিস ও রোন নদীর মধ্যস্থলবাসি গাল জাতির উৎপাতে বাধা পাইয়া তিনি সময়ে রোন নদীতে উপনীত হইতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহারা যুদ্ধের আয়োজনে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন।

খ্রীষ্টীয় শকের ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয় ৫৩৬ বৎসরে যে ব্যক্তিরা কন্সল হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম

কর্ণিলিয়স সিপিও, তিনি প্রথম পুনিক যুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসরের কন্সল যে লুসিয়স সিপিও তাঁহার পুত্র, এবং সিপিও বার্বেতসের পৌত্র যাঁহার তৃতীয় সামনিত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় শৌর্য্য কবরস্থ লিপিতে বর্ণিত হইয়া প্রসিদ্ধ আছে; দ্বিতীয় কন্সলের নাম তাইতস সেম্প্রোনিয়স লঙ্গস, বোধ হয় তিনি ৫০১ বৎসরের কন্সল সেম্প্রোনিয়স ব্লিসসের পুত্র। স্পেন ও সিসিলি একে২ এই দুই কন্সলের শাসনাধীন প্রদেশ হইবার কল্পনা ছিল, তাহাতে সিপিও দুই দল লিজিয়ন রোমান সৈন্য এবং ইতালিস্থ ১৫৬০০ সহকারি লোক লইয়া ষাইট খান জাহাজের সহিত স্পেনে যাত্রা করিতে মানস করেন, এবং সেম্প্রোনিয়স তদপেক্ষা অধিক সৈন্য ও ১৬০ জাহাজ সমভিব্যাহারে লিলিবিয়মে উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে সুযোগক্রমে আফ্রিকায় গমন করিতে স্থির করেন। দুই রোমান লিজিয়ন এবং ১১০০০ সহকারি লোক সমেত আর এক দল সিসাল্পিন গালে মান্লিয়স বল্সো নামক প্রিতরের শাসনে স্থাপিত হইল। গালেরা শীঘ্র অস্ত্রধারি হইয়া উঠিবে এমত আশঙ্কা করিয়া রোমানেরা দুই নূতন বসতি স্থাপনার্থে যে২ লোক সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাদিগকে পো নদী পারে প্লেসেন্সিয়া ও ক্রিমোনা নামে দুই বিশেষ গ্রাম অধিকার করিতে ত্বরায় পাঠাইল, তাহাতে প্রত্যেক জনপদে ছয়২ সহস্র লোক প্রেরিত হইল, এবং তাহারা ত্রিংশৎ দিবসের মধ্যে নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে ভূমি বিভাগের ভার তিন জন কর্ম্মকারি ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হইল, ঐ কর্ম্মকারিদের মধ্যে এক জন পূর্ব্বে কন্সল ছিলেন, তাঁহার নাম লিউটেসিয়স কাট্লস। রোমানেরা অনুমান করিয়াছিল যে এই দ্বাদশ সহস্র লোক প্রিতরের সৈন্যের সহিত মিলিত হইলে গাল জাতিকে শান্ত রাখিতে পারিবে।

এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে রোমানেরা স্পেন অঞ্চলের উপদ্রব অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া সেম্প্রোনিয়স কন্সল ও মান্লিয়স প্রিতরের পর সর্ব্বশেষে সিপিওর সৈন্য

সঞ্চয় করে, কিন্তু সিপিও রোম নগর হইতে প্রস্থান করিবার অগ্রেই তাহারা শুনিল যে বৈয়ানেরা ও ইন্‌সুব্রিয়েরা ঘোর অত্যাচার পূর্ব্বক প্লেসেন্‌সিয়া ও ক্রিমোনার নূতন বসতিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া মিউতিনাতে পলায়নপর করিয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত তিন কর্ম্মকারিদিগকে বাক্যালাপের ছলে ধরিয়া মান্‌লিয়স প্রেতরকেও পরাজিত করিয়াছে, তাহাতে মান্‌লিয়স সিসাল্‌পিন গালের নগরাশ্রিত হইয়াছেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। রোমানেরা এই সংবাদ শ্রবণে পঞ্চসহস্র সহকারি সমভিব্যাহারে সিপিওর এক লিজিয়ন সৈন্য আতিলিয়স সেরেনস নামক আর এক জন প্রেতরের শাসনে গাল দেশে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিল, সুতরাং যদবধি নূতন লোক সংগৃহীত হইয়া সৈন্য সম্পূর্ণ না হইল তদবধি সিপিওকে বিলম্ব করিতে হইল, ইহাতেই গ্রীষ্ম কাল অতীত প্রায় হইবার পূর্ব্বে তিনি যাত্রা করিতে পারেন নাই, শেষে রোন নদীর পূর্ব্ব শাখার অগ্রে বহর ও সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে হানিবল পিরেনিস পর্ব্বত পার হইয়াছে, তথাপি তাহার রোন নদী পার হওনে বাধা দিতে মানস করিলেন। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১১ পরিচ্ছেদ—হানিবলের যাত্রা।

ইতিমধ্যে হানিবল ৯০০০০ পদাতিক ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া নিউ কার্থেজ হইতে প্রস্থান করিয়া আইবেরস নদী পার হইলেন, সেই স্থান অবধি তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে২ গমন করিতে হইল, তিনি অবশেষে যেমন পিরেনিস হইতে রোন পর্য্যন্ত সহজে গমন করেন, ইচ্ছা করিলে সেই রূপ সহজে আইবেরস ও পিরেনিসের মধ্যবর্ত্তি দেশে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, কেননা স্পেনীয় প্রধান লোকদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া হৃদ্যতা দেখাইলেই তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিত, কিন্তু আইবেরস নদীর উত্তর অঞ্চলে কোন২ জাতি রোমানদের

মিত্র ছিল, এবং তটে রোডা ও এম্পোরি নামে দুই গ্রীক নগর মাসালিওটদের বসতি স্বরূপ ছিল, তাহারা রোমানদের পক্ষ, কেননা রোমানেরা তাহাদের জন্ম ভূমির মিত্র, অতএব এসকল দেশ পরাজয় না করিলে রোমানেরা সেই স্থলে ত্বরায় রণ সজ্জা করিয়া কার্থেজিনদের সমস্ত অধিকার আক্রমণ করিবে এই ভাবিয়া হানিবল সমুদয় দেশ পরাজয় করণার্থে সসৈন্যে উদ্যোগী হইয়া শীঘ্র মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন, পরন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক লোক নষ্ট হয়, কারণ বেষ্টন করণের বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় খরতর বেগে গমন করিয়া শত্রুদের দুর্গ হরণ করিলেন, পরে একাদশ সহস্র লোক সঙ্গে দিয়া ঐই নূতন পরাজিত দেশ রক্ষার্থে হানোকে নিযুক্ত করিলেন, এবং যাহারা অত্যুত্তম যুদ্ধ করিয়াছিল, বোধহয় তাহাদেরই মধ্যে আর একাদশ সহস্রকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়া সৈন্যের সংখ্যা আরও ন্যূন করিলেন, ঐ সকল লোককে গৃহে যাইতে অনুমতি দিবার তাৎপর্য্য এই যে সমস্ত সৈন্য তাহা দেখিয়া ঐ রূপ কৃতকার্য্য হইলে অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া শীঘ্র মহা যশের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পাইবে এই আশয়ে উৎসুক হয়। এই প্রকারে সৈন্য সংখ্যার হ্রাস হওয়াতে এবং পূর্ব্বোক্ত রণে অনেকে পঞ্চত্ব পাওয়াতে হানিবল কেবল ৫০০০০ পদাতিক ও ৯০০০ অশ্বারূঢ়ের সহিত গালদেশ প্রবেশ করিলেন।

পিরেনিজ হইতে রোন পর্য্যন্ত তাঁহার পথে কোন উৎপাত হয় নাই, এবং সে স্থলে তাঁহার জয় করণের মানসও ছিল না, আর প্রধান২ লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিক পাইয়া তাঁহাকে নির্বিঘ্নে যাইতে পথ দিয়াছিল, কিন্তু রোন নদীর বাম পার্শ্বস্থ গালীয় লোকেরা মাসালিওটদের পরামর্শে তাঁহার উপর উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহাতে তিনি যুদ্ধ না করিয়া রোন নদী পার হইতে পারিলেন না।

ইতমধ্যে সিপিও রোন নদীর পূর্ব্বমুখে উপস্থিত হইয়া সসৈন্যে পারে উঠিলেন, তিনি হানিবলের বিষয়ে কোন

যথার্থ ও স্পষ্ট সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, আর পাইসা হইতে রোন পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে আসিবার কালীন জাহাজের দোলনে তাঁহার লোকদের অত্যন্ত ব্যামোহ হইয়াছিল অতএব রণস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সৈন্যগণকে সতেজ করণার্থে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম দিতে বাসনা করিলেন। তাঁহার অনুমান ছিল যে হানিবলকে পিরেনিস হইতে পথে যুদ্ধ করিতে২ আসিতে হইবেক, সুতরাং আগমনে বিলম্ব হইবে, এবং রোন নদীতে তাহার ব্যাঘাত করিবার যথেষ্ট কাল নিঃসন্দেহে থাকিবে। অনন্তর তিনি মাসালিওটদেয় দাস কএক জন গালীয়ের সহিত ৩০০ অশ্বারূঢ় লোককে রোন নদীর বাম পারে উঠিয়া শত্রুর সন্ধান লইতে আজ্ঞা দিলেন। বোধ হয় তিনি নদীকে পশ্চাতে রাখিয়া গমন করিতে অসম্মত ছিলেন, একারণ দক্ষিণ পারে কোন চেষ্টা করিতে অথবা সন্ধান লওনার্থে লোক পাঠাইতে উদ্যোগ করিলেন না।

সিপিও কিয়দ্দিবস পরে আপনি ইতালিতে প্রত্যাগমন করিবার কালে স্পেনে নিজ সৈন্য প্রেরণ করণার্থে যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহাতে তিনি এমত বিচক্ষণ রূপে প্রশংসিত হইতে পারেন যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে তাঁহাকে শিথিল অথবা নিরুৎসাহ বলিয়া নিন্দা করিতে সাহস হয় না, তথাপি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে গালীয় লোকেরা যাবৎ হানিবলের রোন নদী পার হওনে বাধা দিতে অনর্থক চেষ্টিত ছিল তাবৎ তিনি নদীর প্রান্তে বৃথা বিলম্ব করেন। হানিবল রোমানদের অগোচরে যাত্রা করণার্থে সমুদ্রতীর হইতে যথাসাধ্য দূরে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, সুতরাং স্পেন হইতে রোমে আসিবার ইদানীন্তন পথ অবলম্বন করিয়া আবিঁগ্নন ও আর্লসের মধ্যস্থলে তারাস্কো গ্রামে নদী পার না হইয়া আরও দূরতর দেশে ডুরান্স নদীর সহিত সম্মিলন স্থানের অগ্রে এবং পোলিবিয়সের গণনানুসারে সমুদ্র কূল ও আইসিরির প্রায় মধ্যস্থলে পার হইলেন। তিনি সেখানে দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া তাহাদের সমস্ত

বাণিজ্যের নৌকা ও পোত প্রাপ্ত হইলেন, এবং এতদ্ব্যতীত আরো অনেক নৌকা নির্ম্মাণার্থে বৃহৎ২ কাষ্ঠ ছেদ করিতে অনুমতি পাইলেন, তাহাতে দুই দিনের মধ্যে সৈন্য পার করণের সমস্ত উপায় স্থির হইল। গালীয় লোকেরা পূর্ব্ব পারে তাঁহার আগমনের ব্যাঘাত করিতে সুসজ্জ থাকাতে তিনি এক দল সৈন্যকে স্পেনীয় পথদর্শকের সমভিব্যাহারে রাত্রিযোগে আরো একাদশ ক্রোশ দক্ষিণে প্রেরণ করিয়া সেই স্থলে শত্রুর বিঘ্ন বিরহে যে কোন প্রকারে পার হইতে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা পার হইবার কারণ নৌকা ও ভেলা নির্ম্মাণ করণার্থে নদীর পার্শ্বে যে বন ছিল তাহাতে অনেক কাষ্ঠ পাইল, এবং নদীর মধ্যস্থ চর দ্বারা যেখানে স্রোত বিভিন্ন হইয়াছিল সেই স্থানে পার হইয়া বামপার্শ্বে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইল, এবং পথের শ্রান্তি ও নদীপারের ক্লেশ নিবারণার্থে বোধ হয় ঐ স্থানের নিম্ন ভূমির মধ্যস্থ এক দুর্গম ও উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া এক দিন বিশ্রাম করিয়াছিল।

উক্ত সৈন্যদল শিবির হইতে প্রস্থান করিলে দুই দিবস পরে অর্থাৎ রোন নদী তীরে উপনীত হওনের পঞ্চম বাসরীয় প্রাতঃকালে হানিবল সমস্ত সৈন্য পার করিবার উদ্যোগ করিলেন। ঐ নদীর জল প্রবাহ স্বভাবতঃ বেগবান্ এবং গ্রীষ্ম কালে স্বল্প না হইয়া বরং উত্তাপ প্রযুক্ত আল্পস্ পর্ব্বতস্থ হিমানী দ্রবীভূত হওয়াতে আরো বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সে কালে দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যান্য নদীর স্রোত অল্প হইলেও রোন নদীতে জলের পূর্ণতা হেতুক ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহ বহিত, অতএব হানিবল বৃহৎ২ নৌকা বাম পার্শ্বে স্রোতের অগ্র ভাগে স্থাপন করিয়া তদ্ব্যবধানে প্রবাহের তেজ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া ক্ষুদ্র২ তরি সকল পশ্চাতে রাখিলেন। তাহাতে লঘুতর অস্ত্রধারি পদাতিক সৈন্যের শ্রেষ্ঠাংশ ক্ষুদ্র২ তরণীতে আরোহণ করিল, এবং অশ্বারূঢ়েরা বৃহত্তর নৌকাতে উঠিল, ও অনেকানেক অশ্ব সন্তরণ করত জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া আকর্ষিত হইতে লাগিল, ইহাতে এক২ জনে তিন চারি ঘোটকের

রশ্মি ধারণ করিয়াছিল। এই রূপে পার হওনের সকল আয়োজন সম্পন্ন হইলে গালেরা সম্মুখস্থ তীরে শিবির হইতে নির্গত হইয়া ভিন্ন২ দলে সমস্ত ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া মনে করিল যে জল হইতে শত্রুর উত্থান সহজে নিবারণ করিতে পারিবেক। পরে হানিবল সম্মুখস্থ কূলের অগ্রবর্ত্তি কিঞ্চিৎ দূরে ঐ অসভ্য লোকদের পশ্চাতে অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে এক ধূমের স্তম্ভ দেখিতে পাইলেন, তাহাতে নির্দ্ধারিত সঙ্কেতানুসারে বুঝিলেন যে তাঁহার অগ্রসর সৈন্যদল নিকটবর্ত্তি হইয়াছে, অতএব লোক সমূহকে তৎক্ষণাৎ নৌকারোহণ করিয়া যথাসাধ্য বেগে দাঁড় টানিতে আজ্ঞা দিলেন। জলপ্রবাহের অত্যন্ত তেজ থাকিলেও তাহারা সমস্ত শক্তিতে দণ্ডক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈর্হর্ষধ্বনিতে পরস্পরের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া পার হইতে লাগিল, এবং পশ্চাৎ ভাগের তীরস্থ মিত্রগণও ঐরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া তাহাদিগকে আরো উৎসুক করিতে চেষ্টা করিল, আর সম্মুখবর্ত্তি তীরে গালেরা রণরাগে গান করত স্পর্দ্ধার স্বর ও ভঙ্গিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল এমত সময়ে হঠাৎ ঐ অসভ্য জাতির পশ্চাৎ দিকে এক অগ্নি রাশি দৃষ্টি গোচর হওয়াতে তাহারা নদীতীর হইতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল, কিঞ্চিৎপরেই দেখাগেল নদীতীরের অগ্রে দীপ্তাস্ত্রধারি ও শুভ্রবস্ত্র পরিধায়ি আফ্রিকান ও স্পেনীয় সৈন্য বিশৃঙ্খলীভূত গালদের উপর উৎপতিত হইতেছে, অতএব হানিবল সৈন্যদলের সহিত নদী পার হইয়া কূলের উপর স্বয়ং অগ্রে লম্ফদিয়া পরে সৈন্যগণ উঠিবামাত্র তাহাদিগকে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া গালদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। গালেরা এই আকস্মিক আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া যুদ্ধ করণে অক্ষম হইল, সুতরাং মহাত্রাসে পলায়ন করিতে লাগিল। হানিবল মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না করিয়া আরো এক দল সৈন্য আনিতে নৌকা ও পোত অপর তীরে পাঠাইলেন, তাহাতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে হস্তি ব্যতিরিক্ত সমস্ত সৈন্য নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া রোন নদীর পূর্ব্বপার্শ্বে স্থাপিত হইল।

এক্ষণে হানিবলের শত্রু মধ্যে নদীর ব্যবধান রহিত হওয়াতে তিনি পরদিবস প্রত্যূষে এক দল নুমিদীয় অশ্বারূঢ় সেনাকে সিপিওর সৈন্য কত ও কোথায় আছে তাহার সন্ধান লইতে পাঠাইলেন, অনন্তর সিসাল্পিন গালীয় কএক প্রধান লোক সেই সময়ে আল্পস্ পর্ব্বত পার হইতে উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের নিকট সংবাদ শ্রবণার্থে নিজ সৈন্যগণকে একত্র করিলেন। অনুবাদ কারকেরা তাহাদের উক্তি আফ্রিকান ও স্পেনীয় লোকদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দিল, কিন্তু ঐ প্রধান লোকদের দর্শনেই সৈন্যগণের উৎসাহ জন্মিল, কেননা তাহারা বুঝিলেক যে সিসাল্পিন গালে যাত্রা করা অসাধ্য নহে, এবং দেখিলেক যে গালেরা প্রাচীন শত্রু রোমানদের প্রতিকূলে কার্থেজিনদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে এতদূর পর্য্যন্ত আগমনের ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। অপর অনুবাদ কারকেরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল যে গালীয় প্রধান লোকেরা সহজ পথ দিয়া ইতালিতে কুশলে লইয়া যাইবে, সে পথে খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নাই। এবং ইতালি দেশের ধনসম্পত্তির প্রসঙ্গেও অনেক কথা কহিল, ও গালেরা কি পর্য্যন্ত সাহায্য দিতে উৎসুক আছে তাহাও বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল। পরে হানিবল্ স্বয়ং আসিয়া সৈন্যগণের নিকট বক্তৃতা করিয়া কহিলেন যে রোন নদী পার হওয়াতেই তাহাদের কার্য্য প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, এবং গালীয় মিত্রেরা কি পর্য্যন্ত অনুকূল তাহা তাহাদের আপনাদের চক্ষু কর্ণের প্রত্যক্ষ হইল, অতএব অবশেষে তাহাদের এই মাত্র কর্ত্তব্য যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহার উপর ভারার্পণ করিয়া সকলে বশীভূত হইয়া আপনং কার্য্যে ত্বরা করে। সৈন্যগণ এই বক্তৃতা শুনিয়া করতালি ও হর্ষধ্বনি দ্বারা আপনাদের উদ্যম প্রকাশ করিলেক। অনন্তর তিনি কার্থেজ নগরীয় দেবতার নিকট ভজনা ও মাননাদি করিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহারা তাঁহার সৈন্যের কুশলে জাগরূক হইয়া কার্য্যারম্ভ কালে যেমত প্রসন্ন হইয়াছেন শেষ পর্য্যন্ত তদ্রূপ থাকিয়া কর্ম্ম সফল করেন। পরে

সৈন্যগণকে পর দিবস যাত্রা করণার্থে প্রস্তুত থাকিতে আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন।

হানিবল সৈন্যগণকে বিদায় করিবামাত্র যে২ নুমিদিয়ান অশ্বারূঢ় লোক সন্ধান লইতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কএক জন জয়কারি শক্রভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করত প্রাণ রক্ষার্থে শিবিরাভিমুখে দ্রুত আসিতে লাগিল। যাহারা গিয়াছিল তাহাদের অর্দ্ধেকও প্রত্যাগমন করিল না, সিপিওর প্রেরিত রোমীয় ও গালীয় অশ্বারূঢ়গণের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াতে ঘোরতর যুদ্ধান্তে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে দৃষ্ট হইল যে রোমীয় অশ্বারূঢ়েরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া আসিতেছে কিন্তু কার্থেজিনদের শিবির দেখিতে পাইয়া তাহারা নিজ সেনাপতিকে সংবাদ দিতে ফিরিয়া গেল। সিপিও এসমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নদীর বাম পার্শ্বে সসৈন্যে কার্থেজিনদের সহিত যুদ্ধোদ্দেশে গমন করিলেন, কিন্তু যে স্থলে তাহার অশ্বারূঢ় লোক কার্থেজিনদের শিবির দেখিয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কোন উদ্দেশ পাইলেন না, আর শুনিলেন যে তিন দিবস হইল হানিবল উত্তরাভিমুখ হইয়া নদীর বাম পার্শ্ব দিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে। সিপিও দেখিলেন যে শক্রর উদ্দেশে অগ্রসর হইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এবং যেখানে বন্ধু অথবা পথদর্শক বা কোন প্রকার উপায় না থাকে এমত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট দেশের মধ্যে প্রবেশ করাও পরামর্শ সিদ্ধ নহে, ফলতঃ সে দেশীয় লোক একে অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় বিদেশি সৈন্য দেখিলেই বিরক্ত হইত তাহাতে গাল বংশীয় হওয়াতে রোমানদের আরো বিশেষ প্রতিকূল হইবার সম্ভাবনা ছিল, অধিকন্তু যদিও এক্ষণে হানিবলের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া অসাধ্য তথাপি তিনি ইতালিতে পঁহুছিলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য নহে। হানিবল অনেক চক্র ঘুরিয়া ইতালিতে আসিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু রোন নদীর প্রান্ত হইতে একেবারে পাইসাতে আগমন করিলে সে

পথ বৃত্তজ্যার ন্যায় স্বল্পপরিমাণ হইবে। অপর সিসাল্‌পিন গালেতে রোমানদের এক দল সৈন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু বিপক্ষ লোকেরা যখন সেস্থানে পঁহুছিবে তখন আল্‌পস পর্ব্বত পার হওয়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিবে। সিপিও এই২ বিবেচনাতে রোন নদীতীরে পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া সৈন্য সকলকে জাহাজে আরোহণ করাইয়া আপন ভ্রাতা নিয়স সিপিওকে প্রতিনিধি রূপে সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া স্পেন দেশে সৈন্যের সহিত পাঠাইয়াদিলেন, আর আপনি নিজ জাহাজে আরোহণ করিয়া পাইসাতে পঁহুছিয়া ত্বরায় এপেনাইন পর্ব্বত পার হইয়া মান্‌লিয়স ও আতিলিয়স দুই প্রিতরের সৈন্যের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ঐ দুই প্রিতরের প্লাসেন্‌সিয়া ও ক্রিমোনার বসতি ব্যতিরিক্ত ২৫০০০ সংখ্যক সৈন্য সিসাল্‌পিন গালেতে প্রস্তুত ছিল।

সিপিও আপনার সৈন্য স্পেনে পাঠাইয়া প্রিতরদের সৈন্য লইয়া হনিবলের সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করেন, ইহাতে বোধ হয় তাঁহার সেনাপতিত্ব গুণ উৎকৃষ্ট রূপ ছিল, কেননা উত্তম সেনাপতিতে যেমত যুদ্ধ কৌশলের প্রয়োজন থাকে রাজশাসনের চতুরতা ও বিবেচনাও তদ্রূপ আবশ্যক। তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা যদিও পরে বিফল হয়, তথাপি তাহা যুদ্ধ কৌশলের মধ্যে দূষ্য নহে, আর রোমানদের পক্ষে স্পেন রক্ষা করা কেমন প্রয়োজনীয় ইহা দূরদৃষ্টি হইয়া বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে সিপিও যদ্যপি আরো দুঃসাহস প্রকাশ করিতেন তথাপি দূষ্য হইত না, কেননা কার্থেজিনেরা যদি স্পেন দেশে নিজ অধিকার ক্রমশ বিস্তার করিয়া তথাকার অসংখ্য ধন সম্পত্তি এবং লোকদিগকে আপনাদের ইচ্ছাধীন করিতে পারিত তবে ঐ দেশের লোক একে যাবদীয় অসভ্যগণের মধ্যে অতি পরাক্রান্ত ও ধীর তাহাতে হানিবল ও তাঁহার ভ্রাতা এই দুই অতুল্য যোদ্ধার শাসনে রণকৌশল শিখিয়া কার্থেজিনদের পক্ষ থাকিলে রোমানেরা যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। পব্লিয়স সিপিও আপনার সৈন্য এমত সময়ে স্পেনে না পাঠা-

ইয়া ইতালিতে লইয়া গেলে বোধ হয় পরে তাঁহার পুত্র জানা ক্ষেত্রের জয়ী হইতে পারিতেন না।

হানিবল অনুমান করিয়াছিলেন যে রোমানেরা যুদ্ধ দিতে তাঁহার উদ্দেশে আসিবে, অতএব উভয় দলের অশ্বারূঢ় মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র সংগ্রামের পরদিবস পদাতিক সৈন্য আরো অগ্রে পাঠাইলেন, আপনার নিকট অশ্বারূঢ় রাখিয়া হস্তি পার করণে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সপ্তত্রিংশৎ হস্তি ছিল, তাহারা স্বভাবতঃ জলে অত্যন্ত ভীত হওয়াতে পার করা অত্যন্ত কঠিন হইল, তথাচ পশ্চাল্লিখিত প্রকারে পার করিলেন। নদীতীরে ২০০ ফুট দীর্ঘ এমত বৃহৎ২ তক্তা বসাইয়া সাবধান পূর্ব্বক মৃত্তিকাতে আবৃত করিয়া তাহার অগ্রে ক্ষুদ্রতর তক্তা যুক্ত করিয়া রাখিলেন, সে তক্তাও মৃত্তিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া স্রোতের উপরদিয়া আকর্ষিত হওনার্থে রজ্জুদ্বারা বৃহত্তর নৌকার সহিত সংযুক্ত ছিল, দুই হস্তিনী অগ্রসর হইলে হস্তিরা মাহুত দ্বারা তক্তার উপর সহজে আনীত হইল, পরে ক্ষুদ্রতর তক্তার উপরিস্থ হইবামাত্র বৃহত্তর তক্তা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলে শীঘ্র জাহাজ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নদীর মধ্যে উপনীত হইল, তাহাতে কোন২ হস্তি ত্রাস প্রযুক্ত তক্তা হইতে লম্ফ দেওয়াতে তাহাদের মাহুত জলে মগ্ন হইল, কিন্তু হস্তি সকল জলের ঊর্দ্ধে শুণ্ড তুলিয়া অনেক ক্লেশে পারে আইল, এই রূপে সপ্তত্রিংশৎ হস্তী নির্বিঘ্নে নদী উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর হানিবল্ল অশ্বারূঢ় লোকদিগকে ডাকিয়া আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে হস্তিগণের সহিত পশ্চাৎ রাখিয়া রোন নদীর বাম পার্শ্ব দিয়া পদাতিক সৈন্যের নিকট প্রস্থান করিলেন।

চারি দিনের মধ্যে তাহারা যেস্থানে আইসিরি নদী প্রকৃত আল্পস হইতে নির্গত হইয়া প্রায় রোন নদীর স্রোতের ন্যায় পূর্ণ বেগে তাহার সহিত মিলিত হয় সেই স্থানে উপনীত হইল। তৎকালে ঐ নদীদ্বয় সংযোগের উপরিস্থ ক্ষেত্রে গালদেশীয় দুই ভ্রাতা স্বজাতির উপর আধিপত্য করণার্থে পর-

স্পর কলহ করিতে ছিল, তাহাতে জ্যেষ্ঠ কার্থেজিন সেনাপতির সাহায্য যাচ্ঞা করিল। হানিবল আনন্দচিত্তে সহায়তা করিয়া তাহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে প্রত্যুপকার স্বরূপে অনেক প্রকার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলেন। গালদেশাধিপতি কার্থেজিন সৈন্যকে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য এবং নূতন অস্ত্র ও বস্ত্র এবং পরে যাহাতে যুদ্ধ যাত্রায় বিশেষ উপকার দর্শে এমত পাদুকা উপঢৌকন স্বরূপে দান করিল, অপর স্বজাতিদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করণার্থে পর্ব্বতীয় দেশের সীমা পর্য্যন্ত তাহাদের সমভিব্যাহারে আগমন করিল।

পাঠকবর্গ আল্‌পস্ পর্ব্বতের অঞ্চল কেমন স্থান ও কিপ্রকারে বিভক্ত তাহা অবগত হইলে সহজে বুঝিবেন যে এস্থলে হানিবলের যাত্রার বিবরণে স্পষ্টতার অভাব আছে। কার্থেজিনেরা আইসিরি নদীর বামে কিম্বা দক্ষিণে কোন্ পার্শ্বে গমন করে তাহা নিশ্চয় করা যায় না, আর তাহারা রোন নদী তীর দিয়া কিয়ৎকাল গমন করত তদ্দ্বারা লিয়ন্‌স দেশে যে বৃহৎ কোণ অঙ্কিত হইয়াছে তথায় নদী হইতে দূরে যাইয়া লিয়ন্‌স হইতে চাম্বেরির বর্ত্তমান মার্গের কিঞ্চিৎ বামে পার্ব্বতীয় দেশে প্রবেশ করণের অব্যবহিত পূর্ব্বে পুনশ্চ ঐ নদীর নিকটস্থ হয় কি না ইহাও স্থির করা যায় না। এই অস্পষ্ট বিষয় এক্ষণে স্পষ্ট করা অসাধ্য, কেননা পোলিবিয়স ঐ দেশের বিভাগে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না, এবং তাঁহার এমত বর্ণনা শক্তিও ছিল না যে যুদ্ধযাত্রার রেখা স্পষ্ট করিয়া চিত্র করেন, যাহা হউক, বোধ হয় হানিবল আইসিরি পার হইয়া রোন নদী তীর দিয়াই গমন করেন, পরে দফিনির মাঠ পারে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন যাহাকে পোলিবিয়স আল্‌পস পর্ব্বতের প্রথম সানু কহেন এবং যাহা এক চূণময় গিরি শ্রেণীর উত্তর প্রান্তে আছে, এই গিরি শ্রেণী নিম্ন ক্ষেত্র হইতে একেবারে ৪০০০ কিম্বা ৫০০০ ফুট উন্নত হইয়া রোন নদী তটস্থ বেলি এবং গ্রিনোবলের পশ্চাৎ আইসিরি এ উভয়ের

মধ্যস্থল আচ্ছন্ন করিয়া লিয়নস্ দেশীয় পথিকের দৃষ্টিতে প্রথমতঃ আল্পস্ পর্ব্বতের বিশেষ শোভা প্রকাশ করে। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১২ পরিচ্ছেদ—আল্পসে যাত্রা।

পূর্ব্বোক্ত গালাধিপতি হানিবলের সমভিব্যাহারে নিম্ন ভূমিস্থ দেশের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় লইল, বোধ হয় আল্পস পর্ব্বতের তলে তাহার আধিপত্য ছিল না, পার্ব্বতীয় লোকেরা তাহার অনুরোধে পথিক লোককে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারি অধিকারের মধ্যে লুণ্ঠন ও উৎপাত করিত, সুতরাং হানিবলকে এক্ষণে আত্মবলের উপর নির্ভর রাখিয়া চলিতে হইল, তিনি দেখিলেন যে তথাকার লোকেরা তাঁহার বর্ত্ম রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং যে২ স্থানের তলে তাঁহার গন্তব্য পথ তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, যে২ নিম্ন ভূমি দিয়া পর্ব্বতের মধ্যভাগে যাইতে হয় তাহার উপর শৈলের নিতম্বে উক্ত স্থান সকল ছাদের ন্যায় স্থাপিত। কিন্তু এস্থলে পর্ব্বতের শ্রেণী অতি প্রশস্ত না হওয়াতে তথাকার লোকেরা কেবল দিবা ভাগে তলস্থ পথের রক্ষা করিয়া রাত্রিকালে পশ্চাতের নিম্ন ভূমিতে পর্ব্বতের মধ্যস্থ এক গ্রামে নিজগৃহে চলিয়া যাইত। হানিবল কোন২ গালীয় পথদর্শককে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ তলস্থ পথের অগ্রে তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন, এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে এক দল লঘুতর অস্ত্রধারি সৈন্য সমেত ঐ অপ্রশস্ত পথ দিয়া গিয়া উক্ত প্রস্থ অধিকার করিলেন, কেননা পার্ব্বতীয় লোকেরা প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে দিবসাবসানে তাহা ত্যাগ করিয়াছিল।

অনন্তর প্রভাত হইলে হানিবলের মূল সৈন্য শিবির হইতে নির্গত হইয়া ঐ সঙ্কীর্ণ মার্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, পার্ব্বতীয় লোকেরা আপনাদের উচ্চস্থান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া

প্রথমতঃ কোন বাধা না দিয়া স্থির হইয়া থাকিল, কিন্তু পরে যখন দেখিল যে কার্থেজিনদের সেনাগণ অপ্রশস্ত দীর্ঘ শ্রেণীতে পর্ব্বতের উচ্চ নিতম্ব দিয়া গমন করিতেছে, এবং অশ্বারূঢ়েরা ও দ্রব্যাদিবাহক পশুসমূহ ঐ দুর্গম পথে পদেং ক্লেশ পাইতেছে, তখন লুণ্ঠন করিবার লোভ আর সম্বরণ করিতে পারিল না, অতএব তাহারা ঐ পথের ঊর্দ্ধস্থ সানুর নানা দিক্ হইতে শত্রু সৈন্যের উপর উৎপতিত হইতে লাগিল, ইহাতে ভয়ঙ্কর গোল উপস্থিত হইল, কেননা ঐ পথ অতি সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ শ্রেণীভঙ্গ হইলেই দ্রব্যাদি বাহক পশু গুরুতর ভারাক্রান্ত হইয়া একেবারে নীচে পড়িত, আর ঘোটকগণ অসভ্য পার্ব্বতীয় লোকদের নিঃক্ষিপ্ত অস্ত্রের আঘাতে ব্যথিত ও ভীত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে দুর্ঘটনার বৃদ্ধি হইল। হানিবল ইহা দেখিয়া উচ্চস্থান হইতে ঐ কোলাহলের স্থল আক্রমণ করিয়া অসভ্য বিদ্রোহকারিদিগকে দূরীকৃত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা নিষ্কাসিত হইল বটে, কিন্তু এমত সঙ্কীর্ণ পথে এত অধিক লোকের বিরোধ হেতু ক্ষণেক কাল কোলাহলের বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তিনি স্বয়ং আবশ্যক বশতঃ নিজ দলস্থ অনেক লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। অসভ্য লোকেরা তাড়িত হইলে সমস্ত সৈন্য ঐ সঙ্কীর্ণ পথ কুশলে উত্তীর্ণ হইয়া এক প্রশস্ত ও নানা সম্পত্তি বিশিষ্ট নিম্ন ভূমিতে গিয়া বিশ্রাম করিল, সে স্থান বুর্জেট হ্রদ অবধি মন্মাইলান সমীপস্থ আইসিরি নদী পর্য্যন্ত সমভাবে বিস্তীর্ণ। পরে হানিবল পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতিদের দুর্গ স্বরূপ প্রধান গ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া সে স্থানে আপনারি অনেক লোক এবং অশ্ব ও দ্রব্যাদিবাহক পশু পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদ্দেশীয় অনেক শস্য ও পশু লুঠ করিয়া স্বীয় সৈন্যের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিলেন।

সম্প্রতি সরল ভূমিতে পঁহুছিয়া তথায় এক দিন বিশ্রাম করত পুনশ্চ যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, এবং আইসিরির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ উপত্যকাতে তিন দিবস পর্য্যন্ত অবাধে গমন করিলেন,

পরে সেখানকার লোকেরা সন্ধির চিহ্ন স্বরূপ শাখা পল্লবাদি হস্তে লইয়া ও মাল্যেতে শিরোভূষিত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং মিষ্টভাষি হইয়া প্রতিভূ দানে স্বীকার করত কহিল "আমরা কার্থেজিনদের কোন অনিষ্ট করণে ইচ্ছুক নহি, এবং তাহাদের নিকট অনিষ্ট পাইতেও বাঞ্ছা করি না"। যদিও তাহাদের এই কথাতে হানিবলের বিশ্বাস জন্মিল না, তথাপি তাহাদিগকে রুষ্ট করিলেন না, বরঞ্চ তাহাদের স্বীকৃত পণে সম্মতি প্রকাশ করিয়া প্রতিভূ এবং উপঢৌকন পশ্বাদি গ্রহণ করিলেন, ঐ ব্যক্তিরা পরে এমত বিশ্বাসির ন্যায় আচরণ করিল যে তিনি অবশেষে এক দুর্গম দেশের নিকটস্থ হইয়া তাহাদিগকে পথদর্শক রূপে স্বীকার করিলেন, কেননা আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের সমস্ত উপত্যকা ভূমি মধ্যবর্ত্তি গিরির যত নিকটবর্ত্তি ততই অল্প পরিসর, আর স্থানে২ স্রোতের এমত সন্নিহিত যে পূর্ব্বতন পথিক লোক মধ্যে২ উপত্যকা ভূমি ত্যাগ করিয়া সাধ্য মতে শৈলের উপর উঠিয়া নিম্ন স্থল কিঞ্চিৎ প্রশস্ত দেখিলে পুনশ্চ নীচে আসিয়া স্রোতের নিকট দিয়া গমন করিত, ফলতঃ এরূপ কৌশলে গমন না করিলে স্রোতের অতি নৈকট্য প্রযুক্ত যাত্রা করা অতি দুঃসাধ্য ও ভয়ঙ্কর হইত, কারণ ঐ সঙ্কীর্ণ পথ বেগবান্‌ স্রোতের উপর কোন২ স্থানে এমত অতট পাষাণে আচ্ছন্ন, যে সে পাষাণ একেবারে জল প্রবাহের উপর আসাতে মনুষ্য কিম্বা ছাগেরও চলিবার পথ থাকিত না।

বোধ হয় ঐ অসভ্য জাতিরা হানিবলকে উক্ত রূপ দুর্গম পথে প্রদক্ষিণ না করাইয়া মধ্য দিয়া যাইতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, পরে তাঁহার সৈন্য ঐ পথে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা অকারণে হঠাৎ তাঁহার উপর আক্রমণ করিল, এবং উপরিস্থ গিরির নিতম্ব দিয়া আসিয়া সেনাগণের উপর বৃহৎ২ শিলা গড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, এবং ক্ষুদ্র২ প্রস্তরও নিঃক্ষেপ করিল, কেননা ক্ষুদ্র প্রস্তর ও বৃহৎ শিলা এমত দুরবস্থ শত্রুর পক্ষে তুল্য রূপে সংহারক হয়। হানিবল ঐ অসভ্য লোকদের কথায় সম্পূর্ণ

বিশ্বাস না করিয়া পূর্ব্বে অশ্ব দ্রব্যাদি যে অগ্রসর করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে তাঁহার মঙ্গলের বিষয় হইল, কেননা পদাতিক সেনা লইয়া পশ্চাৎ যাত্রা করাতে কেবল তাহাদেরই উপর সমস্ত আক্রমণের ভার পড়িল, পদাতিকেরা এমত আক্রমণ সহ্য করিয়াও চলিতে পারিত কিন্তু অশ্বারূঢেরা সে প্রকার দুর্গতিতে পড়িলে নিতান্ত নিরুপায় হইত। পরে হানিবল কৌশলক্রমে পদাতিক সেনাগণকে লইয়া নিম্ন ভূমির উপরিস্থ এক গিরিকূট বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া তথায় রাত্রি প্রবাস-করিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার অশ্ব ও দ্রব্যাদি ধীরে২ বহুক্লেশে ঐ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। অসভ্য লোকেরা পুনশ্চ এই রূপে নিষ্কাসিত হওয়াতে সৈন্যের উপর আর সাধারণ উপদ্রব করে নাই, কেবল কোন২ অংশে মধ্যে২ উৎপাত করিয়া কতক দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, কিন্তু যেখানে২ হস্তী ছিল সেখানে সৈন্যের পথে কোন বিঘ্ন করিতে পারে নাই কেননা অসভ্য লোকেরা এমত প্রকাণ্ড পশু পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, একারণ হস্তি দেখিলেই মহা ত্রাসে দূরে থাকিত।

ইহার পর হানিবলের পথে আর কোন ব্যাঘাতের কথা লিখিত নাই, এক্ষণে তিনি দফিনি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নবম দিবসে আল্পসের মধ্যস্থিত গিরিকূটে উপনীত হইলেন, এ স্থলে সর্ব্বদাই কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমভূমি পাওয়া যায়, তাহার উপর উচ্চগিরির হিমযুক্ত শৃঙ্গ, গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানে অনেক প্রদেশে নবীন তৃণ বিস্তারিত থাকে ও রাখালদের কুটীর নানা পুষ্পে ভূষিত দেখাযায়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে সে স্থানের ঐ মত শোভা থাকে না, তখন কেবল হিমানীতে আচ্ছন্ন মরু ভূমির ন্যায় দেখা যায়, আর উত্তাপ কালে যে২ ক্ষুদ্র হ্রদ গিরি প্রস্থ সমূহের শোভা বৃদ্ধি করে, তাহাও সে সময়ে অত্যন্ত হিমাচ্ছন্ন ও হিমসংহত হয়, তাহাতে তাহাদের কোন লক্ষণ নয়ন গোচর হয় না, হানিবল অক্তোবর মাসের শেষাংশে আল্পস গিরি শিখরের উপরিস্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং হেমন্তের প্রথম হিমবর্ষণ হইয়া গিয়াছিল, তৎকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়

শকের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত জর্মণি দেশ অরণ্যময় থাকাতে পর্ব্বতের বায়ু এ কাল অপেক্ষা অতি শীতল হইত, তাহাতে সকল প্রস্থ সম্বৎসর ব্যাপিয়া হিমানীতে পূর্ণ থাকিত, সুতরাং কার্থেজিন সৈন্য ঐ স্থলে স্বচ্ছন্দে রহিল না, তথাপি পথিশ্রান্তি দূর করণার্থে দুই দিন গিরিকূটের উপর অবস্থিতি করিল, সেই অবসরে যে সকল লোক ও অশ্ব গবাদি পথ হারাইয়াছিল, তাহারা সৈন্য যাত্রার চিহ্ন দিয়া প্রত্যাগমন করিল। হানিবলের সৈন্যেরা এক্ষণে অত্যন্ত হিমার্ত্ত হইয়া নিরুৎসাহ হইতে লাগিল, এবং এখনও সম্মুখে উচ্চ২ পর্ব্বত থাকাতে শিখর হইতে নামিবার সময়েও অনেক আপদ ও দুঃখের সম্ভাবনা দেখিয়া সশঙ্ক হইল।

কিন্তু তাহাদের মহানুভব সেনাপতি এক্ষণে ইতালির প্রাচীরের উপর আপনার জয় দেখিয়া এবং সম্মুখস্থ স্রোতস্বতীকে সিসাল্পিন গালের ধনাঢ্য ক্ষেত্রে বহনশীল বোধ করিয়া সৈন্য সমূহকে আপনার ন্যায় উৎসাহান্বিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া নীচস্থ ভূমি দেখাইলেন, সে ভূমিতে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অবরোহণ করাযায় এমত ভাণ হইতে লাগিল, পরে তিনি কহিলেন, "ঐ উপত্যকা ভূমিই ইতালি, সে স্থল আমাদের গালীয় বন্ধুদের দেশ, আর ঐ দেখ রোম নগরে যাইবার পথ;" এই কহিয়া অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আকাশ মণ্ডলের সেই দিকেই অনিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে২ তাঁহার অনুমানে যেন দূরতার হ্রাস হইতে লাগিল, এবং অবশেষে তাঁহার এমত বোধ হইল যেন তিনি তাইবর পার হইয়া কাপিতল আক্রমণ করিতেছেন।

দুই দিবস বিশ্রামের পর হানিবল পর্ব্বত হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন, এস্থলে চমৎকারের বিষয় এই যে পার্ব্বতীয় লোকেরা কোন২ স্থানে সামান্য দস্যুবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন স্পষ্ট শত্রুতা করিল না, আর যদি তিনি দোরিয়া বল্টিয়ার উপত্যকা অবলম্বন করিয়া সালাসিয়ানদের দেশ দিয়া আসিয়া থাকেন তবে তাহা আরো চমৎকারের বিষয়, কেননা আল্পস

পর্ব্বতের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অতি দুর্দ্দান্ত দস্যু, বোধ হয় ইন্সুব্রিয়দের অনুরোধে তাহারা বিগ্রহ করণে কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইয়া থাকিবে, অথবা পূর্ব্ব চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে এক্ষণে কার্থেজিনদের বিচিত্র সৈন্য ও প্রকাণ্ড পশুকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভয় পাইয়াছিল, তথাপি দুর্গম পথ বশতঃ সেনা-গণের ক্লেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল, হিমরাশিতে পথ এমত আচ্ছন্ন ছিল যে কতক লোক তাহা হারাইয়া একেবারে নীচে পড়িতে লাগিল, অপর এক প্রদেশে দেখিল যে মধ্যস্থলে এক গণ্ডশৈল চ্যুত হওয়াতে তিন শত গজ পর্য্যন্ত পথ নাই, আর পর্ব্বতের নিতম্ব কেবল হিম ও ছিন্নভিন্ন পাষাণ সমূহেতে পূর্ণ আছে, এবং পথ প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করাও অসাধ্য কেননা উচ্চস্থান রাশীকৃত হিমানীতে আক্রান্ত, অতএব তাহার উপর আরোহণ করা বৃথা কল্পনামাত্র, সুতরাং সেনাগণের গম-নার্থ পথ শোধন বিনা উপায়ান্তর রহিল না, পরে তাহারা কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ এক গিরিকূট প্রাপ্ত হইয়া তথাকার হিমানী মুক্ত করিয়া যাবৎ পথবন্ধন কার্য্য হইতে লাগিল, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করিল। পথ বন্ধনকার্য্যে লোকের অভাব হইল না, প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল, এবং নীচে কঠিনতর প্রস্তরাদি বসাইয়া শীঘ্র পথ নি-র্ম্মাণ করিল, তাহাতে এক দিনের মধ্যেই অশ্ব ও দ্রব্যবাহক পশ্বাদির গমনযোগ্য বর্ত্ম প্রস্তুত হওয়াতে তাহারা ত্বরায় অগ্র-সর হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নীচস্থ ভূমিতে পঁহুছিয়া চারণ ক্ষেত্রে নীত হইল, কিন্তু হস্তি সকলের গমনার্থ বিস্তারিত ও দৃঢ়তর পথের আবশ্যক প্রযুক্ত কঠিনতর পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, একারণ তিন দিনের মধ্যে সে প্রকার পথ প্রস্তুত হইল না, ইতিমধ্যে ঐ সকল পশু আহার বিনা অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল, কারণ হিমানী ক্ষেত্রে শস্যাদির অভাব ছিল, এবং এমত বৃক্ষও ছিল না, যে তাহার পল্লব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, পরন্তু পরে তাহারাও নিরাপদে উত্তীর্ণ হইল, হানিবল অশ্ব ও দ্রব্যাদির নিকট শীঘ্র উপনীত হইয়া আর তিন দিনের মধ্যে

সমস্ত সৈন্য পর্ব্বতস্থ ভূমি হইতে পার করিয়া উত্তর ইতালির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাহাদের মিত্র ইন্‌সুব্রিয়দের দেশে প্রবেশ করিলেন। ইতি আর্ণলুড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১৩ পরিচ্ছেদ—তিসিনস ও ত্রিবিয়ার যুদ্ধ।

হানিবল ইতালিতে উপনীত হইলেও অনেক লোক ও অশ্ব বিনষ্ট হওয়াতে এবং অবশিষ্ট লোকেরা শ্রান্ত থাকাতে তাঁহার সৈন্য এমত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে ঐ কষ্টসাধ্য যাত্রা যেন অনর্থক বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার আপনার কথা প্রমাণ (সে কথায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই) আল্প্‌স্ পর্ব্বত হইতে কেবল ১২০০০ আফ্রিকান ও ৮০০০ স্পেনীয় পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য জীবদবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং পিরেনিস হইতে উত্তর ইতালিতে যাত্রা করণে তাঁহার ৩৩০০০ লোক নষ্ট হয়, এই ঘোরতর প্রাণি নাশে বোধ হয় পথি শ্রান্তি ও আল্‌পসের দুঃসহ হিমেতে তাঁহার সৈন্য গণ অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিল, কেননা ঐ ৩৩০০০ লোকের মধ্যে অর্দ্ধেকও যুদ্ধে পঞ্চত্ব পায় নাই। সেনাগণের এই রূপ দুর্গতি হওয়াতে কিয়ৎকাল বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, একারণ হানিবল ইন্সুব্রিয়ানদের দেশে কএক দিবস অবস্থিতি করিলেন, তাহাতে সৈন্যেরা সুখস্পর্শ বায়ু সেবন এবং গালীয়দের দত্ত যথেষ্ট সুখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া শরীরের পুষ্টি ও মনের উৎসাহ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তিনি প্রথমতঃ টরিনিয়ান নামে এক লিগুরি জাতির প্রতিকূলে রণসজ্জা করিলেন, কেননা তাহারা ইন্সুব্রিয়ানদের নিত্য শত্রু হওয়াতে তিনি আহ্বান করিলেও তাঁহার পক্ষ হয় নাই, অতএব তাহাদের প্রধান নগরী আক্রমণ পূর্ব্বক হরণ করিয়া নগর রক্ষক সমস্ত সৈন্যকে রণশায়ী করিলেন। নিকটবর্ত্তি অন্যান্য লোকেরা লিগুরিদের এই

দুর্গতি দেখিয়া ভয়াকুল হওত স্বয়ং তাঁহার শরণাগত হইল, এইরূপে ইতালিতে তাঁহার প্রথম বলবৃদ্ধি হয়। তাঁহার মনে এমত আশ্বাস জন্মিল যে রোমানদের মিত্রদিগকে আপনার দলস্থ করিবার শুভারম্ভ হইল, এবং তাহাদের অন্যান্য সহকারিদিগকেও এই রূপে স্ববশে আনিয়া ইতালিয়ানদের খড়্গ দ্বারাই ইতালি জয় করিতে পারিবেন।

সিপিও ইতিমধ্যে পাইসাতে উপনীত হইয়া আপেনাইন পর্ব্বত পারে প্রিতরদের সেনার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং প্রিতরদিগকে রোমে পাঠাইয়া গালদের মধ্যে কোন সাধারণ বিদ্রোহ নিবারণার্থে অত্যন্ত ত্বরায় পো নদী পার হইয়া বাম তীরে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। হানিবল তদ্বিপরীতে গালদেশে রোমানদের প্রতিকূলে উপপ্লব উঠাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইলেন, তিনি জানিতেন যে গালেরা কেবল রোমানদের ভয়ে কার্থেজিনদের পক্ষে অস্ত্রধারি হইতে পারে নাই, আর রোমানেরা একবার পরাজিত হইলেই তাহারা তাঁহার সহিত মিলিবে, অতএব তিনি পো নদীকে দক্ষিণে রাখিয়া বাম তীর দিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। সিপিও তিসিনস নদীর উপর সেতু বন্ধন করিয়া এক্ষণে যাহাকে সার্দিনিয়ার রাজ্য কহে সেই দেশে প্রবেশ করিয়া পো নদী বামে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দক্ষিণে নদীর বাঁক থাকাতে সম্প্রতি আর নদীর নিকটে থাকিতে পারিলেন না।

হানিবল ও সিপিও উভয়েই জানিতেন যে পরস্পরের শত্রু নিকটস্থ হইয়াছে, অতএব দুই জনেই মূলসৈন্যকে পশ্চাৎ রাখিয়া অশ্বারূঢ় ও লঘুতর অস্ত্রধারি বলের সহিত অগ্রসর হওত পরস্পরের সৈন্য সংখ্যাদির বিষয়ে সন্ধান লইতে লাগিলেন। হানিবল ও রোমানদের মধ্যে ইতালীয় প্রথম যুদ্ধ এই প্রকারে অকস্মাৎ ঘটিল, এই যুদ্ধই তিসিনসের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহার বর্ণনাতে কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষ মাত্র আছে। যৎকালীন রোমানেরা হানিবল্লের অশ্বারূঢ়

গণের সহিত সংমুখ সংগ্রাম করিতে ছিল, সেই সময় হানিবলের দলস্থ নুমিদিয়ানেরা এক্ষণে বহুতর অশ্বারূঢ়গণের প্রকৃত আনুকূল্য পাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ ও পার্শ্বে আক্রমণ করত, রোন নদীতীরে পূর্ব্বে যে পরাস্ত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট পরিশোধ লইল। রোমানেরা পরাজিত হইল, তাহাদের কন্সল স্বয়ং ঘোরতর আঘাত পাইয়া কেবল এক লিগুরি দাসের সাহস ও সৌজন্য হেতুক প্রাণে রক্ষা পাইলেন, পরে রোমানেরা দেখিল যে উপযুক্ত অশ্বারূঢ়ের অভাবে এমত প্রশস্ত ও ব্যবধান রহিত দেশে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর, অতএব শীঘ্র পলায়ন করত তিসিনস পুনশ্চ পার হইয়া সেতু ভগ্ন করিল, কিন্তু তাহাতে এমত ত্বরা করিয়াছিল, যে তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তি ৬০০ লোক দক্ষিণ পারে থাকাতে শত্রু হস্তে পড়িল। অনন্তর রোমানেরা পো নদীও পার হইয়া আপনাদের প্লেসেন্সিয়া গ্রামের প্রাচীর মধ্যে স্থাপিত হইল।

হানিবল্ তিসিনস নদীর সেতু ভগ্ন দেখিয়া পুনশ্চ পো নদীর বাম পারে অগ্রসর হইয়া পার হওনের সুযোগ স্থানে নৌকাদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সসৈন্যে স্বচ্ছন্দে পার হইলেন, তাঁহার প্রত্যাশানুসারে দক্ষিণ তীরস্থ গালেরা তৎক্ষণাৎ হৃদ্যতা দেখাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। হানিবল এই রূপে নদীতীর দিয়া ফিরিয়া আগমন করত দ্বিতীয় দিবসে রোমান সৈন্যের সাক্ষাৎ পাইয়া পর দিবস যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রোমানেরা রণ সজ্জায় নির্গত না হওয়াতে তিনি শত্রু হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে প্লেসেন্সিয়ার পূর্ব্বদিকে শিবির করিয়া সৈন্য স্থাপন করিলেন, আর তদ্দ্বারা আরিমিনম ও রোমের সহিত বিপক্ষদলের অব্যবহিত সংশ্রব নষ্ট করিলেন।

হানিবল ইতালিতে পঁহুছিয়াছেন ইহার প্রথম সংবাদেই সেনেটরেরা সেম্প্রোনিয়সকে, সিসিলি হইতে ত্বরায় আসিয়া তাঁহার সহকারি কন্সলের আনুকূল্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সিসিলীয় যুদ্ধের প্রথম গ্রীষ্ম কালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, কার্থেজিন রাজ্য শাসনকর্ত্তারা হানিবলের

উৎসাহে এমত উৎসুক হইয়াছিলেন যে সর্ব্বত্রই অগ্রসর হইয়া রণ করিতে উদ্যত ছিলেন, তাহাতে সেম্প্রোনিয়সের আগমনের পূর্ব্বেই ইমিলিয়স প্রিতরকে লিলিবিয়ম রক্ষার্থে শত্রুর সহিত সমুদ্রে একবার যুদ্ধ করিতে হয়। তিনি সে যুদ্ধে কার্থেজিনদিগকে পরাস্ত করিয়া স্থলে তাহাদের উত্থান যদিও নিবারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা সমুদ্র ত্যাগ করিয়া যায় নাই, যাবৎ সেম্প্রোনিয়স সমস্ত সৈন্য লইয়া মেলিটা উপদ্বীপ জয় করণার্থে চেষ্টিত ছিলেন কার্থেজিনেরা তাবৎ কাল সিসিলির উত্তরে সমুদ্রে ভ্রমণ করত মধ্যে২ ইতালির কূলেও উঠিত, সেম্প্রোনিয়স লিলিবিয়মে পুনরাগমন কালে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে ছিলেন এমত সময়ে ইতালিতে আসিয়া সহকারি কন্‌সলের সহিত মিলিবার আজ্ঞা পাইলেন। অতএব তাঁহার বহরের কিয়দংশ সিসিলিতে প্রিতরের শাসনে স্থাপন করিয়া কিয়দংশ লুকেনিয়া ও কাম্পেনিয়ার কূল রক্ষার্থ তাঁহার প্রতিনিধি পম্পোনিয়সের সহিত রাখিয়া আগমন করিলেন, অনন্তর আদ্রিয়াতিক সমুদ্রে হেমন্ত কালে জলপথে অনেক আপদ ও বিলম্ব হওনের সম্ভাবনা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে সৈন্যেরা লিলিবিয়ম হইতে মেসানা পর্য্যন্ত স্থল পথে যাত্রা করিবে এবং পার হইয়া ইতালির মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবে, তাঁহার সৈন্য দলস্থ লোকেরাও নিয়মিত দিবসে আরিমিনমে উপস্থিত হইতে শপথ করিল। কথিত আছে তাহারা চল্লিশ দিনের মধ্যে এই দূর যাত্রা শেষ করিয়া আরিমিনম হইতে শীঘ্র রণস্থলে আসিয়া সিপিওর সৈন্যের সহিত মিলিত হয়।

সেম্প্রোনিয়স আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সহকারি কন্সল এক্ষণে পূর্ব্ববৎ প্লেসেন্‌সিয়া ও পোর নিকটে নাই, উক্ত বৃহৎ মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে ও নদীর তিন ক্রোশ অন্তরে ক্ষুদ্র২ পর্ব্বতের সমীপে গিয়াছেন। অপর হানিবলের সৈন্য পূর্ব্বদিকে থাকাতে রোমান কন্সল পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়া প্লেসেন্‌সিয়ার বসতি সকলকে আপনাদের শক্তিতেই সমর্পণ পূর্ব্বক ত্রিবিয়া নদী

পার হইয়া বামপার্শ্বে আপিনাইন পর্ব্বতের শেষ শিখর হইতে স্রোতের নির্গম স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। বোধ হয় পো নদীর দক্ষিণ কূলে প্লেসেন্‌সিয়ার অগ্রভাগে রোমানদের কএক ভাণ্ডার ছিল, কন্সল সেই ভাণ্ডারের উপর খাদ্যাদির জন্যে নির্ভর রাখিতেন, নদীকূলস্থ গালেরা ভাণ্ডারের কিয়দ্দূরে তাঁহার সৈন্যগণকে উপস্থিত দেখিয়া উপদ্রব করণে ক্ষান্ত হয় এবং হানিবলের আনুকূল্য করে নাই। পরে রোমানেরা ত্রিবিয়ার পশ্চাৎগমন করিলে হানিবল তাহাদের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আড়াই ক্রোশ দূরে তাহাদের এবং প্লেসেন্‌সিয়ার মধ্যস্থলে শিবির স্থাপন করিলেন, তাঁহার পরাক্রান্ত অশ্বারূঢ়েরা চতুর্দ্দিকে তাঁহার যাতায়াতের পথ মুক্ত রাখিল, এবং যে সকল গালেরা রোমান সৈন্যগণের ও নগর রক্ষকদের শাসনে ভীত হয় নাই, তাহারা তাঁহার নিমিত্তে যথেষ্ট খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেম্প্রোনিয়স কি প্রকারে হানিবলের নিকট বাধা না পাইয়া সহকারির সহিত একত্র হইলেন, তদ্‌বৃত্তান্ত কোন গ্রন্থ কারকের পুস্তকে দেখা যায় না, আরিমিনম হইতে প্লেসেন্‌সিয়া যাইবার পথে পর্ব্বত মাত্র নাই, আর নুমিদিয়ান অশ্বারূঢ়েরা এমত মহৎ সৈন্যের আগমন সংবাদ অবশ্য তাঁহাকে শীঘ্রই দিয়া থাকিবে, তাহাতে পথে ব্যাঘাত করিবার যথেষ্ট সময় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সিদ্ধি কখন২ তুচ্ছ ঘটনা বশতঃ হয়, অতএব লিখিত বর্ণনার অভাবে তদ্বিষয়ে অনুমান কল্পনা অনর্থক। পরন্তু এই২ ঘটনা সকলের নিশ্চয় আছে যে উভয় কন্সলের সৈন্য ত্রিবিয়া নদীর বাম পার্শ্বে সিপিওর নির্দ্দিষ্ট স্থলে একত্র হইয়াছিল, আর সেই সংহত সৈন্যের সংখ্যা ৪০০০০, এবং হানিবলের সৈন্য ইতালিতে পঁহুছিয়া গালজাতির সহিত মিলিয়া এমত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শত্রুদিগের সহিত প্রায় সমান হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দুই কন্সলের মধ্যে কাহারও সহিত পৃথক২ যুদ্ধ করিতে কোনক্রমে ভয় করেন নাই, বরং উভয় পক্ষীয় সৈন্যের সহিত একত্র যুদ্ধ নিষ্পত্তি করণই তাঁহার বাসনা ছিল।

অপর তিনি আহারাদির জন্যে গালজাতির উপর যে নির্ভর রাখিয়াছিলেন,সে ভার আর অধিক কাল তাহাদের উপর দিতে অনিচ্ছুক হইলেন, তাহাদের প্রত্যাশা ছিল যে তাঁহার শাসনে যাত্রা করিয়া শত্রুর দেশ লুণ্ঠন পূর্ব্বক দিনপাত করিবেক, কিন্তু আপনাদের ব্যয়ে তাঁহার পোষণ করিবে এমত অনুমান করে নাই, অতএব রোমানদিগকে রণে প্রবৃত্ত করণার্থে হানিবল তাহাদের ভাণ্ডার আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অপর ক্লাষ্টিডিয়ম অর্থাৎ এক্ষণে যাহাকে কাষ্টিগিও কহে, এই নামে পো নদীর দক্ষিণ কূলে তিসিনসের মুখের প্রায় সম্মুখস্থ এক ক্ষুদ্র নগর ছিল, তাহা অবিশ্বাসি রক্ষককর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল, তিনি সেখানে অনেক শস্য প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেম্প্রোনিয়স সংগ্রামে কোন ভয় না করিয়া মহাবল পরাক্রম হানিবলকে জয় করণের যশঃ অভিলাষ করিতে লাগিলেন, আর সিপিও ক্ষত প্রযুক্ত এখনও অক্ষম থাকাতে সমস্ত রোমান সৈন্যের অধ্যক্ষতা তাহার হস্তে আইল, অধিকন্তু ত্রিবিয়া ও প্লেসেন্‌সিয়ার মধ্যস্থলবাসি গালেরা কোন্ পক্ষে যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারাতে হানিবলের অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহাদের উপর লুঠ করিয়াছিল এজন্য তাহারাও আত্ম রক্ষার নিমিত্তে কন্সলদের নিকট প্রার্থনা করিল, সেম্প্রোনিয়স মনে করিলেন যে এক্ষণে রোমানদের কোন অনুকূল জাতির উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব ঐ লুণ্ঠনকারিদিগকে নিষ্কাসিত করণার্থে অশ্বারূঢ় ও লঘুশস্ত্রধারি সৈন্যকে ত্রিবিয়া পারে পাঠাইলেন, এই ক্ষুদ্র সংগ্রামে রোমানদের কিঞ্চিৎ জয় হওয়াতে তিনি সাধারণ যুদ্ধার্থে আরো ব্যগ্র হইলেন।

হানিবলের যুদ্ধকৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে তিনি রোমান যোদ্ধা হইয়া যে ঐ রূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারেনা, কিন্তু যে প্রকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাতে বিবেচনা মাত্র করেন নাই আর ঐ কর্ম্ম ক্ষমতাপন্ন সেনাপতির উপযুক্তও নহে, তিনি হানিবলের লঘুতর অশ্বারূঢ়ের আক্রমণে মুগ্ধ হইয়া

তাহাদের আপনাদের স্থলে যুদ্ধ দিতে অগ্রসর হয়েন। নুমিদিয়ানেরা অতি প্রত্যূষে নদীপার হইয়া রোমান শিবির পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে কন্‌সল প্রথমতঃ অশ্বারূঢ় পরে লঘু শস্ত্রধারি লোককে তাহাদের নিরাকরণার্থে প্রেরণ করেন, অনন্তর নুমিদিয়ানেরা ফিরিয়া নদী পার হইয়া পলায়নপর হইলে তিনি প্রকৃত পদাতিক সৈনগণকে শিবির হইতে নির্গত করিয়া সমস্ত সেনাকে নদী পার হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

তখন ঘোর হেমন্তকাল, আর যদিও ত্রিবিয়া নদীর তল ক্ষুদ্র২ শিলাময় হওয়াতে গ্রীষ্ম কালে প্রায় শুষ্ক পাদুকার সহিত পদব্রজে পার হওয়া সাধ্য হয় তথাপি সে সময়ে বেগবান্ স্রোতে পূর্ণ থাকাতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত জল ছিল। অপর রাত্রিতে ঘোরতর বৃষ্টি কিম্বা হিমানীর বর্ষণ হওয়াতে প্রাতঃকালে শীত ও হিমের আধিক্য প্রযুক্ত তুষার পাতের সম্ভাবনা ছিল, তথাপি সেম্প্রোনিয়স সেনাগণের কিঞ্চিৎ আহার করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে নদীর মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহারা ক্ষুধাতে ও শীতেতে ও আর্দ্রতাতে ক্লিষ্ট হইলেও তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। ইতিমধ্যে হানিবলের সৈন্য তাম্বুমধ্যে সুখে ভোজন করিয়া শরীরে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক অগ্নি উত্তাপ লইতে২ অস্ত্র সজ্জা করিয়াছিল। পরে শত্রুরা ত্রিবিয়া পার হইয়া ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে, এমত সময়ে কার্থেজিনেরা যুদ্ধ দিতে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত ব্যূহ রচনা করিল। তাহাদের শ্রেণীবন্ধন সহজেই হইল, গালীয় এবং স্পেনীয় ও আফ্রিকান গুরুতর অস্ত্রধারি বিংশতি সহস্র সেনা এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল, এবং ১০০০০ অশ্বারূঢ় সেনা হস্তি সমেত দুই পার্শ্বে স্থাপিত হইল, এবং লঘুতর শস্ত্রধারি পদাতিক ও বালিরিয়ান শিকাধারিরা সমস্ত সৈন্যের অগ্রে রহিল, হানিবলের এই মাত্র বল প্রকাশ্যভাবে ছিল, কিন্তু ত্রিবিয়ার সন্নিধানে এবং অগ্রসর রোমান লিজিয়নদের পশ্চাতে অশ্বারূঢ় ও পদা-

তিক দুই সহস্র বাছা লোক এক ক্ষুদ্র স্রোতের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহাদিগকে রাত্রি কালে আপনার অনুজ মেগোর শাসনে সেই গোপন স্থানে রাখিয়াছিলেন, রোমানেরা সেই গুপ্ত দলের কোন আশঙ্কা না করিয়া অগ্রসর হইল, এবং রণ-স্থলে উপস্থিত হইয়া লিজিয়নদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিল, সহকারি পদাতিকগণকে রীত্যনুসারে পার্শ্বে রাখিয়া অশ্বারূঢ় চারি সহস্রকে সমস্ত শ্রেণীর প্রান্তে রাখিল কেননা তাহারা হানিবলের বহুসংখ্যক অশ্বারূঢ়ের সহিত সংগ্রামে সমর্থ ছিল না।

রোমানদের লঘুশস্ত্রধারি পদাতিকেরা প্রাতঃকালাবধি যুদ্ধ করাতে তাহাদের অর্দ্ধেক বাণ ও প্রাস নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অতএব তাহারা শীঘ্র তাড়িত হইয়া শক্তুধারি দলের নিকট পলাইয়া শ্রেণীর মধ্যস্থল দিয়া পশ্চাতে ধাবমান হইল, এবং অশ্বারূঢ়েরা উভয় পার্শ্বে হানিবলের অশ্ব ও হস্তি দ্বারা শীঘ্র পরাস্ত হইল। কিন্তু পরে গুরুশস্ত্রধারি বহুসংখ্যক পদাতিক আক্রমণ ও নিরাকরণ উভয় কার্য্যার্থে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুর সহিত নিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করাতে রোমান সেনাপতির আশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কেননা রোমান সেনাগণ অনাহারে ও হিমেতে ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধবীরের সমস্ত গুণ উৎকর্ষ ভাবে ছিল, তাহাতে তাহারা উত্তম রূপে সংগ্রাম করিতে লাগিল।

এনত সময়ে এক খরতর শব্দ কর্ণগোচর হইল, মেগো তাহার অত্যুত্তম সৈন্যদলের সহিত গোপনীয় স্থান হইতে বহির্গত হইয়া রোমানদের পার্ষ্ণি ভাগে ঘোরতর আক্রমণ করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে হস্তিগণের দ্বারা রোমান পদাতিকদের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীভঙ্গ হওয়াতে তাহারা শত্রুপক্ষীয় লঘু শস্ত্রধারি পদাতিকের বাণবৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ত্রিবিয়া নদীর দিকে পলাইল। মধ্যস্থিত লিজিয়নেরা আপনাদিগকে পার্ষ্ণিভাগে আক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে অগ্রসর হইয়া শত্রুশ্রেণীর মধ্য দিয়া বল দ্বারা পথ করত মহাবেগে গমন

করিয়া রণক্ষেত্র হইতে সরল মার্গে প্লেসেন্‌সিয়াতে প্রস্থান করিল। কিন্তু যাহারা নদীর দিকে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা নদীকূলে উপনীত হওন পর্য্যন্ত অবিরত বিনষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং তাহাতে অসংখ্য লোকের পঞ্চত্ব হইল। কার্থেজিনেরা ত্রিবিয়াতীরে আসিয়া শত্রুর উদ্দেশে আর অগ্রসর হইল না, কেননা তখন অত্যন্ত শীত হইয়াছিল, সে শীত হস্তিগণের এমত দুঃসহ যে প্রায় সকল হস্তী নষ্ট হইয়াছিল, এবং অশ্ব ও মনুষ্যের মধ্যেও অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়াছিল, সুতরাং রোমান সৈন্যের অবশিষ্টাংশ নির্বিঘ্নে শিবিরে উপস্থিত হইল। পরে রাত্রি হইলে সিপিও তাহাদিগকে পুনশ্চ পার করিয়া শত্রুর অগোচরে গমন করত প্লেসেন্‌সিয়ার প্রাচীরের মধ্যে পঁহুছিয়া সহকারি কন্সলের সহিত সেই স্থান আশ্রয় করিলেন।

এই রূপে ইতালির মধ্যে হানিবলের প্রথম বৎসরীয় যুদ্ধের সমাপন হইল। রোমানেরা পরাস্ত হইয়া পো নদীর নিকট আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষার প্রত্যাশা ত্যাগ করিল, এবং দুই জন কন্সল দুই দিকে সসৈন্যে গমন করিলেন, অর্থাৎ সিপিও আরিমিনমে ও সেম্প্রোনিয়স আপিনাইন পারে ইক্রুরিয়াতে প্রস্থান করিলেন, সুতরাং সিসাল্‌পিন গালের মধ্যে হানিবলের আধিপত্য বৃদ্ধি হইল, কিন্তু অসময় প্রযুক্ত তিনি প্লেসেন্‌সিয়া ও ক্রিমোনা আক্রমণ করিতে পারিলেন না, এবং গালীয় লোকদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল যে তাহাদের দেশকে পুনর্ব্বার রণস্থল করা পরামর্শসিদ্ধ নহে, তাহারা তাঁহার সৈন্য পোষণের ভার এমত অসহিষ্ণু রূপে বহন করিতেছিল যে তিনি তজ্জন্য ঘোর হেমন্তের সময়েও আপেনাইন পার হইয়া ইক্রুরিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও উপত্যকার মধ্যে অত্যন্ত প্রচণ্ড শীতল বায়ুর বহন হেতু মনুষ্য কিম্বা পশু কেহই অগ্রসর হইতে পারে নাই, অতএব শীতকালে তাঁহাকে গালদেশেই অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গালজাতিরা স্বভাবতঃ চঞ্চল ও

অবিশ্বাসি, একারণ তাঁহার আপন প্রাণ রক্ষার্থে শঙ্কা হইতে লাগিল, তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল যে কোন গালীয় লোক দেশীয় উপপ্লবের কারণ রোমানদের নিকট মার্জ্জনা পাইবার প্রত্যাশায় গোপনে তাঁহাকে বধ করিতে পারে, এই আশঙ্কা হেতুক তিনি নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে লাগিলেন, এবং কৃত্রিম কেশ ধারণ করিয়া কখন বা বয়ঃপ্রাপ্ত সতেজ পুরুষের ন্যায় কখন বা শুভ্রকেশি বৃদ্ধের ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যদি কএক উদ্ভট কথা প্রমাণ অন্যান্য মহৎ লোকের ন্যায় তাঁহার রসিকতা সত্য হয় তবে আত্ম ছদ্ম বেশে লোকের ভ্রম দেখিয়া আবশ্যক বশত চতুরতা পূর্ব্বক যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক বার অবশ্য আমোদিত হইয়া থাকিবেন। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১৪ পরিচ্ছেদ—থ্রাসিমিনীর যুদ্ধ।

রোম নগরে ত্রিবিয়া যুদ্ধের সংবাদ পঁহুছিবা মাত্র কিপ্রকার ব্যাপার হইতে লাগিল তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইলে এস্থলে আমাদের মনস্তুষ্টি হইবে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে কডিয়মে যে দুর্গতি হইয়াছিল, তাহার পর কুত্রাপি দুই কন্সলীয় সৈন্য একত্র পরাজিত হয় নাই, সুতরাং উক্ত সংবাদ রোমানদের অত্যন্ত চমৎকার ও বিষাদ জনক হইয়া থাকিবে। কথিত আছে সেম্প্রোনিয়স লোকদের সভা করণার্থে রোমে প্রত্যাগমন করাতে সকলে এমত এক জন লোককে কন্সল পদে নিযুক্ত করিতে স্থির করিল যিনি কুলীন বর্গের অপ্রিয় হইলেও উপস্থিত রণক্ষেত্রেই অনেকবার জয় প্রাপ্ত হইয়া মহা যশস্বী হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহারা ফ্লেমিনিয়সকে দ্বিতীয়বার কন্সল পদে নিযুক্ত করিল, আর সর্বিলিয়স জেমিনস নামে প্রাচীন পেতৃসিয়ান গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন এবং কুলীন বর্গের প্রিয়পাত্র অন্য এক জনকে তাহার সহকারি করিল, এ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পূর্ব্বে

শুনা যায় নাই। কুলীনবর্গেরা ফ্লেমিনিয়সের ঐ পদ প্রাপ্তিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং অনেক দুর্লক্ষণের কথা প্রচার হওয়াতে ফ্লেমিনিয়স অনুমান করিলেন যে দেশ মধ্যে সিবিলীন নামক ধর্ম্ম গ্রন্থের আলোচনানন্তর দেবতাদিগকে প্রসন্ন করণার্থ স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়ার বিধান হইবে, অতএব বিপক্ষগণ হইতে তাঁহার কন্সলত্ব প্রাপ্তির খণ্ডন এবং সেনাপতিত্বে বঞ্চিত হওন আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং ত্বরায় রোমনগর ত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়া সহকারি কন্সল যাগ যজ্ঞ সমাপন ও সৈন্য সঞ্চয় নিমিত্ত বিলম্ব করিলেও কন্সলীয় কার্য্যারম্ভ কালের পূর্ব্বেই ১৫ মার্চে রোম হইতে প্রস্থান করিয়া ভাণ্ডার স্থাপনার্থে ও সৈন্যের পরীক্ষার্থে আরিমিনমে উপস্থিত হইয়া কন্সলত্ব পদ গ্রহণ করিলেন। কুলীন বর্গেরা ইহা দেখিয়াও এমত সময়ে গৃহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিতে অসম্মত হইয়া ফ্লেমিনিয়সের কন্সলত্বে কোন ব্যাঘাত করিলেন না, তাহাতে তাঁহার প্রদেশ অবাধে স্থির হওয়াতে তিনি ইত্রুরিয়াতে সেম্প্রোনিয়সের সেনাগণের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। আর সর্বিলিয়স সিপিওর পদে নিযুক্ত হইলেন। অপর সৈন্য সঞ্চয় উত্তম রূপে হইতে লাগিল, দুই লিজিয়ন স্পেনেতে নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং সিসিলিতে ও সার্দিনিয়াতে ও তরেন্তমে এক২ লিজিয়ন প্রেরিত হইয়াছিল, আর চারি লিজিয়ন ত্রিবিয়া যুদ্ধে যৎকিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেও তৎকালে আরিমিনম ও ইত্রুরিয়ার চমূমূল স্বরূপ ছিল। বোধ হয় এক্ষণে আরো চারি নূতন লিজিয়ন সঞ্চিত হইল তাহার মধ্যে ইতালিস্থ সহকারি জাতীয় এবং লাটিন বংশীয় অনেক লোক ছিল। এই সকল সৈন্য দুই কন্সলের মধ্যে বিভক্ত হয়, হানিবল যে দিকে গমন করুন, সর্ব্বত্রেই তাঁহার প্রতিকূলে বহুতর ভয়ঙ্কর সেনা ছিল। সর্ব্বিলিয়সের প্রধান শিবির আরিমিনমে ছিল, তিনি সে স্থলে সিপিওর পদ গ্রহণ করিলে সিপিও প্রতিনিধি কন্সল হইয়া আপনার পূর্ব্বতন সেনাগণের উপর অধ্যক্ষতা করণার্থে স্পেনে প্রস্থান করিলেন। ফ্লেমিনিয়স ইত্রু-

রিয়াতে সেম্প্রোনিয়সের পদ প্রাপ্ত হইয়া আরিসিয়ম গ্রামের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন।

অষ্ট বৎসর পূর্ব্বে রোমানদের দুই . মূলসেনা গালদের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া তন্নিরাকরণার্থ যে স্থলে স্থাপিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অঞ্চলেই তাহারা শিবিরস্থ হইয়া রহিল, আর তৎকালীন গালেরা যেমত রোমানদের অগোচরে ইক্রুরিয়াতে প্রবেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে হানিবল এমত পথ অবলম্বন করিলেন, যাহা তাহারা কখন মনেও প্রতীক্ষা করে নাই, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ববৎ চমৎকৃত হইল। হানিবল মাক্রার উপত্যকা দিয়া লকার প্রসিদ্ধ পথে আপিনাইন পর্ব্বত পার না হইয়া বোধ হয় আন্সর অথবা সর্চিওর উপত্যকা দিয়া আরো সরল পথে আগমন করিয়াছিলেন, এবং লকা দেশ দক্ষিণে রাখিয়া ফ্লোরেন্সের নীচে আর্ণোর দক্ষিণ তীর এবং আপিনাইনের মধ্যে যে নিম্ন ও জলময় দেশ ছিল, ফুসিচিওর হ্রদে যাহার চিহ্ন অদ্যাপি দেখা যায়, সেই দেশ দিয়া বহু কষ্টে যাত্রা করিতে লাগিলেন। এস্থলেও তাঁহার সেনাগণ অত্যন্ত ক্লেশে পড়িল, কিন্তু পরে ফিস্থুলির নীচে শুষ্ক ভূমিতে উপনীত হইয়া উপরিস্থ আর্ণোর ধনাঢ্য উপত্যকা অবাধে লুঠ করাতে সে ক্লেশের যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ফ্লেমিনিয়স আরিসিয়মে স্থির হইয়া থাকিলেন, এবং যুদ্ধের উদ্যোগ না করিয়া সহকারির নিকট ইক্রুরিয়াতে শত্রুর আগমন সংবাদ দিতে দূত পাঠাইলেন। অপর হানিবল এক্ষণে আপিনাইনের দক্ষিণে ইতালির মধ্য ভাগে উপনীত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে সামনিতদের ও পিরুসের বিষয়ে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে গালীয়দের অপেক্ষা ইক্রস্কানদের উপর অধিক বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং কেবল দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থাৎ সাম্নিয়ম লুকেনিয়া ও আপুলিয়া দেশেই রোমের প্রতিকূলে ইতালীয় নূতন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে পারে, এই ভাবিয়া ইক্রুরিয়ার মধ্যে শীঘ্র অগ্রসর হইলেন, এবং ফ্লেমি-

নিয়সকে স্থির থাকিতে দেখিয়া রোমান সেনাকে পশ্চাতে রাখিয়া আরিসিয়ম ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং আরিমিনম হইতে রোমে আসিবার বৃহৎ পথের চতুষ্পার্শ্বে পেরুসিয়া অবধি স্পোলিটম পর্য্যন্ত ইতালির মধ্যে প্রশস্ত সরল ভূমি প্রাপ্ত হওনার্থে যাত্রা করিলেন।

পরে ফ্লেমিনিয়স কন্সল বহির্গত হইয়া শত্রুর পশ্চাৎ গমনের উপক্রম করিলেন। হানিবল রোমানদিগকে শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত করণার্থে চতুর্দ্দিকে অগ্নি ও খড়্গ দ্বারা দেশ ধ্বংস করিতে লাগিলেন, এবং বাম পার্শ্বে পর্ব্বতস্থ কর্টশ দেশ নিরুপদ্রবে রাখিয়া থ্রাসিমিনী হ্রদের নিকটস্থ হওত ঈশান কোণের তীর দিয়া তাইবর জলাশয় এবং ঐ হ্রদের মধ্যস্থ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ফ্লেমিনিয়স অনুমান করিলেন যে হানিবলের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, তিনি কেবল ইতালির অতি ধনাঢ্য অংশ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভ্রমণ করিতেছেন, কেননা যদি সংগ্রাম করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে যৎকালীন সহকারি কন্সল দূরস্থ আরিমনে ছিলেন, তৎকালে আরিসিয়মে কেন আক্রমণ করিলেন না? ফ্লেমিনিয়স এই ভাবিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, কিন্তু সিংহ যে মৃগয়াকালীন দুর্ব্বল মেষকে ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ধাবমান রাখালের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়া আক্রমণ করিতে পারে, এ আশঙ্কা একবারও করিলেন না।

পাসিগ্নেনো গ্রামের পর হ্রদের সমীপস্থ যে নূতন পথ তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জলের সন্নিহিত ও বাম পার্শ্বে ভৃগুশ্রেণীতে বেষ্টিত হওয়াতে অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, পরে যদিও হ্রদের নিকট হইতে পর্ব্বতোপরি গিয়া কিঞ্চিৎ বক্ররেখার ন্যায় হয় তথাপি সেখানে এমত ভূমি নাই যাহাকে উপত্যকা বলা যাইতে পারে, সুতরাং হ্রদের প্রায় অব্যবহিত নিকট হইতে ঐ পথ ক্রমশঃ উন্নত হওয়াতে দক্ষিণে ও বামে অধিক দূর পর্য্যন্ত নিম্ন ভূমি নাই, অতএব সে স্থল পোলিবিয়সের বর্ণনানুযায়ি দেখা যায় না। পোলিবিয়স লিখিয়াছেন

যে রোমানেরা হ্রদ এবং পর্ব্বতের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া তাহার বাহিরে হ্রদের তীরসংলগ্ন এক উপত্যকাতে ঐ রূপে অবস্থিত হয় ইহাতে হ্রদ তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে না থাকিয়া পশ্চাতে ছিল। লিবিনামা গ্রন্থকার কহেন যে তাহারা পাসিগ্নেনো গ্রামের অগ্রে পর্ব্বত ও হ্রদের মধ্যস্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বতন পথের রেখা এক্ষণে দেখিতে পাইলে এ বিষয়ের তথ্য নির্ণয় হইতে পারে, তাহার অভাবে থ্রাসিমিনীর যুদ্ধ বিবরণ পূর্ব্বতন রণ বর্ণনার মধ্যে অন্যান্য অনেক ব্যাপারের ন্যায় অস্পষ্ট থাকিল, ফলতঃ গ্রন্থকারকদের কথার পরস্পর অনৈক্য থাকিলে এবং তাহা প্রত্যক্ষ ভূমিচিহ্নের সহিত না মিলিলে তাঁহাদের বর্ণনা কোন ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কন্সল হ্রদের তীরে সাম্প্রতিক রোমান সীমার মধ্যে এবং পাসিগ্নেনোর বাহিরে টস্কান অঞ্চলে শিবির করিলেন, তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া সে স্থানে এত বিলম্বে পঁহুছিলেন যে সম্মুখস্থ ভূমির পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। পর দিবস প্রত্যূষে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন প্রাতঃকালীন কুজ্ঝটিকাতে হ্রদ ও নিম্ন স্থল সমস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু উপরিস্থ গিরি প্রস্থ পরিষ্কার ছিল। ফ্লেমিনিয়স শত্রুর উপর উৎপতিত হইতে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কুজ্ঝটিকার শুভ আচ্ছাদনে হানিবলের অগোচরে যাইবার প্রত্যাশায় আনন্দিত হইলেন, এবং মনে করিলেন যে আর্ণোর উপত্যকা লুণ্ঠন পূর্ব্বক ভারাক্রান্ত হইয়া প্রস্থানকারি শত্রুশ্রেণীর উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে পারিবেন, কিন্তু পাসিগ্নেনোর সঙ্কীর্ণ পথ উত্তীর্ণ হইয়াও শত্রুর দর্শন না পাওয়াতে আরো নিশ্চয় বুঝিলেন যে হানিবল যুদ্ধ দিতে অসম্মত, এবং নুমিদিয়ান অশ্বারূঢ়গণকে তাইবর জলাশয়ের নিকটস্থ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে যদি তাহাদিগকে শীঘ্র আক্রমণ না করেন তবে তাহারা সরল ভূমিতে পঁহুছিবে এবং আফ্রিকান স্পেনীয় ও গালীয় লোকেরা ইতালির রম্য কানন উচ্ছিন্ন করত আমোদ করিবে। অতএব ঐ

সঙ্কীর্ণ পথ হইতে তাঁহার সৈন্যশ্রেণী উত্তীর্ণ হইলে তিনি হর্ষচিত্তে বামদিকে ফিরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত পক্ষে শত্রুর পশ্চাদ্বর্ত্তি শ্রেণীকেও আক্রমণ করিতে পাইবেন এমত প্রত্যাশা করিলেন।

ইতিমধ্যে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্থলের চতুর্দ্দিক্ যুদ্ধধ্বনিতে শব্দায়মান হইল এবং রোমানেরা একেবারে উভয় পার্শ্বে আঘাত পাইতে লাগিল। তাহাদের সেনার দক্ষিণ পার্শ্ব শঙ্কু ও বাণ বৃষ্টিতে জর্জ্জরীকৃত হইল, ঐ বাণ যেন অন্ধকার হইতে আসিয়া চর্ম্মহীন সেনাগণের অনাবৃত কক্ষে আঘাত করিতে লাগিল, আর তাহাদের মস্তকের উপর এমত গুরুতর পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ঢাল কিম্বা শিরস্ত্রেও যাহার নিরাকরণ হয় না। বাম পার্শ্বে অশ্বের পাদশব্দ ও গালীয়দের প্রসিদ্ধ যুদ্ধধ্বনি কর্ণগোচর হইল, কিঞ্চিৎ পরেই হানিবলের ভয়ঙ্কর অশ্বারূঢ় কুজ্ঝটিকা হইতে নির্গত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের শ্রেণীর অন্তরে প্রবেশ করিল আর তৎক্ষণেই প্রকাণ্ডমূর্ত্তি গালেরা বৃহৎ২ খড়্গ ধারণ করিয়া তাহাদের উপর উৎপতিত হইল। রোমানদের অগ্রসর সেনাশ্রেণী উপরিভাগে উঠিতে২ দেখিলেক যে তাহাদেরও পথ রুদ্ধ হইয়াছে, কেননা তাহারা যে শত্রুর উদ্দেশে যাইতেছিল সেই শত্রুই সে স্থলে রহিয়াছে, অর্থাৎ হানিবলের সেনাস্থ কতিপয় আফ্রিকান ও স্পেনীয় পদাতিক তাহাদিগকে যুদ্ধ দিতে সুসজ্জ হইয়া সেখানে ব্যূহরচনা করিয়া উপস্থিত আছে। রোমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া গিয়া অনুমান করিল যে ইহারাই হানিবলের মূল সৈন্যের পার্ষ্ণিরক্ষক, অতএব শীঘ্র যুদ্ধ নিষ্পত্তি করণার্থে উপরে উঠিতে২ নিশ্চয় বোধ করিল যে পর্ব্বত শিখরের উপর শত্রুর সমস্ত সৈন্যের দর্শন পাইবে, কিন্তু শিখরে আরোহণ করিয়া চমৎকার দেখিল, সেখানে শত্রু নাই। পরে কুজ্ঝটিকা কিঞ্চিৎ অপসৃতা হইলে হানিবল কোথায় আছেন তাহাদের স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল, এবং তাহারা দেখিল যে সমস্ত উপত্যকা শোণিতময় হইয়াছে আর

গিরির নিতম্ব হইতে স্পেনীয় ও আফ্রিকান পদাতিকসমূহ আপনারা কোন বিশেষ আঘাত না পাইয়াও রোমান সৈন্যের বিনাশ অবলোকন করিতেছে।

রোমানদের অগ্রবর্ত্তি সৈন্যবূহ এই রূপে ঐ ঘোর বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদের সংখ্যার অল্পত্ব প্রযুক্ত শক্রর প্রতি আক্রমণ করিতে অনিচ্ছুক হইল, এবং পলায়নপর হইয়া অবিশ্রান্ত প্রস্থান করত নিকটবর্ত্তি এক গ্রামে আশ্রয় লইল। যৎকালে রোমান সেনার মধ্যশ্রেণী এই রূপে উপত্যকাতে রণশায়ি হইতে লাগিল তখন পশ্চাৎশ্রেণী পর্ব্বত ও হ্রদের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আগমন করিতেছিল, ইহাতে গালেরা ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদিগকেও আক্রমণ করিয়া সরোবরে তাড়াইয়া দিল। কোন২ সেনা নৈরাশ্য প্রযুক্ত সন্তরণ করিতে২ গভীর জলে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রের ভারে মগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ২ আপনাদের শরীর পরিমিত গভীর জলে গিয়া নিরুপায়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল, পরে শক্রর অশ্বারূঢ় সেনা তাহাদের উপর উৎপতিত হইলে তাহারা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু সেই শক্র বলিদানের দিনে অশ্বারূঢ়গণ কার্থেজিন দেবতাদের এক বলিও হরণ করিতে অসম্মত হইয়া নির্দ্দয়চিত্তে হানিবলের মানন পূর্ণ করিল।

এই রূপে রোমানদের অগ্রস্থিত ৬০০০ লোক ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, কন্সলকেও সৈন্য বিনাশের শেষ দেখিতে হইল না, তিনি আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া তুমুল সংগ্রাম মধ্যে বূহরচনা করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক শক্র নিরাকরণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা অনর্থক বুঝিয়া আপনি যুদ্ধবীরের বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্তর, এক জন গালীয় অশ্বারূঢ় তাঁহার পূর্ব্ব কন্সলত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বেগে নিকটস্থ হইল ও শূলদ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করত কহিল "আমাদের ভ্রাতৃগণের হত্যাকারী ও পৈতৃক ভূমির

হরণকারী এই রূপে বিনষ্ট হউক”। বোধ হয় ইহা যথার্থ ঐ গালীয় লোকের বচন নহে, রোমান কুলীনেরা ভূমি বিভাগের নিয়মকারির উপর আপনাদের মর্ম্মান্তিক দ্বেষ প্রকাশ করত ঐ বচন কল্পনা করিয়া থাকিবে। ফ্লেমিনিয়স সাহস পূর্ব্বক খড়্গহস্ত হইয়া যুদ্ধশায়ী হইলেন, সংগ্রামের উদ্যোগে তাঁহার যে ভ্রম হইয়াছিল সে প্রকার ভ্রান্তি অনেক যোদ্ধার অত্যন্ত উদ্যম বশতঃ হইয়া থাকে, আর এমত২ লোক দেশের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করিলে সকলে তাহাদের অবিবেচনার দোষ মোচন করিয়া তাহাদের নামের অনুরাগ ও সম্ভ্রম করে। পূর্ব্বতন গ্রন্থরচকেরা দলাদলির আক্রোশে ফ্লেমিনিয়সের নামে যে বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন, আধুনিক গ্রন্থকারকদের তদনুযায়ি রচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ফ্লেমিনিয়স হানিবলের সদৃশ সেনানী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কন্সলত্ব ও সেন্সরত্ব পদে থাকিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন, এবং থ্রাসিমিনীয় অপ্রশস্ত উপত্যকাতে যেমত তাঁহার অবিবেচনার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ তিনি সেই স্থলেই রণশায়ী হওয়াতে যুদ্ধবীরের উপযুক্ত চিহ্নও প্রকাশ করিয়াছেন।

বোধ হয় উক্ত যুদ্ধ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই শেষ হইয়া থাকিবে। হানিবলের অবিশ্রান্ত অশ্বারোহি সেনা রোমান সৈন্যের মধ্য ও পশ্চাৎ ভাগ বিনষ্ট করিয়া যাহারা অগ্রসর হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশে এক্ষণে ত্বরা করিল। স্পেনীয়েরা এবং লঘুতর শস্ত্রধারি পদাতিকেরা ঐ বিষয়ে তাহাদের সহকারিতা করিতে লাগিল, এবং রোমানদিগকে এক গ্রামে পলায়িত দেখিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। রোমানেরা সহায়হীন হইয়া ও খাদ্যাদির অপ্রতুল দেখিয়া আপনাদের প্রতিকূলে প্রেরিত শত্রুদলের অধ্যক্ষ মহার্বলের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিল, পরে যুদ্ধে ধৃত অন্যান্য বন্দির সমভিব্যাহারে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৫০০০ লোক হানিবলের নিকট আনীত হইল। হানিবল এক জন অনুবাদকের উপলক্ষে বক্তৃতা করত মহার্বলের হস্তে সমর্পিত

সেনাগণকে কহিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা হইলে যথার্থরূপে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইতে পারে, কেননা তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে মহার্বলের কোন পণ স্থির করিবার অধিকার নাই, পরে নেপোলিয়ন ঐ প্রকার বিষয়ে পুনঃ২ যেমত রাগ প্রকাশ করেন তদ্রূপ রাগের সহিত রোমান শাসনকর্ত্তা সকলের তিরস্কার করিতে লাগিলেন, অবশেষে সমস্ত রোমান বন্দিদিগকে তাঁহার সেনাস্থ ভিন্ন২ দলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর ইতালীয় সহকারিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন তোমরা আমার দ্বেষ্য নহ, বরং আমি তোমাদিগকে রোমানদের অধীনত্ব ত্যাগ করণে আনুকূল্য করিতেই ইতালি আক্রমণ করিয়াছি, অতএব ক্রিবিয়ার যুদ্ধান্তে ধৃত ইতালীয় বন্দিদের প্রতি যদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছি, তোমাদের প্রতিও তদ্রূপ করিব, তোমরা এই ক্ষণেই বিনামূল্যে স্বাধীন হইলা। হানিবল এই বক্তৃতা করিয়া সৈন্যদিগের বিশ্রামার্থে কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করিলেন, এবং মহা সমারোহ পূর্ব্বক নিজ দলস্থ যুদ্ধে হত ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত লোকের সমাধি করিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শুদ্ধ ১৫০০ লোক নষ্ট হয়, তন্মধ্যে গালজাতি অধিকাংশ। কথিত আছে যে তিনি মৃত ফ্লেমিনিয়ুস কন্সলের সমাদর পূর্ব্বক সমাধি করিতে মানস করিয়া তাঁহার দেহ অন্বেষণে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল, এবং ইমিলিয়স ও মার্সেলসের বিষয়েও পরে ঐ রূপ করেন। তাঁহার এই২ সৌজন্য আস্মাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, বোধ হয় তিনি দেবতাদের নিকট মানন বশতঃ জীবৎ রোমানদের মর্ম্মভেদি শত্রু থাকিলেও তাহাদের মরণাবস্থায় আনন্দচিত্তে আদর করণে যত্ন প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১৫ পরিচ্ছেদ—ফেবিয়স মাক্সিমস দিক্তেতর।

অনন্তর হানিবলের সেনা রণস্থল ত্যাগ করিয়া পেরুসিয়া দেশ নিরুপদ্রবে রাখিয়া তাইবর নদীর সূতন স্রোত পারে

অম্ব্রিয়া ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেখানে মহার্বল অশ্বা-রোহি এবং লঘুঅস্ত্রধারি সেনা সমভিব্যাহারে সেন্টেনিয়-সের শাসনস্থ কএক সহস্র লোককে দ্বিতীয়বার পরাজয় করিয়া তাহাদের কতককে হত, কতককে ধৃত, কতককে ছিন্নভিন্ন করিলেন। পরে কার্থেজিনেরা পেরুসিয়ার নীচে তাইবর অবধি স্পোলিটম পর্য্যন্ত সোমা পর্ব্বতের তলস্থ উর্ব্বরা ভূমি নির্দ্দয়রূপে নষ্ট করিল। ক্লিটমুসের সমূহ শ্বেত বৃষ যাহা রোমান সেনাপতিরা জয়ী হইলে আপনাদের দেবোদ্দেশে পুনঃ২ যজ্ঞার্থ উৎসর্গ করিতেন, তাহা এক্ষণে রোমের বিনাশ কামনায় কার্থেজ দেবতাদের বেদির উপর বলিদান হইল। তদনন্তর তাইবরের বাম পার্শ্বে গালীয়দের যুদ্ধ ধ্বনি পুনর্ব্বার উত্থিত হওয়াতে তত্রস্থ লোকেরা প্রচণ্ড বায়ুস্বরূপ ঐ অসভ্য জাতির অদ্ভুত আক্রমণে ভীত হইয়া শৈলনিকুঞ্জে অথবা নগরীয় দুর্গে পলায়ন করিল। গালীয়দের মূর্ত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র ভয়ানক হইলেও অম্ব্রিয়েরা অনেকে আশ্চ-র্য্যান্বিত হয় নাই, কিন্তু যখন দেখিল বেলিরিয়া উপদ্বীপস্থ লোকেরা শিকাধারি হইয়া আসিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত স্পেনীয় পদাতিকেরা রক্তবর্ণ অঞ্চল বিশিষ্ট শ্বেত উত্তরীয় পরিধান করিয়া ঐ স্থানকে উজ্জ্বল করিয়াছে, আর আফ্রিকান পদাতিকেরা রোমানদের ন্যায় দীর্ঘ চর্ম্ম ও ঘাতুক খড়্গ গ্রহণ না করিয়া দীর্ঘ শূল ও ক্ষুদ্র চর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, এবং বহু সংখ্যক গুরুতর অশ্বারূঢ়ও ইতালীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘোটক আরোহণ করিয়াছে, আর দুর্দ্দান্ত নুমিদিয়ানেরা জিন অথবা রশ্মি ব্যতিরেকে অশ্বারূঢ় হওয়াতে অশ্ব ও অশ্বারোহী এক শরীরির ন্যায় হইয়া এমত বেগে দেশ পর্য্যটন করিতেছে যে পলায়ন কিম্বা নিরাকরণ উভয়ই দুঃসাধ্য, তখন চমৎকার দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। এই মহাভয় উপস্থিত হইলেও স্পোলিটমের বসতিগণ পলায়নপর অথবা শরণাগত না হইয়া সাহস পূর্ব্বক নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা স্বদেশোপকারি রূপে প্রতিষ্ঠা

পাইবার পাত্র হইতে পারে, এবং নুমিদিয়ান অশ্বারোহিরা তাহাদের নগরীয় প্রাচীর উত্তমরূপে রক্ষিত দেখিয়া তথাহইতে পরাঙ্মুখ হওয়াতে উক্ত বসতিগণ যদি হানিবলকে নিষ্কাসিত করিয়াছি বলিয়া দর্প করে তাহাতেও তাহাদের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না।

কিন্তু স্পোলিটমের অব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তি উন্নত সোমা পর্ব্বত দ্বারা রোম ও হানিবলের মধ্যে স্বভাবতঃ ব্যবধান থাকিলেও হানিবল তন্মধ্য দিয়া যাত্রা করেন নাই, সে পর্ব্বতের অপর পারে রোমানদের দেশ, তাহাতে রোম নগরীয় লোকেও বসতি করিত, সুতরাং পর্ব্বত পার হইলে রোমীয় পঞ্চত্রিংশৎ জাতি-দের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিতেন, এবং সেখানে যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত সেই তাঁহার শত্রু। কিন্তু তিনি অন্যত্র প্রস্থান করণার্থে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দক্ষিণাঞ্চলের পথ নির্বাধ ছিল, ও আপুলিয়া ও সামনিয়মের পথে কোন ব্যাঘাত ছিল না, অতএব আঙ্কোনার দিকে আপিনাইন পার হইয়া পাইসিনম আক্রমণ করিলেন, পরে আপুলিয়ার উত্তর ভাগস্থ গ্রীকভাষায় দনিয়া নামধারি দেশ পর্য্যন্ত মারুসিনিয়ান ও ফেন্টানিয়ানদের দেশের মধ্য দিয়া আদ্রিয়াতিক সমুদ্রতীরে গমন করিলেন, এবং অল্পে২ যাত্রা করিয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকস্থ দেশ নষ্ট করত ধীরে২ প্রস্থান করিতে লাগিলেন, এবং লুণ্ঠনদ্বারা দাস ও পশু এবং রাশীকৃত শস্য তৈল দ্রাক্ষারস ও অন্যান্য বিজাতীয় মহার্ঘ্য দ্রব্য এত অধিক প্রাপ্ত হইলেন যে তাঁহার সেনাগণ তদ্বহন পূর্ব্বক গমনে প্রায় অক্ষম হইল। তাঁহার সৈন্যেরা স্পেন হইতে আল্পস পর্য্যন্ত দুষ্কর যুদ্ধযাত্রা করিবার পর অবিরত রণস্থলে এবং কদর্য্য আবাসে থাকিয়া শরীর মর্দ্দনার্থ তৈলাভাবে হিমার্ত্ত প্রযুক্ত ছুলি কণ্ডু প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে শস্য ও জলবায়ু এবং দ্রাক্ষায় পূর্ণ দেশে যথেষ্ট সুখভোগে মত্ত হইল, সেখানে এমত রাশীকৃত উত্তম দ্রব্যাদি ছিল যে জন-শ্রুতি আছে অশ্বগণকেও শরীরের কান্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত পুরাতন

দ্রাক্ষারসে স্নান করাইত, অপর সৈন্য সকল যেখানে যাত্রা করিত, তথায় রোমান অথবা লাটিন জাতীয় লোককে অস্ত্র ধারণ করিবার উপযুক্ত বয়স্ক দেখিলেই হানিবলের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিত। খাসভূমির বসতি, ও রাজস্ব এবং অন্য প্রকার কর যাহা রোমানেরা ইতালি ব্যাপিয়া স্থাপন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ের ইজারদার, ও পরমিট ঘাটমাসুলাদির সঞ্চয় কারক, এবং বনের ভূমিমাপক ও ইজারদার, ও পার্ব্বতীয় ক্ষেত্রের এবং সমুদ্র তীরস্থ লবণের ও গিরিমধ্যস্থ ধাতুর আকরাদির ইজারদার, এবম্ভূত অনেক লোক কার্থেজিনদের আক্রোশে হত হইল। রোমনগরী যুদ্ধবশতঃ সহস্র২ দরিদ্র প্রজাতে বঞ্চিত হয়েন, পরে প্রস্থানকারি শত্রুর ভয়ঙ্কর আক্রোশে আরো শত২ ধনাঢ্য লোকে বিরহিত হওয়াতে এক্ষণে যেন সহস্র ধারাতে রুধিরাক্ত হইলেন।

পরন্তু রোমানদিগের দুর্দ্দান্ত উদ্যম ছিল, থ্রাসিমিনী যুদ্ধের অশুভ সংবাদ নগরী মধ্যে উপস্থিত হইলে সকলে ফোরম নামক স্থানে একত্র হইয়া বিচারকর্ত্তৃগণকে সমস্ত বৃত্তান্ত সত্য করিয়া বিস্তার করিতে প্রার্থনা করিল, তাহাতে প্রিতর পম্পোনিয়স ম্যেথো মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সংহত লোকদিগকে কহিলেন “আমরা তুমুল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছি, এবং আমাদের সেনাও নষ্ট হইয়াছে, আর ফ্লেমিনিয়স কন্সলও পঞ্চত্ব পাইয়াছেন”। দক্ষিণাঞ্চলীয় লোকদিগের মায়া মমতা ও মানসিক ভাব স্বভাবত গুরুতর, সুতরাং তাহাদিগের অন্তঃকরণে ঐ সংবাদ শ্রবণে কেমন আক্ষেপ জন্মিল তাহা আমরা শীতল দেশীয় ইংরাজ লোক হইয়া সহজে অনুভব করিতে পারি না, এবং উক্ত বার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সহস্র২ লোকে যে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত এবং পরমেশ্বরের নিকট রক্ষা প্রার্থনা অথবা শত্রুর প্রতি ক্রোধসূচক মুষ্টিপীড়ন, এবং আক্ষেপ পূর্ব্বক ভয় কিম্বা বিলাপ অথবা আক্রোশ বশতঃ আর্ত্তনাদ ও তুমুল ধ্বনি করিয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। রোমনগরীয় অনেকানেক নারী

পতিপুত্রের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পুরীর সমস্ত উত্তর দ্বার আচ্ছন্ন করিয়া ঐ ঘোরতর সংহারক রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত লোক দেখিলেই আত্ম সুহৃদের সমাচার জিজ্ঞাসা করিত। ইমিলিয়স ও পম্পোনিয়স দুই প্রিতর সেনেটরদিগকে আহ্বান করিয়া দেশের এই দুরবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালাবধি সায়ংপর্য্যন্ত অবিশ্রান্তে সভা-করিতে লাগিলেন।

এই সভায় মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সন্ধি প্রার্থনার প্রসঙ্গ হইল না,আর স্পেন সিসিলি অথবা সার্দিনিয়ার যাত্রাকারি সেনাগণের এক প্রাণিকেও ফিরাইয়া আনিবার কথা কেহ উত্থাপন করিল না, কেবল সেনাপতিদের মধ্যে ঐক্য রাখিবার কারণ এক জন দিক্তেতর নিযুক্ত করা বিহিত বোধ হইল। দ্বাত্রিংশৎ বৎসর হইল ক্লদিয়স পল্কর ও জুনিয়স পলস কন্সলদের অশুভ কালে আতিলিয়স কালাতিনস দিক্তেতর হইয়াছিলেন, তদ-বধি যুদ্ধার্থে কেহ দিক্তেতর হয় নাই। অপর সর্বিলিয়স কন্সল অনুপস্থিত থাকাতে প্রাচীন রীত্যনুসারে সেনেটরেরা দিক্তেতর নিযুক্ত করিলে সাধারণের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিতে পারে, এবং অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ভারও দিক্তেতরের উপর দেওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই বিবে-চনায় এক অদ্ভুত প্রকারে এ কার্য্যের সমাপন হইল, অর্থাৎ শত২ লোকের সভাতে দেশীয় দুই দলস্থ দুই ব্যক্তি উচ্চ পদদ্বয়ে নিযুক্ত হইল, ফেবিয়স মাক্সিমস দিক্তেতর হইলেন, তিনি মহাকুলীন অথচ প্রশান্ত বংশোদ্ভব, এবং আপনিও স্বভাবতঃ সুশীল ও বিবেচক ছিলেন, আর মাইনিউশস রুফস অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ হইলেন, তিনি সামান্য লোকদের সপক্ষ।

ফেবিয়স কেবল দলাদলির অনুরোধে ধর্ম্ম ভক্তি প্রকাশ করিতেন না, যদিও ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণে তাঁহার আপনার অধিক আদর ছিল না তথাপি ধর্ম্মের উপাদেয়ত্বের বিষয়ে এমত জ্ঞান ছিল যে তিনি সর্ব্বদা কহিতেন দেবতাদের ভক্তিই জাতীয় গুণের এক প্রধান লক্ষণ, তাহা না থাকিলে কোন

জাতির উন্নতি হয় না। অতএব তিনি দিক্তেতর হইয়া কার্য্যারম্ভ করণের দিনেই সেনেটরদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া দেবার্চ্চনার বিষয়ে বক্তৃতা করত সিবিলীন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার প্রসঙ্গ করিলেন। উক্ত শাস্ত্র আলোচনায় বোধ হইল যে দেবতাদের নিকট রোমানদের "এক পবিত্র বসন্ত কাল" মানন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সেই বৎসরীয় বসন্ত কালে মার্চ এবং আপ্রিল মাসের মধ্যে যত পশু জন্মিয়া ইতালীয় পর্ব্বত, ক্ষেত্র, অথবা নদীকূলে পালিত হওত বলিদানের উপযুক্ত হয় তৎ সমুদয় জুপিতরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা উচিত। সর্কস মাক্সিমসেও অপূর্ব্ব কৌতুকাদির মানন হইল, ও সকল মন্দিরেই প্রার্থনাদি হইতে লাগিল, এবং নুতন২ মন্দির স্থাপনেরও মানন হইল, আর তিন দিবস পর্য্যন্ত মহাঘটাতে যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহারা দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরের বাহিরে আনিয়া নানালঙ্কারে শোভিত আসনের উপর স্থাপন করিল, এবং সকলের সাক্ষাতে মূর্ত্তির সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্য ও দ্রাক্ষারস উপস্থিত করিল, তাহাতে লোকের মনে এমত বোধ হইল যে দেবতারা যেন এবম্ভূত আতিথ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নগরের মঙ্গল অবশ্য করিবেন।

অনন্তর দিক্তেতর যুদ্ধের বিষয়ে মনোযোগ করিতে লাগিলেন, সে বৎসর অনেক দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা ছিল, কেননা তখন সমরের সময় আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল, ও প্রিতরেরাও আপন২ প্রদেশে গমন করে নাই, আর হানিবল ইতালির মধ্য দেশে ছিলেন। অতএব দেশ রক্ষার্থে নানা প্রকার উপায় হইতে লাগিল, রোমের প্রাচীর এবং স্তম্ভের উপরও শত্রু নিরাকরণার্থ উদ্যোগ ও সেতু ভগ্ন করিবার ব্যবস্থা হইল, এবং প্রাচীরহীন নগরীস্থ লোকেরা দুর্গ বিশিষ্ট স্থানে গমন করিতে আজ্ঞা পাইল, আর যে পথ দিয়া হানিবলের আগমনের সম্ভাবনা ছিল, তথাকার সমস্ত দেশে শস্য বিনাশের ও গৃহ দাহনের আদেশ হইল। এই২ নিয়ম রোমানদের আপনাদের দেশে অবশ্য পালিত হইয়া থাকিবে,

কিন্তু তাহাদের সহকারি লোকেরা যে এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল এমত বোধ হয় না, এই কারণই হানিবল একে বারে রোম নগরে যাত্রা করেন নাই।

গত যুদ্ধে রোমান সেনার মধ্যে ত্রিংশৎ সহস্রাধিক লোক হত অথবা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল। কন্সল সর্বিলিয়স সিসাল্‌পিন গালে ত্রিশ হাজারের অধিক সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু সহকারি কন্সলের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া এক্ষণে ত্বরায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে দুই নূতন লিজিয়ন সংগৃহীত হইল, আর নগরীর লোক হইতে অন্য এক দল সেনা সংগ্রহ হওয়াতে তাহার কতক লোক রোম রক্ষার্থে রহিল, কতক দারিদ্র্য প্রযুক্ত জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। সে সময়ে জাহাজ প্রস্তুত রাখাও নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল কেননা কার্থেজিনদের বহর ইতালির কূলের নিকট আসিয়া ইত্রুরিয়াস্থ কশা হইতে শস্য পূর্ণ অনেক জাহাজ সমভিব্যাহারে সৈন্যদের খাদ্যাদি লইয়া স্পেনে যাইতেছিল, কিন্তু সিসিলি অথবা অস্তিয়া কোন স্থলেই রোমানদের জাহাজ শীতকালের পর এখনও সমুদ্রস্থ হয় নাই। এক্ষণে অস্তিয়া এবং তাইবর নদীতে যত জাহাজ ছিল সর্বিলিয়স কন্সলের শাসনে সে সমস্ত ত্বরায় সমুদ্রে প্রেরিত হইল। পরে দিক্তেতর ও অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ ইঁহারা কন্সলীয় সেনাতে দুই নূতন লিজিয়ন যোগ করিয়া কাম্পেনিয়া ও সাম্‌নিয়ম দিয়া আপুলিয়াতে যাত্রা করিলেন, এবং হানিবলের অপেক্ষা বহু সংখ্যক সেনার সহিত যাইয়া তাঁহার পাঁচ ছয় মাইল দূরে শিবির করিলেন।

রোমানদের যেমত বহুতর সেনা ছিল তদ্রূপ নিয়মিত রূপে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান থাকাতে যুদ্ধের মহাসুযোগ হইল, খাদ্য দ্রব্যের আহরণ করণার্থে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র২ দলে সেনা বিভাগ করিয়া নানাদিকে পাঠাইতে হইল না, আর তাহারা কাহাকেও আকস্মিক সঙ্কটে না ফেলিয়া সমস্ত সেনা একত্র করত কিয়দ্দূর হইতে হানিবলের পশ্চাতে চলিতে লাগিল। তিনি আহারাদির নিমিত্ত ক্ষুদ্র২ দল স্থানান্তরে পাঠাইলেই তাহারা

সুযোগক্রমে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত, আর এমত বহুতর সেনা সমভিব্যাহারে রণস্থল আচ্ছন্ন করিল যে সহকারি জাতিরাও ভীত হইয়া উপপ্লব করণে ইচ্ছা করিলেক না। হানিবল দেখিলেন যে আপুলিয়ানেরা তাঁহার সহিত মিল করিল না, ইহাতে তিনি আপিনাইন পর্ব্বত পুনশ্চ পার হইয়া হর্পিনিয়ানদের দেশ দিয়া কডিনিয়ান সামনিতদের দেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বেনেবেন্তম পূর্ব্বে সামনিতদের নগর থাকিলেও তখন লাটিনদের দেশ হইয়াছিল, অতএব তাহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হানিবলকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না, তাহাতে হানিবল অগ্নি ও খড়্গ দ্বারা ঐ দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া মার্তিসের দক্ষিণে গমন পূর্ব্বক তেলিসিয়া নগর অধিকার করিলেন, সে নগর পন্তিয়সের জন্মভূমি, কিন্তু তৎকালে নিরাশ্রয় ও ভগ্নাবস্থ হইয়াছিল। হানিবল ঐ নগর অধিকারানন্তর কেবল নদীতীর দিয়া বল্টর্নস নদীর সম্মিলন পর্য্যন্ত গমন করিলেন, পরে কিয়দ্দূরে বল্টর্নস নদীতে অল্প জল দেখিয়া আলিফির নিকট পার হইয়া কেলেসিয়ার পশ্চাদ্বর্ত্তি পর্ব্বতের উপর দিয়া কেলিসে আসিলেন, এবং তথা হইতে কাম্পেনিয়ার অতি শ্রেষ্ঠাংশ ফেলিরীয় ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ফেবিয়স তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করত সেই প্রকারে পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষেত্রে না আসিয়া উপরে সেনা স্থাপন করিয়া তিনি কি করেন, সতর্ক হইয়া তাহার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে নুমিদিয়ান অশ্বারূঢ়েরা সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, এবং অনেকানেক গৃহ দগ্ধ করাতে তাহাদের পথ ধূমদ্বারা রেখাকারে চিহ্নিত হইল। রোমান সৈন্যেরা তাহা দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যুদ্ধ রাগে দগ্ধ হইতে লাগিল, এবং অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ আপনিও তদ্রূপ উৎসাহিত হইয়া তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন, কিন্তু ফেবিয়স আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষণে দৃঢ়রূপে স্থির থাকিলেন, হানিবল আপিয়ান মার্গ দিয়া যদি রোমে গমনার্থ চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় তিনি টারাসিন নামক অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ

করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, এবং শত্রুর পশ্চাদ্বর্ত্তি কাসিলি-নামক গ্রাম রক্ষার্থে কতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। বল্‌টর্ন্নস নদী কাসিলিনম অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত বেগবতী থাকাতে দক্ষিণ দিকে পলাইবার পথ ছিল না, এবং লাটিন মার্গ দিয়া সরল ক্ষেত্র হইতে বাহির হইবার পথ কেলিস দেশ দ্বারা রুদ্ধ ছিল, আর কেলিস এবং কাসিলিনমের মধ্যে উচ্চ ও বনপূর্ণ পর্ব্বত ব্যবধান ছিল, তাহার উপরিভাগ দিয়া যে একটা ক্ষুদ্র পথ ছিল তাহাও রোমান সৈন্যেরা রুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া ফেবিয়স অনুমান করিলেন যে হানিবল যেন এক গোপ-নীয় গহ্বরে ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার পলায়নের পথ মাত্র নাই, আর তাঁহার সেনা লুঠিত খাদ্যাদির শেষ হইলেই ভাণ্ডার এবং গৃহবিশিষ্ট নগরের অভাবে তথায় শীত কাল যাপন করিতে অক্ষম হইবে। ফেবিয়সের নিজের অভাব ছিল না, পশ্চাৎভাগে কাম্পেনিয়া ও সাম্‌নিয়মের সমস্ত দ্রব্য তাঁহার অধীন ছিল, এবং দক্ষিণে কেলিস কাসিনম এবং ফ্রিজিলি দেশীয় লোক কর্ত্তৃক রক্ষিত লাটিন পথ দ্বারা সর্ব্বদা রোম নগরে যাতায়াত হইতে পারিত।

হানিবল এক্ষণে যেখানে ছিলেন, সেখানে শীত কাল যাপন করিতে কখনই মানস করেন নাই, তিনি লুঠিত দ্রব্য পরিমিতরূপে ব্যয় করিয়া হেমন্তের নিমিত্ত সঞ্চয় করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, একারণ যেখানে যাত্রা করুন কুত্রাপি তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে মানস করেন নাই, অপর সহস্র২ গবাদি পশু হরণ করিয়াছিলেন, এবং ইতালির এক অতি উর্ব্বর দেশ ধ্বংস করিয়া রাশীকৃত শস্য তৈল দ্রাক্ষারস এবং অন্যান্য দ্রব্য লুঠ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন সেনার মধ্যে বহুতর বন্দিও ছিল। তিনি এক্ষণে দেখিলেন কেলিস ও বল্‌টর্ণসের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতের পথ শত্রুদ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, অতএব কিপ্রকারে সমস্ত লুঠিত দ্রব্যসহ বল পূর্ব্বক পথ মুক্ত করিয়া যাত্রা করিবেন তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ বন্দি সমূহের বিষয়ে তাঁহার এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, যে রাত্রি কালে যাত্রা করিলে

তাহারা রক্ষকদের হস্ত হইতে পলাইবে, অথবা বলদ্বারা বর্ত্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বদেশীয়দের সহিত মিলিয়া আক্রমণ করিবে, অতএব তিনি বন্দিদের পঞ্চসহস্র ব্যক্তিকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, অনন্তর যুদ্ধাহৃত পশুর মধ্যে ২০০০ পুষ্ট বৃষ নির্বাচন করিয়া তাহাদের শৃঙ্গে ক্ষুদ্র২ দেবদারু অথবা দ্রাক্ষা কাষ্ঠ বন্ধন করিতে কহিলেন, পরে দুই প্রহর রাত্রির দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে পশুরক্ষকদিগকে বৃষগণের শৃঙ্গস্থ কাষ্ঠে অগ্নি দিয়া পর্ব্বতের উপর চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। লঘু শস্ত্রধারি পদাতিকগণ ঐ সকল পশুর পশ্চাৎ২ গমন করিল, বলদেরা উন্মত্তের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলে আপনারা পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুর উপরিস্থ সানুতে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহার পর হানিবল মূল সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন, আফ্রিকান পদাতিকেরা অগ্রবর্ত্তি এবং অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্বর্ত্তি হইল, আর দ্রব্যাদি বাহকেরা গমন করিলে স্পেনীয় ও গালীয় লোকেরা পার্ষ্ণিরক্ষক হইয়া আসিল। তিনি এই রূপে ব্যূহরচনা পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কাসিলিনম ও শত্রুচমূর উপরে বলটর্ণসের উপরিস্থ উপত্যকাতে গমন করিতে চেষ্টা করিলেন।

হানিবল সেখানে গিয়া দেখিলেন যে পথ মুক্ত আছে, কেননা তত্রস্থ রোমানেরা পর্ব্বতে অকস্মাৎ অনেক চলৎদীপ্তির আলোক দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে হানিবলের সেনা বল পূর্ব্বক পথ মুক্ত করা অসাধ্য জ্ঞান করিয়া উপরিস্থ প্রস্থে উৎপতিত হইতে যত্ন করিতেছে, অতএব তাহারা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া উপরি ভাগে শত্রুর গমনে ব্যাঘাত করিতে ত্বরায় ধাবমান হইয়াছিল। কিন্তু ফেবিয়স মূল সৈন্যসহ উক্ত আলোক দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মনে আশঙ্কা করিলেন যে হানিবল য়াদৃশ ফ্লেমিনিয়সকে প্রতারণা পূর্ব্বক বিনাশপথগামি করিয়াছিল, তাহাকেও তাদৃশ করিতে চেষ্টিত আছে, এই ভাবিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শিবিরে স্থির হইয়া থাকিলেন, এবং প্রভাত হইলে দেখিলেন যে আপনার যে সেনাগণকে সঙ্কীর্ণ

পথ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাই উপরি ভাগে হানিবলের লঘু পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আর কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখিলেন যে স্পেনীয় পদাতিকেরা শত্রুর আনুকূল্য করিতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছে। অনন্তর রোমানেরা অনেক লোক হারাইয়া উপর হইতে নিষ্কাসিত হইল, এবং স্পেনীয়েরা ও লঘু পদাতিকেরা সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পর্ব্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া আপনাদের মূলসেনার নিকট প্রত্যাগমন করিল। হানিবল এই রূপে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া বঞ্চিত ও লজ্জিত শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া সরল পথ দিয়া পুনর্ব্বার আপুলিয়াতে আসিতে অনিচ্ছুক হইলেন, এবং উপদ্রব করিবার সময় থাকিতে২ আরো অনেক দেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিনেফ্রমের দিকে বল্টর্নসের উপত্যকায় আরোহণ করিয়া সেখান হইতে সাম্নিয়মে যাত্রা করিলেন, এবং আপিনাইন পার হইয়া সল্মো দিয়া পেলিগ্নিয়ার উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা বহুবিধ দ্রব্য পাইলেন, অবশেষে সাম্নিয়মে পুনরাগমন করিয়া আপুলিয়ায় তাঁহার প্রাচীন আবাসের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন গ্রীষ্ম ঋতুর অনেক দিবস গত হইয়াছিল, হানিবল ইতালির অনেক দেশ নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সেনাগণ ক্লিটম্নস ও বল্টর্নসের ক্ষেত্র এবং উচ্চ আপিনাইনের বন্য ভূমি এই উভয়স্থল হইতেই পশ্বাদি আহরণ করিয়াছিল, আর ফেলর্নিয়ান ও সল্মো ক্ষেত্র হইতে তৈল ও দ্রাক্ষা লুঠে পাইয়াছিল, তথাপি তিনি কোন নগর প্রবেশ করিতে দ্বার মুক্ত পাইলেন না, ও সামনিয়মের কোন নগর তাঁহাকে নিজ রক্ষক বলিয়া গ্রহণ করত রোমানদের পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতীকার করিতে বাঞ্ছা করিল না, কেননা কুলীন বর্গ সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া রোমানদের অধীনতা ত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ করিতে দেয় নাই, সুতরাং হানিবলের চেষ্টা এপর্য্যন্ত ফলোন্মুখ হইল না। তিনি জানিতেন যে কেবল নিজ সেনার উপলক্ষে ইতালি

জয় করিতে পারিবেন না, এবং এমত কল্পনাও নিতান্ত অসাধ্য, ফলতঃ তৃতীয় উইলেম রাজা ইংলণ্ডে আসিয়া কেবল স্বদেশীয় লোকের সাহায্যে রাজ্যাধিকার করিতে চেষ্টা করিলে যেমত অসাধ্য কল্পনা হইত, হানিবল নিজ সেনার উপর নির্ভর রাখিয়া ইতালি জয় করিতে চেষ্টা করিলেও তদ্রূপ অসাধ্য সাধন হইত। আর উইলেম রাজা টের্বেতে অবরোহণ করিয়া সপ্তাহের মধ্যে যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, হানিবল ছয় মাস পর্য্যন্ত ইতালিতে বাস করিয়াও ততোধিক সাহায্য পায়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বন এক মহৎ গুণ ছিল, সেই গুণের দ্বারা তিনি কালবিলম্ব সহিষ্ণুতা করিতে পারিতেন, এক বৎসরের যুদ্ধে কার্য্যসিদ্ধি না হইলেও বৎসরান্তরে হইবে এমত প্রতীক্ষা করিয়া চেষ্টা করিতেন, অতএব থ্রাসিমিনীতে রোমানদের দুর্গতি দেখিয়াও তাহাদের সহকারিরা যদিও পরাঙমুখ হইল না তথাপি আর এক ঘোরতর যুদ্ধান্তে কি হয় তাহার পরীক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ও শীতকাল যাপনার্থে ইতালীয় এমত উত্তম স্থান অধিকার করিতে মানস করিলেন যেখানে তাঁহার লোকেরা কার্থেজের কোন ব্যয় না করিয়া কেবল শত্রুর সম্পত্তি হরণ পূর্ব্বক যথেষ্ট ভোজনে সন্তুষ্ট হইতে পারে ও অমূল্য অশ্বেরা রাশীকৃত তৃণ শস্যাদি প্রাপ্ত হয়। অপর পর্ব্বতের নিকট আপুলিয়ান ক্ষেত্রের প্রান্তে শীতকাল যাপন করিতে স্থির করিলেন, সে ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে অসীম শস্যময় মাঠ ছিল, মধ্যে২ তৃণভূমিও ছিল, যাহা গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক হইত কিন্তু শীতকালে নবীন ও সতেজ থাকিত, দ্বিতীয় পার্শ্বে পার্ব্বতীয় বনের মধ্যে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত্র ছিল, সেখানে তাঁহার অসংখ্য পশ্বাদি শরৎকালের প্রথম হিমবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে পারিত। তখন হিম বর্ষণের সময় নিকটস্থ হয় নাই, কেননা ক্ষেত্রের মধ্যে শস্য পক্ব হইলেও তৎকালে বৃক্ষস্থ ছিল, অতএব ঐ বৎসর আপুলিয়ার রাশীকৃত শস্য অসাধারণ ছেদক কর্ত্তৃক সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা হইল।

হানিবল সাম্নিয়মের নীচে প্রস্থান করত জেরোনিয়ম নামক ক্ষুদ্র নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, ঐ স্থান লারিনমের অব্যবহিত নিকটস্থ লুসিরিয়া নামক লাটিন বসতি হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে কিঞ্চিদধিক দশ ক্রোশ অন্তর, ঐ নগর প্রথমতঃ তাঁহার অধীন হইতে অস্বীকার করিয়াছিল, পরে বলদ্বারা গৃহীত হইল ও তন্নিবাসিরা খড়্গ দ্বারা হত হইল। হানিবল ঐ নগরের প্রাচীর ও গৃহসমূহ নষ্ট করিলেন না, কেননা তাহাতে সেনার প্রশস্ত ভাণ্ডার হইতে পারিত। তাঁহার সৈন্যেরা নগরের বাহিরে এক পরিখা বিশিষ্ট শিবিরে স্থাপিত হইল, এবং তিনি স্বয়ং সেই স্থানে অবস্থিতি করত শিবির ও তৃণশস্যাদি সঞ্চয়কারিদের রক্ষার্থে সমুদয় লোকের তৃতীয়াংশকে অস্ত্রধারি করিয়া রাখিলেন, ও অবশিষ্ট লোকদিগকে নিকটবর্ত্তি দেশের সমস্ত শস্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে ও পর্ব্বতের উপরে পশু চরাইতে প্রেরণ করিলেন, এই প্রকারে জেরোনিয়মস্থ সকল ভাণ্ডার শীঘ্র পরিপূর্ণ হইল।

ইতিমধ্যে রোম নগরীয় লোকেরা দিক্তেতরের উপর বিরক্ত হইতে লাগিল, যেমন কোন ব্যক্তি সাবধানে ক্রীড়া করিয়া শেষে একটা মন্দ চালের দোষে পরাস্ত হয়, তেমনি তাঁহার বিষয়েও হইয়াছিল। তিনি শত্রুকে আক্রমণ না করিয়া ধীরে২ কেবল আত্ম রক্ষার চেষ্টা করাতে কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, পরে ফেলর্নিয়ান ক্ষেত্র হইতে হানিবল উত্তীর্ণ হইলে সকলেই তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও ফেবিয়সের সহিষ্ণুতা শিথিল হইল না। তিনি কাম্পেনিয়ায় নিরাশ হওয়াতে অবশ্য বিষণ্ন হইয়া থাকিবেন, তথাপি মনে এমত প্রবোধ ছিল যে তাঁহার নিয়ম বিবেচনাসিদ্ধ বটে, অতএব পুনর্ব্বার হানিবলের পশ্চাতে গমন করিয়া অপুলিয়া দেশে তাঁহার নিকটস্থ উচ্চস্থানে পূর্ব্ববৎ শিবির করিলেন। পরে যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদনার্থ তাঁহাকে রোম নগরে আগমন করিতে হইল, ঐ সময় মাইনিউশসকে তাঁহার নিয়ম রক্ষা করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন।

অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন. তিনি সরল ক্ষেত্রের উপর এক অতট প্রস্থে শিবির করিয়া শত্রুর তৃণাদি সঞ্চয়কারি লোককে নষ্ট করিতে অশ্বারূঢ় ও লঘু অস্ত্রধারি সেনা পাঠাইলেন, তাহাতে হানিবল রক্ষক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্ববৎ বাহুল্যরূপে শস্যাদি হরণ করিতে পারিলেন না। মাইনিউশস একদা তৃণাদি সঞ্চয় কারিদের অনেক লোককে নষ্ট করিয়া হানিবলের শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে অনেক লোক সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া পর্য্যটন করাতে ঐ শিবির রক্ষার্থ অত্যল্প লোক ছিল, কিন্তু তৃণ সঞ্চয়কারি কতিপয় লোক তৎক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে রোমানদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইল, তথাপি মাইনিউশস হর্ষে পুলকিত হইয়া আপন কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে উৎসাহদায়ক সমাচার রোম নগরে পাঠাইলেন।

লোকেরা এক্ষণে ফেবিয়সের বিপরীতে আপনাদের রাগ আর সম্বরণ করিতে পারিল না। মাইনিউশস তাঁহাপেক্ষা উত্তম কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব সকলে তাঁহার পুরস্কার করিতে স্থির করিল, আর মনে করিল যে সাধারণ লোকদিগকে যুদ্ধ শাসনের ভারে নিতান্ত বঞ্চিত করা উপযুক্ত নহে। ফেবিয়স নিজ দলস্থ লোকেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন না, তিনি আপনার গুণ ও যুদ্ধকৌশলের আতিশয্য বর্ণনা পূর্ব্বক পূর্ব্বতন সেনানীদের ভ্রান্তির নিন্দা করিয়া অনেকের বৈরক্তি জন্মিয়াছিলেন। অতএব মেতিলিয়স নামক ত্রিবুন অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষকে দিক্তেতরের তুল্য শক্তি প্রদানার্থে যখন এক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ করেন, বোধ হয় তখন কুলীনবর্গেরা তাহাতে অধিক আপত্তি করেন নাই, গত বৎসরের প্রিতর তরেন্শস বারো ঐ ব্যবস্থার পোষকতা করাতে তাহা সহজেই গ্রাহ্য হইল।

অপর দিক্তেতর ও অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ আপনাদের মধ্যে সেনা বিভাগ করিয়া পরস্পর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পৃথক২ শিবির করিলেন, তাহাতে সকলেই জানিল যে উঁহাদের মধ্যে ঐক্য নাই, সুতরাং হানিবলও এমত সুযোগে আপনার মনস্কামনা

সাধনে ক্রুটি করিলেন না। তিনি মাইনিউশসকে স্বীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি দিয়া আপনার ৫০০০ লোককে নিকটস্থ খানা ও গহ্বরে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, পরে সমরের সময়ে তাহাদিগকে শত্রুর পশ্চাতে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে ত্রিবিয়া যুদ্ধের ন্যায় রোমানদের দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা হইল, কিন্তু ফেবিয়স নিকটে থাকাতে তাহাদের উদ্ধারার্থে আগমন করিলেন, তাঁহার সতেজ লিজিয়নেরা পশ্চাৎ ধাবমান কার্থেজিনদের উদ্যম খর্ব্ব করিয়া ছিন্নভিন্ন রোমানদিগকে পুনর্ব্বার সংহত করিলেন, তথাপি তাহাদের অনেক লোক নষ্ট হইল এবং ফেবিয়সের আগমনে তাঁহার সহকারি সেনাপতি কেবল সদ্য বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মাইনিউশস সৌজন্য পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তুল্য পদ পরিহার করিয়া সসৈন্যে দিক্তেতরের শাসনাধীন হইলেন। সে বৎসরে আর কোন যুদ্ধ হয় নাই, পরে ছয় মাস অতীত হইলে দিক্তেতর ও অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ নিরূপিত সময়ে আপনাদের পদ ত্যাগ করাতে শীতকালে কন্‌সলেরা সেনাধ্যক্ষ হইলেন। গ্রীষ্ম ঋতু অতীত হওয়াতে সর্বিলিয়স আপনার শাসনস্থ জাহাজের বহর দেশে আনিয়া নিয়মিত স্থানে রাখিয়াছিলেন, এবং আতিলিয়স রেগুলস ফ্লেমিনিয়সের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অপর আগামি বৎসরের নিমিত্ত কন্‌সল নিযুক্ত করিবার সময় নিকটস্থ হওয়াতে সকলেই বুঝিল যে তাহাতে দলাদলির বিশেষ আক্রোশ প্রকাশ হইবে। রোমের প্রজাসমূহ ইতালির অবিশ্রান্ত সমরে উত্যক্ত হইয়াছিল, দরিদ্র লোকেরা লুঠ করিবার প্রত্যাশা বিরহেও শীতকালে সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিল, ধনি লোকেরাও রাজস্ব বিষয়ের ইজারদারিতে হানিবলের নিকট বাধা পাইয়া বিষণ্ণ ছিল, এবং ইতালির দূরস্থ দেশে খাস ভূমির অধিকারিরা আপনাদের বিষয়ের কোন উপস্বত্ব পায় নাই, আর পশুপালকদের মধ্যে যে সকল ধনি লোকে খাস ভূমির

চারণ ক্ষেত্রে পশু চরাইত, শত্রুরা তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া শীতকালে আপনাদের ব্যবহারের নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, অধিকন্তু সকলে অনুমান করিয়াছিল যে হানিবল রণক্ষেত্রে এই রূপ নির্বাধে থাকিলে রোমানদের সমস্ত সহকারি লোকেরা রোমকে নিতান্ত অক্ষম দেখিয়া আত্ম রক্ষার্থে ক্রমে তাহার সহিত মিলন করিবে, আর রোমান পদাতিকেরা উত্তম যোদ্ধা, তাহারা হানিবলের নিপুণ ও প্রবীণ সৈন্যদের সমানসংখ্য হইয়া যদ্যপি জয় প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তথাপি সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে অবশ্য জয়ী হইতে পারিবে। কূলীনবর্গ ও সাধারণ লোক এই উভয় দলের মধ্যে অনেকে ঐ রূপ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা দলাদলির আক্রোশে পরস্পর বিভিন্ন হইয়াছিল, সাধারণ লোকেরা কহিতে লাগিল যে কুলীনেরা কেবল সাধারণ লোকদের সপক্ষ সেনানীদিগকে দোষী করিতে চাহেন, কেননা তাঁহাদের বিবেচনায় আত্মপক্ষ লোক ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণের উপযুক্ত নহে, অপর মাইনিউশস স্বয়ং ব্যবস্থাগতে ফেবিয়সের সমান হই-লেও কুলীনদের ইচ্ছা বশতঃ ফেবিয়সের অধীন হইয়াছিলেন। অতএব সকলে এই স্থির করিল যে এমত এক ব্যক্তিকে কন্সল করিতে হইবে যে স্বাধীনতা পূর্ব্বক লোকদের পক্ষ হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে, সুতরাং তরেন্শস বারো কুলীন বর্গের অত্যন্ত দ্বেষ্য হওয়াতে তাহাকেই উপস্থিত বিষয়ে উপযুক্ত লোক বলিয়া গ্রাহ্য করিল। ইতি আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১৬ পরিচ্ছেদ—বারো—কানির যুদ্ধ।

বারোর শত্রুরা কহিত যে তিনি এক পশুঘাতক অর্থাৎ কসায়ির পুত্র, আর আপনিও কসায়ির দাস ছিলেন, পরে পিতৃসঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ জঘন্য ব্যবসা পরিত্যাগ করত রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডীয় ক্রম্‌ওএলকেও তাহার বিপক্ষেরা এক প্রকার শৌণ্ডিক কহিত। বারো ক্রমশ কুইষ্টর এবং ইডাইল অর্থাৎ বিচার কর্ত্তা ও প্রিতর হইয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহার ত্রিব্যুনত্বের কোন বৃত্তান্ত শুনা যায় না, আর কেহ এমত অধম কুলোদ্ভব ও ইতর দলপতি হইয়া রাজ শাসন অথবা যুদ্ধ সম্পর্কীয় বিশেষ গুণাভাবে যে ঐ সকল প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, ইহারও কোন উদাহরণ রোমদেশীয় পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় না। বারোর বক্তৃতা শক্তি ছিল বটে, কিন্তু কেবল বক্তৃতাশক্তির গুণে এমত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। বোধ হয় তিনি নগরীয় প্রিতর ছিলেন, তাহা হইলে ব্যবস্থা শাস্ত্রে অবশ্য তাঁহার সমীচীন ব্যুৎপত্তি থাকিবে। অধিকন্তু তিনি কানি ক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজশাসন ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় নানা প্রকার মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুরাবৃত্ত রচকদের কথা প্রমাণ তিনি এক গর্ব্বিত ইতর দলপতি মাত্র হইলে ঐ সকল কর্ম্ম কখনও প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। কুলীনেরা তাঁহার কন্সলত্ব পদে নিযুক্ত হওনে অনর্থক আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোন হানি হয় নাই, বরং তিনি একাকী কন্‌সল পদ প্রাপ্ত হইলেন, কেননা উক্ত পদাকাঙ্ক্ষি আর কোন ব্যক্তির প্রতি এক দলস্থ সমুদয় ব্যক্তির অভিমতি সূচক বহুতর লোকের সম্মতি প্রকাশ হয় নাই। সুতরাং বারো এক জন সহকারি কন্‌সল নিযুক্ত করণার্থে আপনি সভা করিলেন, এমত স্থলে সভাপতির প্রাধান্য কোন মতে অল্প হয় না তথাপি ইমিলিয়স পলস দ্বিতীয় কন্সল রূপে নিযুক্ত হওয়াতে বারোর এবং সাধারণ লোকদের মহা সৌজন্য প্রকাশ পাইতেছে, কেননা ঐ ইমিলিয়স কুলীনবর্গের এক জন প্রসিদ্ধ সপক্ষ, আর তিন বৎসর হইল তিনি কন্‌সল হইয়া ইলিরীয় যুদ্ধের লুঠ বণ্টনে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন বলিয়া অপবাদিত হইয়াছিলেন, পরে যদিও সে অপবাদের বিচারে তিনি নির্দ্দোষী হয়েন তথাচ রোমনগরের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধবীরত্ব উত্তম ছিল, একারণ

সাধারণ লোকেরা আপনাদের সপক্ষ বারোর পদপ্রাপ্তি নিশ্চয় হওয়াতে এক্ষণে কুলীনদের মনোনীত প্রার্থককে গ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অসম্মত হইল না।

প্রিতর নিযুক্ত করণেও ঐ রূপ ধীরতা ও অপক্ষপাতিতা প্রকাশ হইয়াছিল। চারি জন প্রিতরের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ মার্সেলস, এবং পষ্টুমিয়স আল্‌বিনস নিশ্চয় কুলীন দলস্থ ছিল, অপর দুই জন অর্থাৎ ফুরিয়স ফাইলস এবং পম্পোনিয়স মেথো ইহারাও কন্‌সলীয় লোক ছিল ও কুলীন বর্গের কখন বিপক্ষ হয় নাই। এই শেষোক্ত দুই জন নগরীয় প্রিতরপদে নিযুক্ত হয়েন, মার্সেলস বহরের অধ্যক্ষ হইয়া ইতালির দক্ষিণ কূলের কর্ত্তৃত্বভার লইলেন, এবং পষ্টুমিয়স সিসাল্‌পিন গালীয় সীমার রক্ষক হইলেন।

হেমন্ত ও বসন্তকালে যুদ্ধের কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা হয় নাই। নূতন কন্‌সলেরা রাজকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার পরও সর্বিলিয়স ও রেগুলস কিয়ৎকাল প্রতিনিধি কন্‌সল রূপে সেনার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে২ ক্ষুদ্র যুদ্ধ ব্যতীত শত্রুর সঙ্গে তাঁহাদের কোন সাধারণ সংগ্রাম হয় নাই। হানিবল তখন জেরোনিয়মে ছিলেন, এবং পূর্ব্ব বৎসরের বহু যত্নে সংগৃহীত দ্রব্যদ্বারা সেনার পোষণ করিতে লাগিলেন। কন্‌সলেরা তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া কানুসিয়মের নিকটস্থ দেশ হইতে আহারাদি প্রাপ্ত হইতেন, এবং অফিডসের সন্নিধানে কানি নগরের মধ্যে যে বৃহৎ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন সেখান হইতেও তাঁহাদের খাদ্যাদি আসিত।

এই প্রকারে অনেক দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিরাম থাকাতে হানিবলের বুদ্ধি কৌশল অতি উত্তম রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সেনার মধ্যে অধিকাংশ লোক গাল জাতীয় ছিল, তাহারা যাবদীয় অসভ্য লোকের মধ্যে অতি চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত, কেবল নিরন্তর অর্থ পাইলেই বিশ্বাসি হইয়া থাকিত, যে যতক্ষণ তাহাদিগকে বেতন অথবা লুঠ দিয়া তুষ্ট করিত সে ততক্ষণই তাহাদের বন্ধু। তাঁহার সেনার মধ্যে গাল

জাতি ব্যতীত আর যাহারা ছিল, তাহারা স্পেনীয় অথবা আফ্রিকান। স্পেনীয়েরা কার্থেজিনদের নূতন প্রজা, তাহাদের ভাষা ও জাতি স্বতন্ত্র, তাহারা যুদ্ধ অথবা নিতান্ত আলস্য এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে কালক্ষেপ করিতে জানিত না, তাহাদের জাতীয় কএক জন যখন রোমীয় শিবিরের রীত্যনুসারে প্রধান সেনানীর তাম্বুর সম্মুখে শত সেনাপতিদিগকে যুদ্ধের অভ্যাসার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে দেখিল তখন তাহাদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাহাদের তাম্বুর পথ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিল, কেননা শত্রুর সহিত সংগ্রামের বিরাম কালে তাহাদের অনুভবে অলস হইয়া স্বচ্ছন্দে সুখ ভোগ ব্যতিরিক্ত আর কোন কার্য্য নাই। হানিবলের সেনার মধ্যে যে সকল আফ্রিকান ছিল, তাহারাও কার্থেজ জাতীয় নহে, কার্থেজিনেরা তাহাদের উপর কঠিন শাসন করিত, তাহারাও নিজ প্রভুর সহিত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মর্ম্মভেদি যুদ্ধ করিয়াছিল। হানিবলের চমূ এমত দুর্দ্দান্ত লোকে পূর্ণ হইলেও এবং শীতকালে এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিরাম দ্বারা স্বজাতীয় উত্তম সৈন্য শাসনের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার সেনাগণ ধৈর্য্যহীন হয় নাই। তাহারদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই, ও পরস্পর কলহও করে নাই। স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত গালেরাও যেন মায়া শক্তিতে প্রশান্ত হইয়াছিল, তাহারা আপুলিয়াস্থ শিবিরে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিল, আপনাদের দেশে অথবা শত্রুদলের মধ্যে কুত্রাপি যায় নাই, বরং অনেক নূতন গালীয় লোক বোধ হয় থ্রাসিমিনীর যুদ্ধান্তে আরিমিনম হইতে রোমানদের পলায়নের পর কার্থেজিনদের সহিত মিলিয়াছিল। গালীয় স্পেনীয় এবং আফ্রিকান সকলেই হানিবলের চরিত্রে মোহিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার শাসনে থাকিয়া আপনাদিগকে দুর্জ্জেয় জ্ঞান করিয়াছিল। স্পেনীয় ও আফ্রিকান সেনারা এমত সেনাপতির অধীনে থাকিয়া কার্থেজ জাতির আধিপত্যকে উৎকৃষ্ট লোকের স্বাভাবিক প্রভাব বোধ করিয়া

সহজে বশীভূত হইয়াছিল। আর গালেরা রোমনগরের কাপিতল পুনর্ব্বার আক্রমণ করণার্থে ঐ বীরকে আপনাদের দেশীয় দেবতাদের প্রেরিত অধ্যক্ষ জ্ঞান করিয়াছিল।

সিলিনস নামক গ্রীক পুরাবৃত্ত রচক সেই সময়ে প্রত্যহ হানিবলের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন, তিনি যদিও তাঁহার যুদ্ধ শাসনের সকল রহস্য জানিতেন না তথাপি তাঁহার লৌকিক আচরণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রাত্যহিক ব্যবহার অবশ্য উত্তম রূপে বিদিত ছিলেন, এবং নিশ্চিন্ততার সময়ে তাঁহার সমস্ত কথোপকথন শুনিয়া মনের ভাবও উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন যেহেতু এই প্রকার কথোপকথনেই মহৎলোকের আন্তরিকভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ঐ গ্রন্থকারকের পুস্তক এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার যে প্রকার লিখিবার সুযোগ ছিল, গ্রন্থ তদনুযায়ি উপযুক্ত হইলে তাঁহার অনেক কথা অন্যান্য গ্রন্থকারকের পুস্তকে উদ্ধৃত হইত, এবং তাহা হইলে আমরাও হানিবলকে বিশেষরূপে জানিতাম, এবং তাঁহার নিত্য সমভিব্যাহারি সেনানীদের নামমাত্র না জানিয়া চরিত্রেরও অনেক পরিচয় পাইতাম আর তাহা হইলে মাহার্বল যিনি সর্ব্বোত্তম অশ্বারূঢ় গণের সর্ব্বোত্তম অধ্যক্ষ ছিলেন, ও হাস্‌দ্রুবল যাঁহার প্রতি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত শত্রুর দেশে সৈন্যদের খাদ্য দ্রব্যাদি সংস্থানের ভার অর্পিত হইয়াছিল, এবং হানিবলের বিক্রমশালী ও প্রতাপবান্ অনুজ মেগো যিনি ত্রিবিয়া যুদ্ধে গোপনীয় সৈন্য দলের অধ্যক্ষ ছিলেন, ইঁহাদের সকলেরও উপাখ্যান প্রকাশ থাকিত, এবং যোদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ আর এক হানিবলের কথাও জানা যাইত, যিনি সেনাপতির মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি দিতেন। তাঁহার অন্যান্য গুণাভাবে কেবল ক্রূর মন্ত্রণা কথনও হইলে হানিবল তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু সে ব্যক্তিও তাঁহার ন্যায় কার্থেজের পরম বন্ধু ও রোমের মহা শত্রু ছিল, একারণ তাহার মন্ত্রণাতে সম্মত হইয়াছিলেন। পরন্তু সিলিনস মনোযোগ পূর্ব্বক এ সকল বিষয়ের তথ্য হৃদয়-

ঙ্গম করিয়া বর্ণনা করেন নাই, সুতরাং হান্নিবলের শিবির ও তাম্বু বিষয়ক সকল ব্যাপারের উপর এমত আবরণ আছে যে কাব্যরচক রচনা ও ভাবশক্তি দ্বারা যদিও তাহা অপসরণ করিয়া অন্তর্বর্ত্তি ব্যাপার প্রকাশ করিতে পারেন, তথাপি পুরাবৃত্ত লেখক এমত স্থলে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়েন, তাঁহার পক্ষে ঐ আবরণ হেতুক কিছুই দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর হয় না।

পরে বসন্ত কাল প্রবৃত্ত হইয়া অতীতপ্রায় হইল, তখন আপুলিয়ার উর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্য সকল পক্ব হইতেছিল, ইতি মধ্যে হানিবলের শীতকাল যাপনীয় দ্রব্যাদি প্রায় শেষ হইল, অতএব তিনি জেরোনিয়মস্থ শিবির হইতে বহির্গত হইয়া আপুলিয়ার ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, এবং রোমান সেনাকে শীতকালের বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তাহাদের পশ্চাতে গিয়া কানি নগরের বৃহৎ ভাণ্ডার আক্রমণ করিলেন। সেই নগর এক বিলক্ষণ দৃঢ় দুর্গস্বরূপ ছিল, হানিবল তাহা অধিকার করিয়া শস্য সঞ্চয়কাল নিকটবর্ত্তী হইলে রোমানদের, প্রতীক্ষিত খাদ্য সামগ্রী আসিবার পথে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া থাকিলেন, এবং আপনি আপুলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত শস্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন কেবল সেই স্থানের নিম্ন ও উষ্ণ ভূমিতে শস্য প্রায় পক্ব হইয়াছিল, আপুলিয়ার অব্যবহিত নিকটস্থ উত্তরাঞ্চল হিমময় প্রযুক্ত তথায় শস্য শীঘ্র পক্ব হয় নাই, সুতরাং রোমানদিগকে অতিদূর হইতে খাদ্যাদির আহরণ করিতে হইল, নচেৎ পলায়ন অথবা যুদ্ধ ব্যতিরেকে উপায়ান্তর ছিল না, অতএব প্রতিনিধি কন্সলেরা পরামর্শ জিজ্ঞাসার্থে রোমনগরে দূত পাঠাইলেন।

এ বিষয়ের মীমাংসার্থে সহকারি জাতিদের অভিপ্রায় বিদিত হওয়া আবশ্যক, এবং হানিবল শীতকালের মধ্যে তাহাদের মনোগত ভাব পরীক্ষা করিতে অবশ্য বহুযত্ন করিয়া থাকিবেন। এই বিবেচনা করিয়া এক্ষণে রোমান শাসনকর্ত্তারা

অনুমান করিলেন যে শত্রুকে পুনর্ব্বার ইতালির ক্ষেত্র নষ্ট করিতে দিলে সহকারি জাতিরা আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিবে না, একারণ তাঁহারা যুদ্ধই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন, কিন্তু প্রতি-নিধি কন্সলদিগকে কহিলেন যে ত্বরা না করিয়া নূতন কন্সল-দের সসৈন্য হইয়া আগমন পর্য্যন্ত বিলম্ব করেন, কেননা যুদ্ধের ব্যবস্থা হওয়াতে সেনেটরদের বোধ হইয়াছিল যে অনেক সৈন্য একত্র করিলে জয় হইতে পারিবে। প্রাচীন সৈন্য অপেক্ষা এক্ষণে কত অধিক নূতন সেনা সংগৃহীত হইল, তাহা আমরা নিশ্চয় অবগত নহি, কিন্তু অভিনব কন্সলেরা যৎকালে রণস্থলে আসিয়া সমস্ত সেনার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন তখন তাহাদের শাসনে অষ্ট রোমান লিজিয়ন এবং বহুবিধ সহকারি লোক ছিল, সুতরাং হানিবলের বিরুদ্ধে অবশ্য ৯০০০০ যোদ্ধা উপস্থিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু দূর হইতে এত লোকের আহা-রাদির আহরণ করা অসাধ্য, অতএব তাঁহাদের পক্ষে শীঘ্র যুদ্ধ করাই নিতান্ত আবশ্যক হইল।

উক্ত দুই দল সেনা কিপ্রকারে অফিডস নদীতীরে পরস্প-রের সম্মুখে আসিল তাহা সহজে নিশ্চয় করা যায় না, বোধ হয় রোমানেরা নূতন কন্সলদের আগমনের পূর্ব্বে হানিবলের অতি নিকট পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে সাহস করে নাই, কেননা যখন তাঁহার পশ্চাতে আগমন স্থির করিল তখন দুই দিবসের পূর্ব্বে নিকটস্থ হইতে পারে নাই। পরে তাঁহার তিন ক্রোশ অন্তরে তাহারা শিবির করিয়া দেখিল যে তিনি অফিডসের বাম পার্শ্বে সমুদ্রতীর হইতে আট কিম্বা নয় মাইল দূরে থাকিয়া সমুদ্র কূলস্থ প্রদেশ হইতে শস্য সঞ্চয় করিতেছেন, কেননা তখন জুন মাসের অর্দ্ধ ভাগ অতীত হইয়াছিল। সে স্থলের ভূমি এমত সরল ও ব্যবধান রহিত যে কন্সল ইমিলিয়স শত্রুর অতি নিকটস্থ হইতে অসম্মত হইয়া সমুদ্রের দূরে এক পর্ব্ব-তের উপর অবস্থিতি করিয়া সেই স্থানে যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু ইমিলিয়স এবং বারো উভয়ে এক২ দিন করিয়া সেনাধ্যক্ষতা করিতেন, তাহাতে বারো সংগ্রাম করণার্থে

অস্থির হইয়া পর দিবসে সমস্ত সৈন্যকে স্বীয় শাসনস্থ করিয়া সমুদ্র ও শক্রর মধ্যস্থলে যাওয়াতে ত্বরায় যুদ্ধের উপষ্টম্ভ হইল, সে স্থলে রোমান সেনার বাম পার্শ্বে অফিডস নদী ও দক্ষিণে সেলাপিয়া নগর ছিল।

পরে ইমিলিয়স প্রধান সেনানী হইয়াও সে স্থল ত্যাগ করিতে পরিলেন না, কিন্তু তাঁহার বহুসংখ্যক সেনা থাকাতে কিয়দংশ লোককে নদীর দক্ষিণ পারে পৃথক শিবিরে স্থাপন করিয়া অফিডসের দক্ষিণাঞ্চলের শস্য আপনার অধীনে রাখিতে ও শক্রর লোক সে দিকে ভক্ষ্য দ্রব্যাদি আহরণের নিমিত্ত গমন করিলে তাহাদের ব্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিলেন। হানিবলও রোমানদিগকে এরূপে অবস্থিত দেখিয়া অফিডসের বাম পার্শ্বে গমন করত তাহাদের নিকটস্থ হইলেন এবং নদীকে দক্ষিণে রাখিয়া শক্রর মূলসেনার সম্মুখে শিবির করিলেন।

পর দিবস রোমানদের পঞ্জিকানুসারে পঞ্চম অর্থাৎ জুলাই মাসের সংক্রান্তি ছিল, কেননা রোমানদের গণনাতে ছয় কিম্বা সাত সপ্তাহ ব্যাপিয়া প্রকৃত কালনিরূপণের সহিত বৈলক্ষণ্য আছে। সেই দিনে হানিবল যুদ্ধের উদ্যোগ করত শিবির হইতে বহির্গত হয়েন নাই, সুতরাং বারো তদ্দিবসের অধ্যক্ষ হইয়াও সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিলেন না। পরে যখন ষষ্ঠ অর্থাৎ অগস্ত মাসের প্রথম বাসরে হানিবল প্রস্তুত হইয়া ব্যূহরচনা পূর্ব্বক শিবিরের সম্মুখে নির্গত হইয়া যুদ্ধ দিতে উপস্থিত হইলেন, তখন ইমিলিয়স কর্ত্তা থাকাতে তিনি সে-স্থলে সংগ্রাম করিতে অসম্মত হইলেন, এবং হানিবল সমুদ্র সন্নিধানে ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে শীঘ্র পর্ব্বতের নিকট যাত্রা করিতে বাধ্য হইবেন এই প্রত্যাশায় স্থির হইয়া থাকিলেন। হানিবল দেখিলেন যে শক্র স্থির হইয়া আছে, অতএব স্বীয় পদাতিক সেনাগণকে পুনশ্চ শিবিরে লইয়া গেলেন, আর যে সকল রোমানেরা ক্ষুদ্র২ দলবদ্ধ হইয়া জল আহরণার্থে আসিতেছিল তাহাদিগকে সে স্থলে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত নুমিদিয়ান অশ্বারোহিগণকে পারে পাঠাইলেন। অফিডস

নদীর স্রোত শীতকালে প্রশস্ত ও গভীরজল হইলেও গ্রীষ্ম ঋতুতে সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পজল হইত, সুতরাং স্থানেং অশ্ব ও পদাতিক উভয়েই পদব্রজে পার হইতে পারিত। হানিবলের অশ্বারোহিগণ পার হইলে জল আহরণার্থে আগত রোমানেরা আপনাদের অনেক লোক হারাইয়া তাড়িত হইল, নুমিদি-য়ানেরা তাহাদের পশ্চাৎ শিবির পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রোমানদিগকে আপুলিয়ান ক্ষেত্রের উষ্ণ ভূমিতে জল বিহীনে সেই গ্রীষ্ম কালের রাত্রিতে প্রবাস করিতে বাধ্য করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে বারোর তাম্বুর উপর যুদ্ধের প্রসিদ্ধ চিহ্ন স্বরূপ রক্ত পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। সে দিবস তাঁহার হস্তে সেনার অধ্যক্ষতা ছিল, অতএব তিনি মূল সেনাকে নদী পার হইয়া দক্ষিণ পারে শ্রেণীবদ্ধ হইতে আজ্ঞা দিলেন। দক্ষিণ তীরে ব্যূহরচনা করাতে সেই পারস্থ সৈন্য-গণের নির্ব্বিঘ্নে জল প্রাপ্তি ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি। বোধ হয় হানিবলও দুই পারকেই সমান জ্ঞান করিয়াছিলেন, একারণ দুই ঘাটে সৈন্য পার করিয়া শত্রুর সম্মুখে ব্যূহরচনা করিলেন। সে স্থলে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কানুসিয়ম নামক দৃঢ়তর নগর তিন মাইল হইতে অধিক দূরে ছিল না, এবং তাঁহার শিবিরও নদীর অপর পারে ছিল, সুতরাং পরাজয় হইলে পলায়নের উপায় ছিল না, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে সম্মুখে অতি প্রশস্ত সরল ভূমি আছে, সে স্থানে তাহার বহুসংখ্যক অজেয় অশ্বা-রোহি সেনা অতি সুযোগে যুদ্ধ করিতে পারে, এবং তাঁহার পদাতিক সেনা অল্পসংখ্যক হইলেও শত্রুপক্ষীয় প্রায় সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণ ছিল, অতএব তিনি মনে করিলেন যে তাঁহার পরাজয় কখন হইবে না, এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁহার অন্তকরণ হর্ষ ও উল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া। তাঁহার এক জন কর্ম্মচারি রোমানদের বহুসংখ্যার প্রসঙ্গ করাতে তিনি তাহাকে অবহাস করিলেন, তাহাতে নিকটবর্ত্তি লোকেরা হাস্য করাতে

অন্য সকলেও তদ্রূপ হাস্যধ্বনি করিল, এবং সেনাগণ অধ্যক্ষকে এমত হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে তাঁহার বিবেচনাতে জয়ের সন্দেহ নাই।

যুদ্ধসময়ে কার্থেজিনেরা উত্তরাস্য হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, সুতরাং প্রাতঃকালে তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে রৌদ্র উঠিয়াছিল, আর দক্ষিণ দিক হইতে বৃষ্টি বিনা বায়ুর বহন হওয়াতে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ হইতে মেঘের ন্যায় ধূলী সকল উঠিয়া শত্রুর সম্মুখে উড়িতে লাগিল। তাহাদের বাম পার্শ্বে নদীতীরের নিকট স্পেনীয় ও গালীয় অশ্বারোহি ছিল, কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পর শ্রেণীতে আফ্রিকানদের অর্দ্ধেক পদাতিক রোমানদের ন্যায় সসজ্জ হইয়াছিল, দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অগ্রে গালীয় ও স্পেনীয়েরা মিশ্রিত হইয়াছিল, পরে আরো কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবশিষ্ট আফ্রিকান পদাতিক ছিল, এবং সমস্ত শ্রেণীর দক্ষিণে নুমিদিয়ান লঘু অশ্বারোহিরা ছিল। কিন্তু তাহাদের সমষ্টি সেনার দক্ষিণ পার্শ্বে কোন আশ্রয় ছিল না, সে স্থলের ভূমি নিম্ন ও সরল, এবং কিয়দ্দূরে ক্ষুদ্রং বৃক্ষেতে আচ্ছন্ন পর্ব্বত ও মধ্যেং গর্ত্ত ও গহ্বর ছিল। কোনং গ্রন্থকারক কহেন যে একটা গর্ত্তের মধ্যে কতিপয় অশ্বারোহি ও লঘু শস্ত্রধারি লোক লুক্কায়িত হইয়াছিল। লঘু পদাতিক ও বালিরিয়ান শিকাধারিদের অবশিষ্টাংশ আপনাদের রীত্যনুসারে সমস্ত শ্রেণীর সম্মুখে ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে রোমানদের অসংখ্য পদাতিক তাহাদের সম্মুখে ব্যূহরচনা করিতেছিল। বাম পার্শ্ব হইতে সূর্য্যের রশ্মি তাহাদের অনাবৃত পিত্তলময় শিরস্ত্রের উপর বক্র রেখার ন্যায় পাত হইয়া সার্দ্ধ ফুট উচ্চে উড্ডীয়মান রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পালখ সংঘকে দেদীপ্যমান করিল।

তাহারা দীর্ঘ চর্ম্মে আবৃত হইয়া আপনাদের ভয়ানক শূল ঘূর্ণায়মান করত দক্ষিণ ঊরুদেশে বিশেষ নিঘাতুক এবং ছেদন ও ভেদনে সমান উপযোগি গুরুতর খড়্গ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। শ্রেণীর দক্ষিণে রোমান লিজিয়ন, ও বামে সহকারি

লোকদের পদাতিক ছিল, আর দক্ষিণ পার্শ্ব ও নদীতীরের মধ্যস্থলে রোমান অশ্বারোহি ছিল, তাহারা সকলেই ধনশালি ও কুলীন বংশোদ্ভব, আর বামপার্শ্বে নুমিদিয়ানদের সম্মুখে ইতালীয় ও লাটিন অশ্বারোহিরা থাকিল। লঘু পদাতিকেরা সর্ব্বাগ্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর লঘুসৈন্য ও শিকাধারিদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

রোমান পদাতিকেরা প্রশস্ত রেখার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ না হইয়া অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল, সৈন্যদলের মধ্যে যাহারা পরস্পরের পার্শ্বস্থ ছিল তাহাদের অপেক্ষা অধিক লোক অগ্রপশ্চাৎ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ইহার কারণ কি তাহা কোন গ্রন্থকারক বর্ণনা করেন নাই, সরল ভূমির উপর দুর্ব্বল অশ্বারোহি অথচ অতি পরাক্রান্ত পদাতিক সত্ত্বে এ প্রকার ব্যূহরচনা চমৎকারের বিষয় বটে, বোধ হয় দক্ষিণ পার্শ্বে নদী থাকাতে রোমানেরা তাহাই এক আশ্রয় জ্ঞান করিয়াছিল, এবং বামদিকে অন্য কোন আশ্রয় স্থান পাইয়া থাকিবে যাহা গ্রন্থকারকেরা বর্ণনা করেন না। (কেহ২ কহে যে তাহাদের বাম পার্শ্বের সৈন্যশ্রেণী সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল) অথবা সেনার মধ্যে অনেক নব্য যোদ্ধা থাকাতে তাহারা অগ্রপশ্চাৎ করিয়া শ্রেণী বন্ধনের ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক নব্য যোদ্ধাদিগকে হানিবলের অগ্রবর্ত্তি প্রবীণ যোদ্ধাদের সহিত সংগ্রামে অক্ষম জ্ঞান করিয়া পশ্চাতে রাখিয়াছিল। যাহা হউক, রোমান পদাতিক সেনা শত্রুর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ থাকিলেও তাহাদের অগ্রবর্ত্তি শ্রেণী হানিবলের সৈন্য পংক্তির সমান দীর্ঘমাত্র হইয়াছিল।

লঘুশস্ত্রধারি লোকেরা প্রথমতঃ রীত্যনুসারে ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিল। বেলিরিয়ান শিকাধারিরা রোমানদের শ্রেণীমধ্যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে কনসল ইমিলিয়স স্বয়ং ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। পরে স্পেনীয় ও গালীয় অশ্বারোহিরা রোমানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের সঙ্গে

সংগ্রাম করিতে লাগিল, এস্থলে অনেকেই অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া পদব্রজে যুদ্ধ করিল। রোমানেরা অল্পসংখ্যক ও অপকৃষ্টাস্ত্রধারি হওয়াতে এবং বক্ষঃস্থলের সাঁজোয়া বিরহে কেবল লঘুতর ও ভঙ্গুর শূল এবং গোচর্ম্মের ঢালে কিছু মাত্র করিতে পারিল না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে নিষ্কাসিত হইল। হাসদ্রুবল গালীয় ও স্পেনীয়দের অধ্যক্ষ হইয়া অতি বিক্রম পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলেন, এবং নদী দিয়া রোমানদের পশ্চাৎ ধাবমান হওত তাহাদিগকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিলেন, পরে দক্ষিণে ফিরিয়া নুমিদিয়ানদের সাহায্য করিতে আসিলেন, তাহারা আপনাদের রীত্যনুসারে রোমানদের ইতালীয় সহকারি অশ্বারোহিগণের সহিত ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতেছিল। ইতালীয়েরা স্পেনীয় ও গালীয়দিগকে অগ্রসর দেখিবামাত্র ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়নপর হইল, নুমিদিয়ানেরা পলায়িত শত্রুর পশ্চাৎ ধাবনে অতি নিপুণ, অতএব অবিশ্রান্ত বেগে তাহাদের উদ্দেশে দৌড়িয়া তাহাদিগকে নির্দ্দয়ে বিনাশ করিল, এবং হাস্দ্রুবল সম্পূর্ণরূপে স্বীয়বীর্য্য প্রকাশের নিমিত্ত রোমান পদাতিকের পার্ষ্ণি ভাগে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করিলেন।

তিনি দেখিলেন যে রোমান পদাতিকেরা একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া অনিয়মিত জনতা প্রযুক্ত একজন অন্য জনের উপর পড়িয়া নিরুপায় নিরাশ্রয়ের ন্যায় আত্মরক্ষার্থ যে যেপ্রকারে পারে সে সেই প্রকারে যুদ্ধ করিতেছে, এবং ভগ্নশ্রেণী ও প্রত্যাশাহীন হইয়া কেবল আপনাদের দুর্দ্দান্ত বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রোমানদের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বস্থ সৈন্যশ্রেণী গালীয় ও স্পেনীয় পদাতিকগণকে কুব্জাকৃতি হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের পার্শ্বে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, অতএব একে অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণী হওয়াতে তাহাদের অগ্রভাগ অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহাতে আবার আপনাদের গমন প্রযুক্ত স্থান আরো অল্প হইল, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ সেনাগণ মধ্যাংশের অভিমুখ হওয়াতে সমস্ত সেনা এক নিবিড় শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়া স্বীয় আক্র-

মণের ভারে অগ্রে গমন পূর্ব্বক স্পেনীয় ও গালীয়দিগকে আপ-নাদের পার্ষ্ণিভাগে তাড়াইয়া দিল। এই রূপে জয়ের সহিত অগ্রসর হওয়াতে তাহারা দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে আফ্রিকান পদাতিকদিগকে রাখিয়া ফন্টিনয়ে ইংরাজদের শ্রেণীর ন্যায় একেবারে শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু যাবৎপর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রভাগস্থ সেনা স্পেনীয় ও গালীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তাবৎ দুই দীর্ঘপার্শ্বের সেনা আফ্রিকানদের দ্বারা ভয়ঙ্কর রূপে আক্রান্ত হইল, এবং আফ্রিকানেরা দক্ষিণে ও বামে ফিরিয়া তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়া সম্পূর্ণ-রূপে বিশৃঙ্খল করিল। রোমানেরা এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া এক অচল জনতার ন্যায় হওয়াতে তাহাদের সহস্র২ লোক রণশায়ি হইতেছিল, এবং গালীয় ও স্পেনীয় লোকেরা সম্মুখে আসিয়া তাহাদের অগ্রগমনে ব্যাঘাত করিতেছিল, ও গালীয়েরা তাহাদিগকে উভয় পার্শ্বে ছিন্ন ভিন্ন করিতে-ছিল, এমত সময়ে হাসদ্রুবল তাঁহার জয়কারি স্পেনীয় ও গালীয় অশ্বারোহিগণের সহিত আসিয়া তাহাদের পার্ষ্ণি-ভাগে বজ্রের ন্যায় উৎপতিত হইলেন। তাহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিনাশ হইতে লাগিল, সে প্রকার প্রাণিনাশ কখন কুত্রাপি দেখা যায় নাই, কেবল প্লেটিয়া যুদ্ধান্তে গ্রীকেরা পারসিদের শিবির আক্রমণ করিলে পারসিদের মধ্যে যে ঘোরতর বিনাশ হয় তাহাই ইহার তুল্য হইতে পারে। রোমান ও ইতালীয়েরা যুদ্ধ অথবা পলায়ন করিতে অক্ষম হইয়া শত্রুর খড়্গ দ্বারা অবিরত হত হইতে লাগিল, কেহ ক্ষমা প্রার্থনা করিল না, পাইলও না। ঐ বহুসংখ্যক সেনার মধ্যে কেবল তিন সহস্র লোক সূর্য্যাস্ত কালীন সজীব ও অক্ষত শরীরে সমর ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র২ দলে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে পলা-য়ন করত নিকটবর্ত্তি নগরে আশ্রয় লইল। ইমিলিয়স কন্সল, সর্বিলিয়স প্রতিনিধি কন্সল, মাইনিউশস পূর্ব্বগত অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ, দুই জন কুইন্টর, একবিংশতি সৈন্যের ত্রিবুন, এবং অশীতি সেনেটর, ইহারা সকলে এই রক্তাক্ত সমরে রণশায়ী

হইয়াছিলেন। বারো সেনার দক্ষিণ পার্শ্বে সহকারি ইতালীয়-দের অশ্বারোহিগণের পরাজয় দেখিয়া সপ্ততি অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া বেন্নুসিয়া নগরে নির্বিঘ্নে উপনীত হইয়াছিলেন।

রোমানদের দুর্গতির এখনও শেষ হইল না, তাহারা যুদ্ধের অবসরে হানিবলের শিবির আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অনেক লোককে অফিডসের বাম তীরে রাখিয়া আসিয়াছিল, এবং তৎকালীন অনুমান করিয়াছিল যে হানিবলের অল্প সৈন্য তথাকার শিবির রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু শিবির রক্ষকেরা এমত বিক্রম প্রকাশ করিল যে তাহাতে রোমানদের চেষ্টা ও আক্রমণ বিফল হইবার উপক্রম হইল, এই সময়ে হানিবল যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয় লাভানন্তর নদীপার হইয়া আত্ম শিবির রক্ষা করিতে আসিলেন, তাহাতে আক্রমণকারিরা স্বং শিবিরে পলায়নপর হইয়া অবশেষে আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া শত্রুর শরণ প্রার্থনা করিল। নদীর দক্ষিণ কূলস্থ ক্ষুদ্র শিবিরের কতিপয় সাহসি লোক বল দ্বারা পথ করিয়া কান্নু-সিয়মে উপনীত হইল, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা বাম পারস্থ সঙ্গিদের ন্যায় শত্রুর নিকট শরণাগত হইল।

এই যুদ্ধে হানিবলের ছয় সহস্র সৈন্যও হত হয় নাই, তিনি এত অল্প লোক হারাইয়াও শত্রুপক্ষীয় অশীতি সহস্রাধিক সেনা সংহার এবং তাহাদের দুই শিবির হরণ করিলেন, এবং আক্রমণ করিবার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অতএব এই অনুপম জয়ের পর কার্থে-জিন কর্ম্মাচারিদের হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হওয়া অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। মহার্বল নিজ অশ্বারোহিগণের অদ্ভুত চেষ্টা দেখিয়া হানিবলকে কহিলেন "আমি অশ্বারোহি সেনা লইয়া ত্বরায় অগ্রসর হই, তুমি আমার সাহায্যার্থে পশ্চাতে আইস, তাহা হইলে অদ্যাবধি চারি দিনের মধ্যে কাপিতলে বসিয়া ভোজন করিতে পাইবা"। কখনং ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিলেই বিবেচনার কর্ম্ম হয়, এস্থলে ত্বরা থাকিলে ঐ

প্রকার হইতে পারিত, এবং তাহা হইলে কাপিতলস্থ জয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সেইদিনে সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত হইয়া যেন চিরকালের নিমিত্ত একেবারে পক্ষহীন হইতে পারিতেন, কিন্তু হানিবল তাদৃশ শীঘ্রতার সহিত প্রস্থান করিলেন না। রোমান কুলীনদিগের লৌহবৎ অভেদ্য ও সুদৃঢ় বিক্রম যদিও ক্ষণকালের জন্য ত্রাসপ্রযুক্ত হ্রস্ব হইয়া থাকে, তথাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের অন্তরস্থ উদ্যম পুনশ্চ উদিত হইল, এবং তাহারা আপনাদের শক্তির অতিরিক্ত কল্পনা করিলেও কল্পনা সাধনে যে শক্তির প্রয়োজন ছিল তাহা মনুষ্য জাতীয় স্বভাবের নিয়মানুসারে স্থির প্রতিজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন করিল।

হানিবলের যুদ্ধযাত্রা নিউকার্থেজ হইতে কানিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বেগবান্ স্রোতের ন্যায় কোন বাধা না মানিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক হওয়াতে ঐ বেগবতী যাত্রার এক রেখায় আমাদিগের স্থির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, যে সময় আমরা ঐ স্রোতঃস্বরূপ যাত্রার শেষ তরঙ্গে চক্ষুঃস্থির করিয়া তাহার গভীর অথচ অবিশ্রান্ত ধ্বনিতে কর্ণপাত করি, তৎকালীন চতুর্দ্দিক্স্থ দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য কোন বিষয় আমাদিগের চিত্তে স্থান পায় না, অতএব আমিও এপর্য্যন্ত অন্যান্য কথার প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল হানিবলের প্রস্থানে পাঠক বর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে স্পৃহা করিয়াছি। কিন্তু কানিক্ষেত্রীয় ব্যাপারের পর এবিষয়ের রূপান্তর হয়, ঐ উৎপ্রেক্ষিত স্রোত এক্ষণে শত২ ক্ষুদ্র স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া বিস্তীর্ণ প্রবাহ স্বরূপে সমস্ত উপত্যকা প্লাবিত করিল। সম্প্রতি এই প্রবাহের মধ্যে চতুর্দিক্স্থ প্রবল তরঙ্গ দ্বারা আহত দ্বীপাকার এক শিলাময় প্রস্থ দৃষ্টপ্রায় হইয়া আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, ঐ তরঙ্গসঙ্ঘ যেন উক্ত শৈলকে ভগ্ন করণার্থ প্রখরকোপে আঘাত করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও সে শৈল অটল হইয়া রহিয়াছে, পরে প্রবাহের তেজ যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াতে স্রোতের বিচ্ছেদ প্রযুক্ত স্বল্প জল হইল, তাহাতে ঐ শৈল নির্ব্বাধে উত্তর২ উচ্চতা প্রাপ্ত হইল।

অর্থাৎ যাদৃশ এ পর্য্যন্ত হানিবলের মহাচেষ্টাতে আমাদের চিত্ত স্থির হইতেছিল তাদৃশ দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রোমনগরীর উপর আমাদের বিশেষ মনোযোগ হইবে। এ নগরীর মহা প্রতাপের যথার্থ পরিমাণ করিতে হইলে তাঁহার নানাবিধ প্রতিপক্ষের গণনা করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে যে ইতালির দক্ষিণ অঞ্চলস্থ যাবদীয় দেশ হানিবলের শাসনে তাঁহার স্পষ্ট এবং সাক্ষাৎ বিপক্ষ হইয়াছিল, এবং সিসিলি ও মাসিদন পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার অনিষ্ট কল্পনা করিতেছিল, আর স্পেন রাজ্য তাঁহার অতি ভয়ঙ্কর শত্রুর নিমিত্তে অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। এই রূপে ঘোরতর বৈরী অনেক স্থানে থাকিলেও রোম নগরীর সাহসে ও যুদ্ধকৌশলে কুত্রাপি ত্রুটি হয় নাই, তাঁহাদ্বারা সিসিলি এক আঘাতেই ভূমিসাৎ হইল, এবং মাসিদন আত্মরক্ষার্থে কাতর হইয়া নিকটবর্ত্তি শত্রু নিরাকরণের চেষ্টাতে নিযুক্ত হইল, ও স্পেন হানিবলকে যে অস্ত্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা শত্রুর হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া আহৃত হইল, আর উপদ্রবকারি ইতালি সদ্যই চূর্ণ হইল, পরে তাঁহার মহাশত্রু হানিবল স্বকীয় সেনা ভগ্ন ও নষ্ট হইলে হেক্তরের ন্যায় একাকী স্বদেশীয় প্রাচীরের তলে যুদ্ধ করিয়া চিরকালের যশস্কর বীর্য্য প্রকাশানন্তর মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়া অবশেষে নিপাত হইলেন। ইতি। আর্ণল্ড রচিত রোমের পুরাবৃত্ত হইতে অনুবাদিত।

---

১৭ পরিচ্ছেদ—বাঁজোর জাহাজের বৃত্তান্ত।

ব্রেষ্ট তীরের সম্মুখে ১৭৯৪ শালের ১ জুন বাসরীয় যুদ্ধে বাঁজোর নামে ফ্রেঞ্চ জাহাজের জলে মগ্ন হওয়া স্বভাবতঃ সামান্য ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে এক কাল্পনিক গল্প প্রচার হইয়া পরে মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে ঐ ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত স্থানে লার্ড হাউ ইংরাজদের বহর লইয়া বিলারে টৈজেয়োর শাসনস্থ ফ্রেঞ্চদিগের সহিত ঐ তারিখে

যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন, ফ্রেঞ্চেরা পরাস্ত হইলে তাহাদের ছয় জাহাজ ইংরাজদের হস্তে পতিত হয় এবং একখান অর্থাৎ বাঁজোর জলে মগ্ন হয়।

ফ্রেঞ্চ দেশীয় রাজসভা পরাজয়ের এমত অযশস্কর সংবাদ প্রচার করিতে অসম্মত হইয়া তদ্বিবরণ আপনাদের পক্ষে যত সাধ্য যশস্কররূপে কল্পনা করিয়া ব্যক্ত করিতে বাসনা করিল। অতএব বারের নামক ঐ সভার এক ব্যক্তি যুদ্ধের বর্ণনাতে জলমগ্ন বাঁজোরের বিষয়ে মিথ্যা গল্প কল্পনা করিয়া স্বদেশীয় লোকের নিকট প্রচার করেন যে "তাহাদের সাধারণ উদ্যম অসৌভাগ্যের বিড়ম্বনাতে পরাস্ত হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও অনশ্বর যশোভাজন হইয়াছে, সে যশ অসংখ্য জয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ হইয়া চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে, কেননা বাঁজোর জাহাজ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া সামান্য যুদ্ধার্থে অসমর্থ হইলেও আত্মরক্ষার প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া মগ্নপ্রায় অবস্থাতেও পতাকা নামাইয়া পরাজয় স্বীকার করিল না, শক্ররা তাহার উপর তোপ করিলে জহাজস্থ যোদ্ধারা তোপের বিনিময়ে তোপ ছুড়িয়া সমস্ত ত্রিবর্ণ পতাকা বিস্তার করিয়া "সাধারণ শাসনের জয়!" বলিয়া উচ্চৈর্ধ্বনি করিল, এবং সমস্ত অধোভাগ জলমগ্ন হইলেও উপরি ভাগে তোপ ছুড়িতে ক্রুটি করিল না, অবশেষে এই প্রকার উচ্চশব্দ ও অগ্ন্যস্ত্র ত্যাগ প্রযুক্ত ঘোর উন্মাদে এবং অজেয় নৈরাশে গভীর সমুদ্রতলস্থ হইল, সুতরাং "সাধারণ শাসনের জয়!" এই চীৎকার এবং উপরিস্থ সমূহ তোপশ্রেণীর ভয়ঙ্কর ধ্বনি ইহাই তাহাদের শেষ শব্দ হইয়াছিল"*।

এ গল্প নিতান্ত অমূলক হইলেও ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে অনেক দিবস পর্য্যন্ত সকলে বিশ্বাস করিয়াছিল। কার্লাইল নামক ইংরাজ গ্রন্থকারক আপনার বিরচিত ফ্রেঞ্চ দেশীয় রাজ্য বিপর্য্যয়ের বৃত্তান্তে ঐ গল্পের বর্ণনা

---

* মেষ্টর কার্লাইলের পত্র।

করিয়া বাঁজোর মগ্ন হইবার ধারা নিম্ন লিখিত বিচিত্র কথাতে রচনা করেন।

"কিন্তু ঐ বাঁজোর জাহাজের কি হইয়াছে? তিনি পতাকাও নামায়েন না, পলায়নও করেন না। চলৎশক্তি হীন হইয়াছেন, পলাইতে পারেন না, আর পতাকা নামাইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। শত্রুরা জয়ী হইয়া তাঁহার অগ্র পশ্চাতে অগ্ন্যস্ত্রের বৃষ্টি করিতেছে। আর বাঁজোর প্রায় জলমগ্ন হইল। ওরে সামুদ্রিক উপদ্রোহকারিগণ তোমরা বলবান বট, কিন্তু আমরাও কি দুর্ব্বল? দেখ সমস্ত ধ্বজা পতাকা এবং ত্রিবর্ণ অঞ্চল ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইতেছে, এবং সমস্ত নাবিক জাহাজের উপরিভাগে সংহত হইতেছে, এবং ডুবিতে২ একত্র চিত্তোন্মাদক চীৎকারের সহিত কহিতেছে "সাধারণ শাসনের জয়!"। বাঁজোর চঞ্চল হইয়া ঘুরিতেছেন, এই তাঁহার শেষ আবর্ত্তন, মহাসাগর তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে, বাঁজোর "সাধারণ শাসনের জয়" এই শব্দের সহিত দুর্জ্জেয় হইয়া অত্যয় প্রাপ্ত হইল"।

অপর উক্ত গল্প প্রচার হওনের চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর পরে ১৮৩৮ শালের নবেম্বর মাসে সন নামক সংবাদ পত্রে রিয়ার আডমিরাল গ্রিফিথ সাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গল্পকে উপহাস্যও অলীক কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আডমিরাল গ্রিফিথ উক্ত যুদ্ধের সময় ইংরাজদের এক জাহাজের চতুর্থ লেফটেনেন্ট থাকিয়া বাঁজোর কিরূপে জলমগ্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন; ঐজাহাজ কেবল পতাকা নামাইয়াছিল এমত নহে, কিন্তু তাহার কাপ্তেন কএক নাবিকের সহিত আডমিরাল গ্রিফিথ যে জাহাজের লেফটেনেন্ট ছিলেন, সেই জাহাজের উপর বন্দিস্বরূপে ছিল, পরে বাঁজোর জাহাজ ইংরাজদের কএক নাবিক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ইংরাজদের অধীনস্থ অবস্থায় জলমগ্ন হয়। ঐ জাহাজস্থ নাবিকদের বিষয়ে আডমিরাল গ্রিফিথ কহেন যে "কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক কখন আত্মরক্ষার্থে তাহাদের অপেক্ষা অধিক ত্বরা করে নাই"।

অনন্তর মেষ্টর্ কার্লাইল বারেরের কল্পিত গল্প প্রকাশ করিয়া তাহার তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিতে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া "সাবধান পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে আমাদের পরম তুষ্টি জনক কথা এই যে উক্ত গল্প বিষয়ক ঘটনার প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পরেও গল্পের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিবার উপায় অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত হইল, কেননা সাধারণ রক্ষার্থ সমাজের প্রতি লিখিত বাঁজোর জাহাজীয় কাপ্তেনের স্বাক্ষরিত এক পত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে নিশ্চয় বোধ হয় যে তাহা ইংরাজদের এক জাহাজের উপর লিখিত হইয়াছিল, এবং বাঁজোর পতাকা নামাইলে তাহার কাপ্তেন ও কএক নাবিক স্থানান্তর হইয়াছিল, আর কতিপয় ইংরাজ নাবিক বাঁজোর জাহাজ অধিকার করিয়াছিল*"।

অপর মেষ্টর কার্লাইল এবিষয়ে উত্তম বিদিত এমত এক জন ফ্রেঞ্চ বন্ধুকে পত্র লিখিয়া উক্ত ব্যাপারের তথ্য স্থির করণার্থ তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহার ফ্রেঞ্চ বন্ধু "ফ্রান্স দেশীয় নাবিক ব্যাপার সংক্রান্ত কএক রাজকীয় কর্ম্মচারি এবং ফ্রেঞ্চ দেশীয় নাবিক বিষয়ের গ্রন্থরচক কএক প্রসিদ্ধ লোক এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকে পত্র দ্বারা উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন যে উত্তর দেন" তাহার একাংশ এস্থলে অনুবাদ করা যাইতেছে।

"আর নাবিক দপ্তরে বিলারে জৈয়ো অথবা জিন বোঁ সেন্ত আন্দ্রের এমত কোন পত্র নাই, যাহাতে অনুমান হইতে পারে যে বাঁজোর পতাকা না নামাইয়া মগ্ন হইয়াছিল। ১৩† বাসরীয় যুদ্ধের বৃত্তান্তে কেবল এই কথা উক্ত আছে যে বাজোর ইংরাজদের সমুদয় বহরের তোপ সহ্য করিয়া পরে অন্তর্হিত হয়, ঐ বহর আমাদের জাহাজ সমূহের সর্ব্বাংশ বিশৃঙ্খল

* ডাক্তর আর্ণল্ডের আধুনিক পুরাবৃত্ত বিষয়ক উপদেশ।

† অর্থাৎ ১৩ প্রাইরিয়াল, তাহা ১ জুনের সহিত সমান।

করণার্থে পাঞ্চিভাগে উৎপতিত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রেণী ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল”।

স্বদেশ বাৎসল্যের মত্ততায় এমত অমূলক গল্প সাহস পূর্ব্বক কল্পিত করাতে সকলের মনে ক্ষোভ হইতে পারে বটে, তথাপি শীঘ্র তাহার অলীকতা প্রকাশ হওয়াতে পুরাবৃত্ত পাঠকের চিত্তে অবশ্য মহাসন্তোষ জন্মিবে। ফ্রেঞ্চ দেশীয় শাসন কর্ত্তারা এমত বিষয়ের তথ্য নিশ্চয়ার্থে আপনাদের নাবিক কর্ম্মচারিগণের লিখিত বৃত্তান্ত পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা বহু যশোভাজন হইয়াছেন। যিনি মেষ্টর কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বিলারে জৈয়ো এবং জিনবোঁ সেন্ত আন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা আলোচনা করিয়া থাকিবেন, সেই বর্ণনাতে উক্ত গল্পের কোন সূচনা না থাকায় ব্যতিরেক মুখে তাহার অসত্যতা প্রকাশ পাইতেছে, আর সাধারণ রক্ষার্থ সমাজের প্রতি কাপ্তেন রোণেদিন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ও যাহার প্রসঙ্গ ডাক্তর আর্ণল্ড করিয়াছেন, তাহাতে অন্বয় মুখে সপ্রমাণ হইতেছে যে বাঁজোর জাহাজ ইংরাজদের অধিকৃত হইয়া সমুদ্রতলগামি হয়। অতএব এই শেষোক্ত বিজ্ঞবর গ্রন্থকারকের কথা প্রমাণ “এস্থলে অন্বেষণ করিবা মাত্র তথ্যপ্রকাশ হইল, অন্যান্য স্থলেও কেহ এই রূপে সত্যপ্রাপ্তির জন্য যথার্থ একাগ্রচিত্ত হইয়া অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহরূপে প্রায় সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন হইতে পারিবে”।

৩ অধ্যায়

বিচিত্র বচন, বক্তৃতা, ইত্যাদি

---

১ পরিচ্ছেদ—রাজাদের বচন

(প্লুটার্ক হইতে অনুবাদিত)

দেরাইয়স।

পারসম্রাজ জরসেসের পিতা দেরাইয়স যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক কহিতেন যে যুদ্ধ এবং বিপত্তিতে তাঁহাকে সর্ব্বদা অধিক বিবেচক করিত।

তিনি পরাজিত দেশ সমূহে কর নির্দ্ধারণানন্তর প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নিরূপিত রাজস্বে প্রজাদের কি ভার বোধ হইয়াছে? তাহারা কহিল "রাজস্ব পরিমিত হইয়াছে"। ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধেক কর মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

তিনি একদা একটী দাড়িম্ব ফল ভাঙ্গিতে ছিলেন, ইত্যবসরে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে ঐ ফলের মধ্যে যত অধিক বীজ আছে তত অধিক কোন্ বস্তু পাইতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি কহিলেন "জোপিরস,"। জোপিরস এক জন ভদ্রলোক, এবং তাঁহার অতিশয় প্রিয়।

ঐ জোপিরস বেত্রাঘাতে আপন শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেরাইয়সের নিকট অত্যাচার পাইয়াছে বাবিলোনিয়ানদের মনে এমত প্রবোধ দেওনার্থে আপনার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাদের বিশ্বাসপাত্র হইয়া পরে তাহাদের নগর দেরাইয়সের হস্তে সমর্পণ করেন। এই নিমিত্তে দেরাইয়স সর্ব্বদা কহিতেন যে শত২ বাবিলন নিজ রাজ্যের সহিত সংযোগ করণাপেক্ষা বরং এক সম্পূর্ণ জোপিরস পাইতেই তাঁহার অধিক অভিলাষ ছিল।

সেমিরেমিস।

বাবিলনের রাণী সেমিরেমিস স্বীয় দেহের সমাধি নিমিত্ত পূর্ব্বেই এক কবর প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর এই লিপি লিখাইয়াছিলেন, যথা "কোন রাজার ধনের প্রয়োজন হইলে এই স্তম্ভ ভগ্ন করিলে বাঞ্ছামত অর্থ পাইতে পারিবে"। দেরাইয়স সেই স্তম্ভ ভগ্ন করিলেন, কিন্তু রজত কাঞ্চন না পাইয়া দেখিলেন যে সেখানে আর একটী লিখন মাত্র আছে, যথা "তুমি অতি নীচ ও ধনলোলুপ না হইলে মৃতলোকদের আলয় উচ্ছিন্ন করিতা না"*। [কেননা সে দেশীয় লোকের মনে এই এক সংস্কার ছিল যে মৃতলোকদের কবর খনন করায় অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়]।

আর্টেজরসেস দীর্ঘবাহু।

জরসেসের পুত্র আর্টেজরসেস এক বাহুর অতিরেক দীর্ঘতা প্রযুক্ত দীর্ঘবাহু নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। তিনি কহিতেন যে হরণ করাপেক্ষা যোগ করা রাজধর্ম্মের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

তিনি যখন মৃগয়া করিতে যাইতেন তখন সমভিব্যাহারিদের সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগকে অগ্রে বাণ নিঃক্ষেপ করিতে অনুমতি করিতেন।

তিনিই প্রথমতঃ দুরাচারি কর্ম্মকারকদিগের এই দণ্ড ব্যবস্থা করেন যে শরীরে বেত্রাঘাতের বিনিময়ে যেন শরীর হইতে উত্তরীয় বস্ত্র হরণ করিয়া তাহারি উপর বেত্রাঘাত করে, এবং মস্তক মুণ্ডন না করিয়া শিরোভূষণের পালক আচ্ছিন্ন করে।

তাঁহার গৃহাধ্যক্ষ সাতিবাজেনিস কোন সময়ে তাঁহার নিকট এবম্বিধ এক বস্তু যাচ্ঞা করিয়াছিল, যাহা অন্যায় না করিয়া তিনি দান করিতে পারিতেন না। অধ্যক্ষের গণনাতে সে বস্তুর

---

* হিরদতসও এ গল্পের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে নাইতক্রিস নামক আর এক রাণী ঐ রূপ লিপি লিখাইয়াছিলেন।

মূল্য ত্রিংশৎ সহস্র দারিক মুদ্রা ইহা অবগত হইয়া ধনরক্ষককে উক্ত সংখ্যক মুদ্রা আনিতে আজ্ঞা দিলেন, পরে তাহা গৃহাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন “ওহে সাতিবার্জেনিস এই লও, তোমাকে ইহা দিয়াও আমি ধনী থাকিতে পারি, কিন্তু উহা করিয়া আমি আর ন্যায়কারী থাকিতে পারি না”।

কেরিলস।

স্পার্টা দেশের রাজা কেরিলসকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে লাইকর্গস কি কারণ এত অল্প ব্যবস্থা স্থাপন করেন, তাহাতে রাজা উত্তর দেন “যাহারা অল্প কথা কহে তাহাদের অনেক ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই”।

অপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল যে লাসিডিমোনিয়ানেরা কি নিমিত্ত দীর্ঘ কেশ ধারণ করে? ইহাতে উত্তর করেন “কেননা এই ভূষণই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পব্যয় সাধ্য”।

লাইকর্গস।

কোন ব্যক্তি রাজ্যের মধ্যে সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের পোষক উক্তি করিতেছিল এমত সময়ে লাইকর্গস তাঁহাকে কহিলেন “আচ্ছা, প্রথমে তুমি গিয়া নিজ গৃহে সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন কর”।

জ্যেষ্ঠ দাইওনিশস।

জ্যেষ্ঠ দাইওনিশস অপরাধি ব্যক্তিমাত্রকেই উগ্র দণ্ড করিতেন, কিন্তু যাহারা ভোজনোন্মত্ত লোকদের ত্যক্ত উত্তরীয় বসন অপহরণ করিত তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন না। তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে ইহার দ্বারা ভোজন সময়ে সিরাকুস নগরীয় লোকদের উদরম্ভরিত্ব ও মত্ততার দমন হয়*।

এক জন বিদেশি একদা তাঁহাকে কোন গোপনীয় কথা নিবেদন করণার্থে অনুমতি প্রার্থনা করত কহিল যে তাঁহার

---

* গ্রীকদের মধ্যে ভোজন সময়ে উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া বসিবার রীতি ছিল।

প্রতিকূলে কুমন্ত্রণাকারি লোকদিগকে ধরিবার উত্তম উপায় বিদিত করিতে পারে। দাইওনিশস অনুমতি দিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি রাজার নিকটস্থ হইয়া কহিল “আমাকে এক ত্ালন্ত মুদ্রা দেও, তবে সকলে মনে করিবে যে তুমি তোমার প্রতিকূল কোন২ কুমন্ত্রণাকারিদের বিষয়ে সন্ধান পাইয়াছ”। রাজা ঐ মুদ্রা দিয়া এমত ভাব প্রকাশ করিলেন যেন যথার্থ ঐরূপ কোন সন্ধান পাইয়াছেন, আর উক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি কৌশলে চমৎকৃত হইলেন।

এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এক্ষণে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইয়াছেন কিনা? তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন “আমি যেন কখন অবকাশ না পাই”।

কনিষ্ঠ দাইওনিশস।

কনিষ্ঠ দাইওনিশস কহিতেন “আমি যে বহুসংখ্যক তার্কিক লোকের প্রতিপালন করি তাহার কারণ এই, আমি তাহাদিগকে প্রশংসা করি না, কিন্তু তাহাদের উপলক্ষে পৃথিবীস্থ সকল লোকের প্রশংসা ভাজন হইতে প্রতীক্ষা করি”!

তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “প্লেতো ও দর্শন বিদ্যাতে তোমার কি উপকার হইল,” তিনি উত্তর করিলেন, “আমি তাহাদের নিকট কালের এই ঘোর বিপর্য্যয় স্বচ্ছন্দে সহিষ্ণুতা করিতে শিখিয়াছি”।

আলেগ্‌জন্দর।

আলেগ্‌জন্দর বাল্যকালে আপন পিতা ফিলিপের অনেক২ সফল শৌর্য্যক্রিয়ার সংবাদে আনন্দিত না হইয়া সমভিব্যাহারিগণকে কহিতেন “পিতা আমার নিমিত্তে কিছুই রাখিলেন না”। তাহারা কহিত “সে কি? এ সমস্ত তোমারই নিমিত্ত উপার্জ্জিত হইতেছে,” তিনি উত্তর দিতেন “যদি অনেক বিষয়ের অধিকার পাই এবং আপনি কিছুই না করি, তবে তাহাতে কি উপকার?”

ফিলিপ তাঁহাকে শীঘ্রগামি ও ধাবনে কুশল দেখিয়া ওলি-

ম্পিক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যের সহিত দৌড়িতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহাতে আলেগজন্দর কহেন "আচ্ছা, যদি রাজগণকে আমার প্রতিকূলে ধাবমান পাই তবে দৌড়িব"।

তাঁহার উপদেশক লিওনিদস তাঁহাকে পুনঃ২ ধুনাচি লইয়া দেবতাদের উদ্দেশে অবিরত ধূপ ধুনা দগ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার বহুব্যয় নিবারণার্থ কহিলেন "হে বালক যে দেশে কুন্দুরু উৎপন্ন হয়, যখন সেই দেশের প্রভুত্ব করিতে পারিবা তখন অকাতরে সুগন্ধ দ্রব্য উৎসর্গ করিও"। পরে ঐ দেশ পরাজয় করিয়া তিনি লিওনিদসকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি তোমাকে এক শত তালন্ত কুন্দুরু ও গুড়ত্বচ পাঠাইতেছি, তুমি আর দেবতাদের প্রতি কার্পণ্য প্রকাশ করিও না, কেননা ঐক্ষণে আমরা সুগন্ধি দ্রব্যে পূর্ণ দেশের আধিপত্য পাইয়াছি"।

গ্রানিকস যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি মাসিদোনিয়ানদিগকে ভাণ্ডার হইতে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য বাহির করিয়া একত্র মহোৎসবে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, কেননা পর দিবস তাহারা শত্রুর সঞ্চিত দ্রব্য নিশ্চয় ভক্ষণ করিতে পাইবে।

তিনি মাইলিটসে ওলিম্পিক ও পিথিয়ান কৌতুকের কৃতকার্য্য মল্লদের প্রতিষ্ঠার্থ অনেক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের নগর ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন এই সকল প্রকাণ্ডাবয়ব লোক কোথায় ছিল,"।

কেরিয়া দেশের রাণী আডা সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন উত্তম২ পাচক ও মোদক দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে শ্লাঘা পূর্ব্বক পাঠাইতেন, তাহাতে আলেগজন্দর কহিতেন আমার নিকট এতদপেক্ষা উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুতকারক আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের ভোজনের নিমিত্ত রাত্রিকালের যুদ্ধযাত্রা, এবং অপরাহ্নের ভোজনার্থে পূর্ব্বাহ্নে লঘু আহার।

কোন সময়ে যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত হইলে সেনানীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়ের কি আর কোন আদেশ

আছে?। তিনি কহিলেন "না, আর কিছুই আজ্ঞা নাই, কেবল মাসিদনীয়দের শ্মশ্রু ক্ষৌর করিতে কহ"। পার্মিনিও এই আজ্ঞাতে চমৎকৃত হইলে তিনি কহিলেন "তুমি কি জান না, যে সংগ্রামকালে শ্মশ্রু দ্বারা যেমন ধরা যায় তেমন অন্য কোন প্রকারে হয় না"।

দেরাইয়স তাঁহাকে দশ সহস্র তালন্ত দিয়া এস্যার আধিপত্য তাঁহার সহিত সমান করিয়া ভাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাতে পার্মিনিও কহিল "আমি আলেগ্‌জন্দর হইলে ঐ পণ গ্রাহ্য করিতাম", আলেগ্‌জন্দর কহিলেন "হাঁ, আমিও পার্মিনিও হইলে তাহা স্বীকার করিতাম"। পরে দেরাইয়সকে কহিলেন যে পৃথিবী যেমন দুই সূর্য্যকে সহিষ্ণুতা করিতে পারে না, তদ্রূপ এস্যাও দুই রাজা ধারণ করিতে পারিবে না।

একদা যুদ্ধার্থে ব্যূহরচনা হইলে তিনি দেখিলেন যে একজন সৈন্য আপনার শূল শাণিত করিতেছে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কহিয়া সেনাপংক্তি হইতে দূর করিয়া দিলেন, কেননা সে ব্যক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার সময় প্রস্তুত মাত্র করিতেছিল।

আমন দেবের মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাকে জুপিতরের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, "ইহা চমৎকারের কথা নহে, স্বভাবতঃ জুপিতর সকলেরি পিতা, আর নিজ ইচ্ছাক্রমে তিনি উৎকৃষ্ট লোকের পোষক পিতা"।

তাঁহার পাদ একদা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিত এমত অনেক লোক চতুর্দ্দিক হইতে ত্বরায় আসিয়া বেষ্টন করিল, তিনি তাহাদের প্রতি প্রশান্ত মুখে কহিলেন, "তোমরা দেখিতেছ ইহা রক্ত, ইখর নহে,* যাহা ঐশ্বর্য্যশালি দেবগণের শরীর হইতে নির্গত হয়"।

---

* হোমের মহাকবি কহেন যে দেবতাদের শরীরে রক্ত নাই, আর তাহা ক্ষত হইলে রক্ত হইতেও নির্ম্মল ইখর নামক এক প্রকার রসের ধারা নির্গত হয়।

কএক লোক আন্তিপেতরকে পরিমিত ব্যয়ের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য বিষয়ে বিরাগ এবং ক্লেশ স্বীকারের সুখ্যাতি করিতেছিল, এমত সময় আলেগজন্দর কহিলেন, "আন্তিপেতরের বহিস্থ পরিচ্ছদে শ্বেত সজ্জা আছে বটে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ রুধিরাক্ত"।

এক জন ভারুতবর্ষীয় লোক, যে ধনুর্বিদ্যাতে উত্তম খ্যাত্যাপন্ন এবং অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে সক্ষম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সে বন্দিরূপে ধৃত হইলে আলেগ্জন্দার তাহাকে আপনার বিদ্যা দর্শাইতে কহিলেন, পরে সে ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে কুপিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ লোক বধ্যভূমিতে নীত হইতে২ নিকটস্থ লোকদিগকে কহিলেক যে অনেক দিবস পর্য্যন্ত অনভ্যাস থাকাতে যদি লক্ষ্য স্থলে বাণ নিঃক্ষেপ করিতে না পারি এই শঙ্কাপ্রযুক্ত রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি। এই কথা আলেগ্জন্দরের কর্ণ-গোচর হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়া অনেক পারিতো-ষিক দিয়া মুক্ত করিলেন, কেননা সে অসম্ভ্রমের ভয়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

তিনি অতি আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে ক্রেটরসকে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন, আর হিফিষ্টিয়নকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি-তেন, কেননা (তিনি কহিতেন) ক্রেটরস রাজার অনুগত, কিন্তু হিফিষ্টিয়ন আলেগ্জন্দরের অনুগত।

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কটু কথা কহিতেছিল ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন রাজা সৎকর্ম্ম করিলে কাহার২ নিকটে নিন্দা-প্রাপ্ত হয়েন।

তিনি মরণ কালে বন্ধুগণের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন "আমি দেখিতেছি আমার স্মরণার্থ লিপি কোন মতে ক্ষুদ্র হইবে না"।

২ পরিচ্ছেদ—পণ্ডিতদের বচন।

থেলিস

থেলিস কহিতেন জীবন ও মরণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, তাহাতে একজন প্রশ্ন করিল "তবে তুমি কেন প্রাণত্যাগ কর না"? তিনি কহিলেন "প্রভেদ নাই এই কারণেই প্রাণত্যাগ করি না"।

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করে, "পরমেশ্বরের অগোচরে কেহ অন্যায় আচরণ করিতে পারে কি না"? তাহাতে তিনি কহেন "না, তাহার কল্পনাও করিতে পারে না"।

সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার কি? এই প্রশ্নে তিনি কহিয়াছিলেন, "আত্মজ্ঞান"। সর্ব্বাপেক্ষা সুহজ কি? "উপদেশ দেওন"। সর্ব্বাপেক্ষা সুখদ কি? "কার্য্যসিদ্ধি"।

কি হইলে মনুষ্য অতি সহজে দুরবস্থা সহিষ্ণুতা করিতে পারে? এই প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন, "শত্রুকে অধিক দুর্দ্দশা গ্রস্ত দেখিলে"।

আমরা কি রূপে সুশীলতা ও ন্যায়াচরণ করিতে পারি? এ প্রশ্নে তিনি উত্তর করেন, "অন্যের ব্যবহারে যাহা২ দূষ্যজ্ঞান করি তাহা যদি আপনাদের ব্যবহারে পরিহার করি"।

সুখী কে? এ প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন, "যাহার শরীর সুস্থ ও চিত্ত সুশিক্ষিত"।

তিনি কহিতেন, তুমি আপনি পিতার প্রতি যাদৃশ আচরণ কর আপনার সন্তান হইতেও তাদৃশ প্রতীক্ষা করিও।

সোলন।

কথিত আছে ক্রিসস অতি উজ্জ্বল বেশভূষা করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সোলনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এমত শোভা কখন দেখিয়াছিলা? সোলন কহিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি, কুক্কুট ময়ূরাদি পক্ষী স্বভাবতঃ তোমাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও শোভাবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুকে মোহিত করে"।

ঐ পণ্ডিত কহিতেন যে ব্যবস্থা সকল, লূতাতন্তুর সদৃশ,

কেননা কোন দুর্ব্বল ও লঘুতর বস্তু তাহাতে পড়িলে নিঃসন্দেহ রূপে বদ্ধ হয়; কিন্তু গুরুতর বস্তু তাহা ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়।

যাহারা দুরন্ত রাজাদের অনুগ্রহে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, তাহাদিগকে তিনি ক্ষুদ্র২ শিলার সদৃশ কহিতেন, কেননা ঐ শিলা যেমত কখন২ বহুসংখ্যক কখন বা অল্পসংখ্যক অঙ্কের পরিবর্ত্তে স্থাপিত হয়, তদ্রূপ তাহারাও উক্ত রাজাদের স্বেচ্ছানুসারে কখন২ মহৎ ও উজ্জ্বল রূপে গণ্য কখন বা নীচ এবং জঘন্য রূপে গৃহীত হয়।

পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কেন কর নাই? এ প্রশ্ন হইলে তিনি উত্তর দিতেন "কারণ ঈদৃশাচারি লোকের বিষয়ে আমি প্রত্যাশাহীন"।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল, কি হইলে মনুষ্য পরের অন্যায় করণে সাধ্যমতে ক্ষান্ত হইতে প্রবৃত্তি পাইতে পারে? ইহাতে উত্তর করেন, "যাহারা অন্যায় সহ্য না করে তাহারা যদি সহ্যকারিদের ন্যায় কুপিত হয়"।

তাঁহার এক প্রসিদ্ধ বচন এই যে ধন হইতে তৃপ্তি এবং তৃপ্তি হইতে আস্পর্দ্ধা উৎপন্ন হয়।

কাইলো।

কাইলো ইফোরাই নামক বিচারকের পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতা আপনি ঐ কর্ম্ম না পাওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কাইলো কহেন, "কারণ আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি, তুমি পার না,"।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল, বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের মধ্যে প্রভেদ কি? তিনি উত্তর দেন, "সৎপ্রত্যাশা"; মনুষ্যের আচরণের মধ্যে দুরূহ কি?—"রহস্য রক্ষা, অবকাশের কাল উত্তম রূপে যাপন, এবং অন্যায়ের সহিষ্ণুতা করণ"।

তাঁহার অনেক বচনের মধ্যে নিম্ন লিখিত কথা অতিশয় প্রসিদ্ধ, যথা, "কষ্টি প্রস্তরে স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার গুণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণের দ্বারা সদসৎ লোকের মনের পরীক্ষা হয়"।

পিতেকস।

ইঁহাকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল, সর্ব্বোত্তম ব্যাপার কি? তিনি কহেন, "উপস্থিত বিষয়ের উত্তম সাধন করা"।

ক্রিসস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন কাহাঁর শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মান্য? তিনি কহেন, "লিখিত তক্তা," অর্থাৎ ব্যবস্থা শাস্ত্র।

কেহ২ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোন বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য? তিনি কহেন "কাল"। অস্পষ্ট কি? "ভবিষ্যৎ"। বিশ্বাস্য কি? "পৃথিবী"। অবিশ্বাস্য কি? "সমুদ্র"।

তিনি কহিতেন যে ক্লেশ আসিবার পূর্ব্বে সাবধান হইয়া নিবারণ চেষ্টা করা বিবেচক লোকের কার্য্য, আর আসিলে পর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করা সাহসি মনুষ্যের কার্য্য। আর কহিতেন "যে কর্ম্ম করণার্থ মনে কল্পনা করিতেছ তাহা প্রকাশ করিও না কেননা বিফল হইলে উপহাস্য হইবা"।

বায়াস।

প্রশ্ন হইয়াছিল যে কোন্ কর্ম্ম দুরূহ? "অবস্থার অশুভ বিপর্য্যয় সহ্য করা"।

তিনি একদা কএক জন অধার্ম্মিক লোকের সহিত এক জাহাজে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু বহনশীল হইল, তাহাতে তাঁহার অধার্ম্মিক সঙ্গিরা দেবতাদের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন তিনি কহিলেন "চুপ কর, দেবতারা যেন জানিতে না পারেন যে তোমরা এই জাহাজে আছ"।

তাঁহাকে এক বার প্রশ্ন করা গিয়াছিল, মনুষ্যের পক্ষে অতি মধুর বস্তু কি? তিনি উত্তর দেন "প্রত্যাশা"।

কএক অধার্ম্মিক লোক একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ধর্ম্মের অর্থ কি"? ঐ পণ্ডিত তাহাতে কোন উত্তর দেন নাই, পরে তাহারা তাঁহার মৌনাবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন "আমি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম,

তাহার কারণ এই যে তোমাদের যাহাতে সম্পর্ক নাই, এমত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলা"।

তিনি কহিতেন বন্ধুদের অপেক্ষা শত্রুদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করা সুখদ, কেননা মিত্রদের বিচার মীমাংসা করিলে এক জন মিত্র সম্পূর্ণ অমিত্র হইবে, শত্রুদের মধ্যে করিলে এক জন শত্রু বন্ধু হইবে।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল, কোন্ ব্যাপারে মনুষ্যের অধিক সন্তোষ হয়? তিনি কহেন "ধন সঞ্চয়ে"।

পিরিয়ান্দর।

ইনি কহিতেন যাঁহারা নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে চাহে তাহারা অস্ত্রাপেক্ষা অনুরাগকে আত্মরক্ষক করুক।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল তুমি কেন রাজত্ব করিতে ক্ষান্ত না হও? তিনি কহিলেন "কেননা বলদ্বারা রাজ্যে বঞ্চিত হওয়াতে যদ্রূপ শঙ্কা আছে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করাতেও তদ্রূপ ভয় জানিও"।

দিমস্থিনিস।

কোন ব্যক্তি এক ভোজনোৎসবে অনেক কথা কহিতেছিল, তাহাতে দিমস্থিনিস কহিলেন "তুমি যদি এত অধিক বিষয় বুঝিতা তবে এত অধিক কথা কহিতা না"।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল, আমাদের এক জিহ্বা দুই কর্ণ ইহার কারণ কি? তিনি কহিলেন "ইহার তাৎপর্য্য এই যে কথা কহিবার অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে আমাদের শ্রবণ করা উচিত"।

ঈশ্বরের সদৃশ মনুষ্যের কি আছে? এই প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন "দয়া এবং সত্য"।

এক জন কৃপণকে সমাধি করণার্থ নীত হইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন "এই ব্যক্তি উপজীবিকা বিহীনের ন্যায় কাল যাপন করিয়া পরের নিমিত্তে উপজীবিকা রাখিয়া গেল"।

এক মূর্খ ইতর দলপতিকে অতি বাচাল ও কলহকারি

দেখিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "যাহা মহৎ তাহাই সৎ এমত নহে, কিন্তু যাহা সৎ তাহাই মহৎ"।

এক জন লোক তাঁহাকে কহিয়াছিল "তুমি আপন ভূমিতে যত্ন না করিয়া কেবল আত্মতত্ত্বাবধারণে প্রয়াস করিয়া থাক", তিনি উত্তর দেন "আমি যদ্দ্বারা ভূমি উপার্জ্জন করিয়াছি তাহারি তত্ত্বাবধারণ করি"।

তিনি দুরাচারি লোকদের সহিত সংসর্গ রাখিয়া নিন্দিত হইলে কহিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি অন্য সকলের অচিকিৎস্য রোগিকে সুস্থ করিতে উদ্যত হয়, সেই উত্তম চিকিৎসক"।

পিথিয়াস তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিয়াছিল যে তোমার বক্তৃতাতে প্রদীপের গন্ধ করিতেছে, তিনি শীলতা অথচ মর্ম্মভেদি শ্লেষপূর্ব্বক উত্তর দিলেন "আমি জানি আমার প্রদীপ জ্বালনে তোমার ক্ষোভ হইয়া থাকে," ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিথিয়াস নিশাতস্কর রূপে বিখ্যাত ছিল।

জ্যেষ্ঠ কেটো।

জ্যেষ্ঠ কেটো লোকসমাজে সাধারণের বহুব্যয় ও ঐশ্বর্য্য ভোগের প্রতি অনুযোগ করণ কালে কহিতেন "কর্ণহীন উদরের প্রতি বক্তৃতা করা কেমন কঠিন!"। যে নগরীতে মৎসের মূল্য বলদ অপেক্ষাও অধিক সে নগরী কি প্রকারে রক্ষা পায় তাহাতে চমৎকার প্রকাশ করিতেন।

নারীগণকে সাধারণের মধ্যে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়া একদা ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "সকল লোক স্ব২ নারীগণের উপর শাসন করে, আমরা তাবতীয় লোকের উপর শাসন করি, কিন্তু আমাদের নারীগণ আমাদের উপর শাসন করে।

তিনি যুবাগণের মুখ পাণ্ডুবর্ণাপেক্ষা রক্তবর্ণ দেখিতে ভাল বাসিতেন।

তিনি আত্মমর্য্যাদাকে সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রধান জ্ঞান করিতেন, কেননা কেহ কখন আত্ম হইতে পৃথক হইতে পারে না।

নগরের মধ্যে অনেক লোকের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, আমার ইচ্ছা যে লোকে কেটোর প্রতি-

মূর্ত্তি কেন স্থাপিত হইয়াছে এ প্রশ্ন না করিয়া কেন স্থাপিত হয় নাই, এই প্রশ্ন করে।

তিনি কহিতেন "যে আত্ম শাসন করিতে পারে না সে সর্ব্বাপেক্ষা অধম শাসনকর্ত্তা"।

যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার ছিল তিনি তাহাদিগকে পরিমিত রূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে পরামর্শ দিতেন কেননা যেন তাহাতে সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব করিতে পায়।

যাহারা গুণের পুরস্কার হরণ করে তাহারা তাঁহার অনুমানে যুবাগণের গুণ হরণ করে।

যাহারা সমুদ্র তীরস্থ ভূমি বিক্রয় করিত তাহাদিগকে যেন সমুদ্র অপেক্ষাও বলবান্ জ্ঞান করিয়া তিনি চমৎকার প্রকাশ করিতেন, কেননা সমুদ্র যাহা প্রায় আদ্র করিতে পারে না তাহা তাহারা এমত সহজে সংহার করে।

এনাক্রিওন।

এই কবি পোলিক্রেটিস নামক দুরন্ত অধিপতি হইতে এক তালন্ত স্বর্ণ পাইলে তাহা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আমি এমত পারিতোষিক চাহি না যাহাতে নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মে"।

---

৩ পরিচ্ছেদ—কালিদাস এবং রাজার উদ্ভট কথা।

বিক্রমাদিত্য রাজসভার উজ্জ্বল রত্ন কবিবর কালিদাস একদা মৌনব্রত করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট তিথির স্থিতি পর্য্যন্ত কথা না কহিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সংকল্পিত ব্রত পালনে কোন বিঘ্ন না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে নগরীয় গোল ও কোলাহল যুক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে গমন করত একাকী দিবাবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে স্থির করিলেন। সেখানে চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ ও বন দৃষ্টি গোচর হওয়াতে তাঁহার চিত্তে কত২ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, চন্দ্রের শীতল রশ্মি দ্বারা যে২ রম্য বস্তুর শোভা প্রকাশমান হইতে ছিল তাহা তিনি

দার্শনিক কবির চক্ষুতে অবলোকন করণে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর উদ্ভট ইতিহাসে কহে যে ঐ নির্জন বিপিন মধ্যে তৎকালে কএক জন লোকের পাদ শব্দ কর্ণগোচর হইল, কিঞ্চিৎ পরে কবিবরের স্থিরচক্ষুর সম্মুখে কতিপয় দুরন্ত মনুষ্য মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। যদিও তাহারা প্রকৃত দস্যু নহে কিন্তু দস্যুর ন্যায় তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাহারা রাজার পরিচর্য্যার্থ লোক ধরিতে নিযুক্ত হইয়া এই অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে জঙ্গল ও পথের ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছিল যে যদি কোন পথিক দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের সম্মুখে পতিত হয়,—কেননা সেই সময়ে রাজার যান বহনার্থ বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কালিদাস তাহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে "তুমি কে" বলিয়া জিজ্ঞাসিল, কিন্তু কালিদাস মৌন ব্রত প্রযুক্ত বদ্ধকণ্ঠ হওয়াতে আপনার কোন পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার মৌনাবলম্বনে তাহারা নিশ্চয় বুঝিলেক যে উক্ত রাজকার্য্যে এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে যোগ্য বটে, অতএব কাব্য ধ্যানের স্থল হইতে তাঁহাকে বল দ্বারা লইয়া গিয়া রাজার পালকি বাহকের পদে অভিষিক্ত করিল। কালিদাস মৌনিভাবে চলিলেন, এবং অন্যান্য সহচর বাহকের সহিত ভূপতির পালকি দণ্ডের তলে স্কন্ধ দিলেন, কিন্তু পালকি দণ্ডের তলে স্কন্ধ দিবার অপেক্ষা কবির লেখনী ধারণে তাঁহার অধিক অভ্যাস ছিল সুতরাং বহু কষ্টে চলিয়াও সহচর বাহকদের তুল্য শীঘ্র যাইতে অক্ষম হইলেন। নৃপতি তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া মনে করিলেন যে এ ব্যক্তি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া থাকিবে, পরে করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার রাজদয়া ও পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থে সংস্কৃত কবিতাতে বক্তৃতা করত কহিলেন।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি"*

পরন্তু তাঁহার পণ্ডিত বাহকের যেমত পালকি বহনে অনভ্যাস

* "হে জাল্ম যদি তোমার স্কন্ধ ব্যথিত হইয়া থাকে তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর"।

ছিল ধরণীপতিরও এ প্রকার রচনা করণে তদ্রূপ অনভ্যাস ছিল। তখন অন্য তিথির সঞ্চার হওয়াতে কালিদাস মৌনব্রতের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, অতএব পালকি স্কন্ধে থাকায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইলেও রাজবক্তৃতায় ব্যাকরণের উপর যে আঘাত পড়িল তাহাতে তাঁহার কর্ণে আর অধিক দুঃখানুভব হইল, একারণ তিনি নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া উত্তর দিলেন। যথা—

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।*

---

৪ পরিচ্ছেদ—গান্ধারীর বিলাপ।

(মহাভারত হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত)

আমার রণশায়ী পুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেউদ্যত হইয়া যখন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল তখন আমি এই মাত্র কহিয়াছিলাম যে "ধার্ম্মিকেরই জয় হউক"! এক্ষণে সেই পুত্র গতাসু হইয়াছেন, হায়! ধৃতরাষ্ট্রের এক মাত্র অবলম্বন ছিল, অবশেষে তাহাও ভগ্ন হইল আমার তনয় গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু শূরের ন্যায় গতাসু হইয়া বীরশয়নে শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বদা অভিষিক্ত মুকুটধারি ভূপতি সমাজে অগ্রগণ্য হইতেন, অদ্য তিনি একাকী সকলের উপেক্ষিত হইয়া ধূলীর উপর শয়ন করিতেছেন। অহো কালের কি বিপর্য্যয় ও সৌভাগ্য কি চঞ্চল! পূর্ব্বে যাহাকে রম্য২ প্রাসাদের মধ্যে রাজন্যবর্গ ও মহাকুলীন ব্যক্তিরা সেবা করিত তিনি অদ্য অনাবৃত ক্ষেত্রে অশুভ শৃগাল ও গৃধ্রের উপাস্য হইয়াছেন। যিনি জীবদ্দশায় রাজকন্যার হস্তেস্থিত মনোহর ব্যজনের বায়ু সেবন করিতেন, অদ্য তাঁহার দেহের উপর হিংস্রক পক্ষি সকল পক্ষব্যজন করিতেছে।

---

* আমার স্কন্ধে তাদৃক পীড়া দেয় না, বাধতি যেমন পীড়া দিতেছে।

আমার মহাবীর পুত্র অদ্য রুধিরাক্ত ভূমিতে পতিত হওয়াতে নীল মেঘে আচ্ছন্ন শরচ্চন্দ্রের তুল্যাকার হইয়াছেন। তিনি যুদ্ধের ঘটনা বশতঃ ভীমসেনের অস্ত্রদ্বারা হত হইয়া যেন এক দুর্দ্দান্ত সিংহের দ্বারা পাতিত অন্য এক দুর্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় রহিয়াছেন। ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত যে পৃথিবীমণ্ডল নির্ব্বাধে দুর্য্যোধনের শাসনস্থ ছিল, এক্ষণে সেই পৃথিবীর পতি অনাবৃত ক্ষেত্রে হিমাঙ্গ ও গতাসু হইয়া শয়ন করিতেছেন। যে ভূমণ্ডল আমার পুত্রের শুভ শাসনে ধনসম্পত্তি ও অশ্বগজেতে পূর্ণ ছিল, অদ্য সেই ভূমণ্ডল নির্ধন ও সম্পত্তিহীন হইয়া অন্য এক জনের শাসনস্থ হইল। ইতি স্ত্রীপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত।

---

৫ পরিচ্ছেদ—রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের উক্তি।

(রামায়ণ হইতে অনুবাদিত)

[অযোধ্যার রাজা দশরথ জেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, কেকয়ী নাম্নী এক রাজমহিষী তাঁহাকে ঐ অভিপ্রায় হইতে বিরত করিয়া স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজা ও রামচন্দ্রকে বনবাসী করিতে প্রবৃত্তি দিল, অনন্তর দশরথ শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে রাজ্য ভোগ করিতে অসম্মত হইয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনে গমন করিয়া তাঁহাকে কবির বচন প্রমাণ এই বক্তৃতা করেন]।

হে অরিন্দম! এই পৃথিবীর মধ্যে তোমার সদৃশ কে আছে? তুমি সুখেতেও গর্ব্বিত হও না, দুঃখেতেও কাতর নহ, বৃদ্ধ লোকেরাও তোমার সম্ভ্রম করে, তুমিও সংশয়স্থল উপস্থিত হইলে তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি কর না, যাহার এমত প্রগাঢ় বুদ্ধি সে কেমন করিয়া দুর্ঘটনায় পরিতপ্ত হইতে পারে? যে তোমার ন্যায় আত্ম হিতাহিত বুঝিতে পারে সে কখন শোকের উৎকণ্ঠায় মগ্ন হইতে পারে না, আর তোমার যে প্রকার মহানুভবত্ব সত্যবাদিত্ব বহুদর্শন ও জ্ঞান

এবং বুদ্ধি তাহাতে অমরগণের ন্যায় দিব্য চিত্ত প্রকাশ পায়, এমত চিত্তে জগতের অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার জ্ঞান সম্পূর্ণ আছে, সুতরাং দুঃখ ও অনিষ্টে কোন বিকার জন্মিতে পারে না, অতএব আমি প্রবাসে থাকিলে আমার ক্ষীণ জননী দুর্ম্মতি প্রযুক্ত আমার ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তে কাতর হইয়া যে ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে তজ্জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পুত্রধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমি তাঁহার দণ্ডার্হ পাপের দণ্ড করিতে পারি না, মহাত্মা দশরথের পুত্র হইয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ জানিয়া আমি কেমন করিয়া কুৎসিত কর্ম্ম করিব? মৃত রাজা আমার পিতা, তিনি আমাদের পূজ্য, লোক সমাজে যেন দেবতার ন্যায় সভা উজ্জ্বল করিতেন, আমি তাঁহার গর্হণা করিতে পারি না। কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম বুঝিয়াও কেবল স্ত্রীর পরিতোষার্থে কেহ এমত অন্যায় ও রাজপুরুষার্থহীন কর্ম্ম করিতে পারে না, শ্রুতির এক প্রসিদ্ধ বচন আমার স্মরণ হইতেছে, যথা অন্তকালে সকল ভূতের বুদ্ধি শক্তির ক্ষয় পায়, রাজার ক্রিয়া দ্বারা সেই শ্রুতি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল। কিন্তু এক কুপিতা স্ত্রীর মন্ত্রণাতে ত্বরা ও ভয় প্রযুক্ত পিতা যে অকর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তুমি সাধু পুত্রের ন্যায় মার্জ্জন কর। যে পুত্র পিতার দোষ গণ্য করে না সেই সকলের নিকট যথার্থ পুত্র বলিয়া মান্য হয়, এবং ইহার অন্যথায় বিপরীত হয়। তুমি সেই রূপ পুত্র হও। পিতার দোষ আর প্রচার করিওনা, তাহা সকলেরি নিন্দিত হইবে। হে বীর তোমার কর্ত্তব্য আমাকে ও আমার মাতা কেকয়ীকে ত্রাণ কর, এবং পিতার নাম রক্ষা কর, ও জ্ঞাতি বন্ধু এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে প্রতিপালন কর। অরণ্য এবং ক্ষত্রিয় পদ পরস্পর কেমন অসংলগ্ন! জটা ধারণ ও প্রজা পালনের মধ্যে কি সংযোগ আছে?। অতএব পিতার এরূপ আজ্ঞার পালন কর্ত্তব্য নহে, ক্ষত্রিয়ের প্রথম ধর্ম্ম এই যে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজার প্রতি-পালনে রত থাকে, কোন্ ক্ষত্রিয় মতিভ্রম প্রযুক্ত পরোপ-

কার করিবার প্রত্যক্ষ নিশ্চয় এবং স্থির উপায় ত্যাগ করিয়া সন্দিগ্ধ ও অলক্ষিত এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উপায় অবলম্বন করিতে পারে? যদি ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক কষ্ট সাধ্য ধর্ম্মেই তোমার প্রয়াস হইয়া থাকে তবে আমাদের চতুর্বর্ণ প্রজার ন্যায়পূর্ব্বক শাসনে ক্লেশ ও দুঃখ স্বীকার করিয়া আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পার। সুনীতি ও ধর্ম্মের নিয়মে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, তবে তুমি তাহা কেন ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা কর? আমি তোমার অনুজ, পদে ও জ্ঞানে তোমা হইতে ক্ষুদ্রতর, তুমি বর্ত্তমানে আমি পৃথিবী পালনের ভার কিপ্রকারে গ্রহণ করিব?। আমার বুদ্ধি অতি কোমল, এবং উপযুক্ত গুণও নাই, আর অবস্থা তোমার অপেক্ষা নীচ, এপ্রযুক্ত তোমার বিরহে আমি জনপদে বাস করিতে পারি না, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব পৈতৃক অধিকার গ্রহণ করিয়া আপন বন্ধুগণের সহিত এই সমস্ত রাজ্য নির্ভয়ে ও নিরুৎকণ্ঠে শাসন কর। মান্যবর মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠ উপস্থিত ঋত্বিক্‌গণ ও সমূহ প্রজার সহিত এই স্থলেই তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন, তুমি আমাদের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন করত মরুৎগণের সমভিব্যাহারি ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুল জয় কর। জন্ম বশতঃ সকল লোকেরি উপর যে তিন ঋণ আইসে তাহার পরিশোধ করত আমাকে তোমার প্রজা জ্ঞান কর, এবং দুরন্ত লোকের চিত্তে শঙ্কা বিস্তার করিয়া ভদ্রলোকের পালন কর। সুশীল লোকেরা অদ্য তোমার অভিষেকে আনন্দ করুক, এবং দুর্বৃত্ত জনেরা তোমার শাসনে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করুক। আমার মাতার আক্রোশ মার্জ্জনা কর, এবং রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া তোমার বনবাসের কলঙ্ক হইতে পিতাকে মুক্ত কর। আমি নতশিরা হইয়া যাচ্ঞা করিতেছি, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের প্রতি যে করুণা প্রকাশ করেন তাহা তুমি আমার ও আমার বন্ধুগণের উপর দেখাও। ইতি অযোধ্যা কাণ্ড, ৭৫ অধ্যায়।

৬ পরিচ্ছেদ—রামচন্দ্রের উত্তর।

হে ভরত! কেকয়ী এবং রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের পুত্র! তোমার বাক্য আমি উপপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তথাপি হে ভ্রাতঃ বিবেচনা কর আমাদের পিতা প্রথমতঃ তোমার মাতাকে বিবাহ করিবার সময় তোমার মাতামহের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে এই মহৎ রাজ্য তাঁহাকে শুল্ক স্বরূপে দান করিবেন, এবং দেবাসুরের যুদ্ধকালে তোমার জননী আমাদের পিতার মহোপকার করাতে তিনি তুষ্ট হইয়া আর এক কথা স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিবেন, সম্প্রতি তোমার যশস্বিনী মাতা রাজাকে ঐ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দুই বর প্রার্থনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ তুমি যেন রাজ্যাভিষিক্ত হও; দ্বিতীয়তঃ আমি যেন অরণ্যবাসী হই। রাজা অঙ্গীকৃত পালনের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আর কোন উপায় দেখিলেন না, সুতরাং তাঁহার যাচ্ঞাতে সম্মত হইলেন। অতএব পিতৃ আজ্ঞাতে আমি এই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছি, তিনি তোমার জননীকে যে বর দান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করণার্থে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব, একারণ আমি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত পিতৃ বাক্য পালন করিতে এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছি। তুমিও অবিলম্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তদ্রূপ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বদ্ধ আছ, হে ভ্রাতঃ আমার অনুরোধে পিতাকে প্রতিশ্রুত ঋণ হইতে মোচন কর; তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহ, অতএব পিতাকে উদ্ধার কর, এবং তোমার মাতাকে আনন্দিত কর, এবং অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিয়া শত্রুঘ্ন ও ব্রাহ্মণদের সহিত প্রজাগণকে সান্ত্বনা কর, আমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। হে ভরত তুমি নরলোকের রাজা হও, আমি বন্য মৃগের উপর রাজত্ব করি। তুমি আমাদের অনুপম পুরীতে আনন্দে গমন কর, আমি দণ্ডকের নিবিড় বনে প্রবেশ করি। রাজচ্ছত্র সূর্য্যের উত্তাপ আচ্ছাদিত করিয়া তোমার মস্তকে শীতল

ছায়া বিস্তার করুক, আমার পক্ষে এই নিবিড় বনের বৃক্ষ সমূহ ক্রমশ যথেষ্ট আশ্রয় হইবে। অতুলবুদ্ধি ও জ্ঞানকুশল শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হইয়া পরামর্শ দিবেন, লক্ষ্মণ আমার পরীক্ষিত বন্ধু, ইনিই আমার অনুকূল থাকিবেন। হে ভরত বিষণ্ণ হইও না, আমরা চারি ভ্রাতা পিতার প্রতিশ্রুত কথা অখণ্ড রূপে সত্য করিব। ইতি অযোধ্যা কাণ্ড, ৭৬ অধ্যায়।

---

৭ পরিচ্ছেদ—সক্রেতিসের দোষখণ্ডন উক্তি।

আমার অপবাদকেরা কহে যে আমি দেবতাদের অর্চ্চনা ও রাজশাসনের নিয়মের বিরুদ্ধে অনিষ্ট শিক্ষা দিয়া লোক-দের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়াছি। হে এথিনিয়ানেরা তোমরা আপনারাই বিদিত আছ যে আমি কখন শিক্ষকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই নাই, আমার উগ্রতর দ্বেষ্টারাও আমাকে বেতন-গ্রাহি উপদেশক বলিয়া তিরস্কার করিতে পারিবেক না। এ বিষয়ে আমার দারিদ্র্যই প্রবল সাক্ষী, আমি অধন সধন সকলেরি নিকট সমানভাবে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সত্বর হইয়াছি, এবং যখন আমি কথোপকথন করি তখন সকলকেই প্রশ্নোত্তর করণার্থে অবসর প্রদান করি, এই প্রকারে যাবদীয় সৎকর্ম্ম সাধকের হিতার্থে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিনা, আমার শ্রোতাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সৎ কিম্বা অসৎ হইয়া থাকে তবে আমি আপনি যে স্থলে সে দোষ গুণের পোষক উক্তি না করিয়া থাকি সে স্থলে সজ্জনের ভদ্রতা অথবা অসজ্জনের অভদ্রতার কারণ আমার প্রতি যথার্থরূপে আরোপ হইতে পারে না। আবাল বৃদ্ধ সকল-কেই শরীর এবং ধন ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার অস্থায়ি বস্তুর অতিরেক অনুরাগ হইতে নিরস্ত করিয়া সর্ব্বতোভাবে আদর-ণীয় যে আত্মা তাঁহার অনাদরে নিবৃত্ত করিতেই আমি সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছি এবং নিরন্তর তোমাদিগকে কহিয়াছি যে অর্থ হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না বরঞ্চ ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয়, সংসারের সমস্ত বিষয়েই এই ধারা প্রবল।

এই সকল বাক্য প্রয়োগে যদি নব্য লোকের পক্ষে কুসংস্কার দেওয়া হয় তবে হে এথিনিয়ানেরা আমি স্বয়ং আপনাকে অপরাধি স্বীকার করিতেছি এবং দণ্ডার্হ্য বটি। যদি আমার কথিত বাক্য সকলকে অসত্য বল তবে তোমরা আমার মিথ্যা-বাদিত্ব সহজেই সপ্রমাণ করিতে পারিবা। এ স্থলে আমার অনেক শিষ্যকে উপস্থিত দেখিতেছি তাহারাই অগ্রসর হইয়া সাক্ষ্য দিউক। যদি বল শিক্ষাগুরুর অনুরোধে তাহারা আমার বিপক্ষবাদি না হইয়া মৌনাবলম্বন করিবে তথাপি তাহাদের পিতা ভ্রাতা পিতৃব্যাদিরা সে অনুরোধে নিরস্ত হইবেক না, তাহারা আত্মীয় বন্ধু ও সৎলোকের স্বরূপে আপন২ পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্রাদির কুসংস্কার কারকের দণ্ড করিতে অবশ্য সচেষ্ট হইবে। কিন্তু সেই লোকেরাই আমার দোষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বিষয়সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছে।

হে এথিনিয়ানেরা আমার উপর যে প্রকার আজ্ঞা প্রচার করা তোমাদের অভিমত হউক, আমি অনুতাপ করি না, এবং আপনার আচরণও অন্যথা করিব না। পরমেশ্বর স্বয়ং আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন তাহা ত্যাগ অথবা ক্ষণিক কালের জন্য পরিহার করিব না, তিনিই আমাকে স্বদেশীয় নগরবাসি-দের উপদেশার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। পোটিডিয়া আম্ফি-পোলিস ডেলিয়ম প্রভৃতি যে২ স্থলে আমাদের সেনানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলাম সর্ব্বত্র বিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি-য়াছি, এক্ষণে জগদীশ্বর আমার আপনার ও অন্যের শিক্ষার্থে দর্শনবিদ্যানুশীলনে কালক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়া আমাকে যে পদে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা যদি প্রাণের ভয়ে ত্যাগ করি, তবে আমার প্রতি ঘোর দোষ স্পর্শিবে, এবং তজ্জন্য আমি অধার্ম্মিক ও নাস্তিক বলিয়া এই বিচারালয়েই অপবাদিত হইবার উপযুক্ত হইব। যদি তোমরা ভবিষ্যতে আমাকে নির্দ্দোষি করাই ধার্য্য কর, তথাচ আমি তোমাদিগকে এই প্রত্যুত্তর করিতে সঙ্কুচিত হইব না, যথা হে এথিনিয়ানেরা আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট আদর ও স্নেহ করি, তথাপি তোমা-

দের অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক মান্য করিব, এবং যতক্ষণ শ্বাস থাকিবে ততক্ষণ দর্শনবিদ্যা কখন ত্যাগ করিব না, আর তোমাদের যে২ লোকের সাক্ষাৎ পাইব সকলকেই আপনার রীত্যনুসারে সচেতন অথবা অনুযোগ করণে ক্ষান্ত না হইয়া নিরন্তর এই কহিব "হে সৌম্য! তোমরা পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিক্রম হেতু সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী নগরীর বসতি, অতএব সদ্বিবেচনা সত্য ও জ্ঞান রূপ ধনের উপেক্ষা পূর্ব্বক আপন২ আত্মাকে একান্ত সৎ ও সিদ্ধ করণে নিতান্ত অযত্ন করিয়া কেবল ধনসঞ্চয়ের এবং সম্ভ্রম গৌরব ও উচ্চ পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না?"।

আমার বিপক্ষেরা তিরস্কার করত কহে যে আমি গোপনে সকলকে শিক্ষা দিতে সত্বর হই, কিন্তু তোমাদের সাধারণ সভাতে উপস্থিত হইয়া দেশীয় হিতার্থে কখন পরামর্শ প্রদান করি না, এপ্রযুক্ত তাহারা আমাকে নীচ ও অধম প্রকৃতি এবং সাহসহীন কহে। বোধ করি আমার সাহস ও বিক্রমের যথেষ্ট প্রমাণ প্রকাশ আছে, কেননা আমি রণস্থলে তোমাদের সহিত অস্ত্রধারী হইয়াছি, এবং সাধারণ সভাতেও আর্জিনুসি উপদ্বীপের নিকটস্থ সামুদ্রিক যুদ্ধে হত অথবা জলমগ্ন লোকদের শরীর যাহারা তুলিয়া সমাধি করে নাই, এমত দশ জন সেনাপতির প্রতিকূলে তোমরা অন্যায় দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলে আমি একাকী প্রকাশ্যরূপে তোমাদের বিরুদ্ধে উক্তি করিয়াছি, এবং ত্রিংশৎ প্রসিদ্ধ বিদ্রোহাচারি অধিপতিদের অন্যায় এবং নিষ্ঠুর আজ্ঞাতে আপত্তি করিয়াছি, তবে তোমাদের সভায় উপস্থিত হইতে আমার বাধা কি? এবিষয়ে আমার অন্তর্যামিনী ঐ দেববাণীকেই প্রতিবন্ধক দেখিতে পাই যাহার প্রসঙ্গ তোমরা আমার মুখে অনেকবার শুনিয়াছ, এবং যাহাতে মেলিতস বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক উপহাস করিয়াছে। ঐ দৈবাত্মা বাল্যকালাবধি আমাতে লীন আছেন, যখন কোন সঙ্কল্পিত প্রতিজ্ঞাতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে চাহেন তখনি কেবল তাঁহার বর শ্রুতিগোচর হয়, কেননা তিনি নিবৃত্তি ব্যতীত

কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন না। আমি রাজকীয় ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে মানস করিলে সেই আত্মাই সর্ব্বদা ব্যাঘাত করিতেন, এ কার্য্য অসঙ্গতও নহে, কেননা আমি দেশীয় ব্যাপারে ব্যস্ত হইলে আপনার অথবা দেশের কোন উপকার না করিয়া অনেক কাল পঞ্চত্ব পাইতাম। আমি ছল দ্বারা মনের ভাব গোপন না করিয়া সত্যতা ও স্পষ্টতার সহিত কহিতেছি, ইহাতে তোমরা বিরক্ত হইও না। যে ব্যক্তি সমুদয় এক জাতির বিরুদ্ধে আপনার বক্তব্য অকপটে প্রচার করিয়া ব্যবস্থা শাস্ত্রের লঙ্ঘনে ও শাসন কর্ত্তৃদের অন্যায়াচরণে অটলরূপে ব্যাঘাত করে, সে আমাদের দেশেই হউক অথবা অন্যত্র হউক কুত্রাপি অনেক দিবস পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি ন্যায়াচরণের পোষক উক্তি করিতে বাঞ্ছা করে সে যদি প্রাণরক্ষা করিতে চাহে তবে সামান্য অবস্থায় থাকিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে সদা নিরস্ত হওয়া তাহার নিতান্ত আবশ্যক।

হে এথিনিয়ানেরা আমার অধিকন্তু এই বক্তব্য যে ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও যদি আমি স্বল্পবিপন্ন অনেক লোকের ব্যবহারানুসারে সজল নয়নে বন্ধু বান্ধব সন্তানাদি উপস্থিত করিয়া বিচারকর্ত্তৃগণের নিকট বিনতি পূর্ব্বক দোষ মার্জ্জনের জন্য কাতরোক্তি না করি তাহাতে আমাকে অহঙ্কারি অথবা আত্মগর্ব্বিত কিম্বা তোমাদের উপেক্ষা কারি জ্ঞান করিও না, কেননা কেবল তোমাদের ও দেশের সম্ভ্রমার্থে আমি ঐ কার্য্যে বিরত হইয়াছি। তোমরা জান আমাদের দেশের মধ্যে এমত২ লোক আছে যাহারা মৃত্যুকে অশুভ বোধ না করিয়া অন্যায় এবং অপযশকেই ঐ নামে বর্ণনা করে। অতএব যথার্থই হউক বা অযথার্থই হউক যৎকিঞ্চিৎ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ বিষয় বলিয়া অনেকবার উপদেশ করণানন্তর বার্দ্ধক্য দশায় যদি এক্ষণে আপনি ভীত হইয়া পূর্ব্বাবস্থার সমস্ত মত ও জ্ঞানকে অবশেষে খণ্ডন করি, তবে তাহা কি আমার সঙ্গত হইবে?

এ স্থলে আমার মর্য্যাদার কথা বিস্তারিত করিতে চাহি না, তাহা করিলে আমার অখ্যাতি হইতে পারে। পরন্তু বিচার

কর্ত্তার নিকট ক্ষমা যাচ্ঞা করা ন্যায়সিদ্ধ নহে আর কাকুক্তি করিয়া দোষ মোচন প্রাপ্ত হওয়াও উচিত নহে, বিচার কর্ত্তার মনে তর্ক দ্বারা প্রবৃত্তি ও প্রবোধ দেওয়াই কর্ত্তব্য। বিচারকর্ত্তা ব্যবস্থালঙ্ঘন পূর্ব্বক করুণা প্রকাশ করণার্থে বিচারাসনে উপবিষ্ট হয়েন না, কিন্তু ব্যবস্থা সঙ্গত ন্যায্য বিচার করিতেই নিযুক্ত হয়েন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে কাঁহাকেও মুক্ত করিতে শপথ করেন নাই, কিন্তু উচিত মতে ন্যায় করিতেই বদ্ধ আছেন। অতএব তোমাদিগকে শপথের ব্যতিক্রম করিবার রীতি অভ্যাস করান আমাদের বিহিত নহে, আর তোমাদের ও কর্ত্তব্য নহে যে এমত রীতির অভ্যাস কর, তাহা করিলে আমরা সকলেই ন্যায় ও ধর্ম্মের বাধা জন্মাইয়া সমান অপরাধী হইব।

অতএব হে এথিনিয়ানেরা এমত মনে করিওনা যে আমি যে সকল উপায়কে অবিহিত ও অযথার্থ জ্ঞান করি তাহা তোমাদের নিকট অবলম্বন করিব, বিশেষত উপস্থিত ব্যাপারে আমি মেলিতস কর্ত্তৃক অধার্ম্মিক বলিয়া অপবাদিত হইয়াছি, এ স্থলে উক্ত উপায় কখনই অবলম্বন করিব না, কেননা যদি কাতরোক্তি ও বিনতি করিয়া তোমাদের মনে কোন প্রবোধ দিয়া তোমদিগকে শপথ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত করি, তবে তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে আমি তোমাদিগকে দেবতাতে অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিতেছি, তাহাতে আত্মরক্ষা ও দোষখণ্ডনের চেষ্টাতেই শত্রুগণকে আপনার প্রতিকূলে অস্ত্রধারি করিয়া আপনি সপ্রমাণ করিব যে আমি দেবতাতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এমত কুমতি আমার অন্তঃকরণ হইতে বহির্ভূত আছে, আমি আমার অপবাদকদের অপেক্ষা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে মান্য করি, তাহাতে আমার এমত প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি আপনাকে তাঁহার এবং তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তোমরা আপনাদের ও আমার বিষয়ে যেমত বিহিত বুঝিবা তদ্রূপ যেন বিচার নিষ্পত্তি কর। ইতি রালিন্‌স এনসেণ্ট হিষ্টরি হইতে অনুবাদিত